আজ-কাল

ভানু চট্টোপাধ্যায

বুক রিভ্যু

প্রচ্ছদ শিল্পী
ভবানী দত্ত

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬৩
প্রকাশক
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
সহায়তা করেছেন
বীরেন দত্ত
বুক রিভ্যু
১৯।১, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট
কলকাতা-২৩
মুদ্রণ
শ্রীতারা প্রেস
৩৯।৪, রামতনু বোস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
রিপ্রোডাকশান সিণ্ডিকেট
বাঁধিয়েছেন
ইউনাইটেড বাইণ্ডার্স
৪, কেষ্টদাস পাল লেন
কলকাতা-৬

দাম—দু' টাকা

বাবা-কে

চরিত্র

অবিনাশ
অমল
অশোক
লতা
রমা
সুবিনয়
বাবলু
রঘু
মধুময়
বংশী
বিশু
রাম সিং

বাংলাদেশের একটি গ্রাম যুদ্ধোত্তর কাল

প্রথম অঙ্ক

[মধ্যবিত্ত এক গৃহস্থ বাড়ীর একখানি ঘর। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতে ডানহাতি একখানা তক্তাপোষ। তার ওপর মাদুর-জড়ান একটা কাঁথা। আর নীচে তোরঙ্গ ও সুটকেশ। অপরপাশে ছোট একটি টুল। তার ওপর কয়েকখানা বই। তক্তাপোষ ও টুলের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানটুকু দিয়ে ঘরের মাঝখানে আসতে হয়। ঘরের মাঝ-বরাবর পিছনের দেওয়াল ঘেঁসে বসান ছোট একখানি চৌকীর ওপর গৃহদেবতার বিগ্রহ। আর একটু এগিয়ে গেলে পড়ে দেওয়াল-সংলগ্ন তাক। তাতে সাজান আছে টিনের কৌটো, বাক্স, হ্যারিকেন, কয়েকখানা বাসন ও গৃহস্থালীর অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী। সবশেষে র'য়েছে আর একটি দরজা। তার ভেতর দিয়ে পাশের ঘরের খানিকটা উঁকি মারছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। খোলা সদর-দরজা দিয়ে তক্তাপোষের কাছে রোদ এসে প'ড়েছে। পাশের ঘরের দরজার কাছে আলো তরল।

বাড়ীর কর্তা অবিনাশ চক্রবর্তী তক্তাপোষের ওপর ব'সে বই প'ড়ছে। বয়েস পঞ্চাশোর্ধ। পরণে ধুতী, গায়ে কিছু নেই। বার্ধক্য ও দুঃখ-দারিদ্রে শরীর ভেঙে প'ড়েছে। চেহারার মধ্যে ফুটে র'য়েছে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। বাইরে থেকে আসে পুত্রবধূ রমা। মুখের ভাব বিমষ। ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়ায়। অবিনাশকে দেখে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। তারপর ত্রস্তপদে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।]

অবিনাশ। কোথায় গিয়েছিলে বৌমা ?

রমা। রায়-বাড়ী.........

[বইএর ওপর অবিনাশের চোখ র'য়েছে। পড়ায় মন নেই। চাপা রাগে জ্বলছে। রমা একপাশে দাঁড়িয়েছে। চোখে-মুখে আতঙ্কের ভাব।]

অবিনাশ। এই ভরদুপুরে দারুণ রোদ মাথায় ক'রে রায়-বাড়ী.. ...

রমা। রায়গিন্নি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

অবিনাশ। তোমায় হঠাৎ ডেকে পাঠালেন ?

রমা। তাঁরই একটা দরকারে......

[অবিনাশ আর রাগ চাপতে পারে না। বইখানা সহসা বন্ধ ক'রে ফেলে।]

অবিনাশ। বৌমা! লুকোবার মিথ্যে চেষ্টা ক'রছ। দরকার যে কি আর কার. আমি তা জানি। কাজটা মোটেই ভাল করনি। আমায় না জানিয়ে ওখানে-যাওয়া তোমার অন্যায় হ'য়েছে। এখনও মরি নি তো!

[অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে রমা দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে যেন ভেঙ্গে প'ড়েছে।]

রমা। আমি আর থাকতে পারলাম না বাবা।

অবিনাশ। গরীবের মেয়ে তুমি…ছোটবেলা থেকেই অভাব-অনটনের সঙ্গে যুঝে আসছ। এত শীগগীর তোমার তো অধৈর্য হবার কথা নয়।

রমা। আজকের অবস্থা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

অবিনাশ। তোমার সইবার ক্ষমতা এত কম, আগে জানতাম না।

রমা। সারাদিন বাড়ীর সকলে দাঁতে দাঁত চেপে প'ড়ে আছে। ঘরে এক মুঠো মুড়িও নেই যে, তাই চিবিয়ে একবেলা কাটবে।

অবিনাশ। ভিক্ষের ঝুলি হাতে, পাড়ায় পাড়ায় ধর্ণা দিয়ে তাই মর্যাদা খোয়াতে হবে?

[অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে রমার দিকে এগিয়ে যায়। রমাও যেন আর সইতে পারে না। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে অবিনাশের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

রমা। ভিক্ষে আমি চাইনি, বাবা।

অবিনাশ। ধার নিয়ে এসেছ তো?

রমা। মাত্র এক সের চাল!

অবিনাশ। তার জন্যে, মাথাটা হেঁট ক'রে দিয়ে এলে!

[অবিনাশ দূরে স'রে যায়। মনে স্থৈর্যভাব ফিরিয়ে আনতে চায়। রমা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে তাকে যেন সান্ত্বনা দেয়।]

রমা। মাথা হেঁট কেন হবে? গরীবের সংসারে ধার-দেনা তো হ'য়েই থাকে।

অবিনাশ। আমরা ও-ভাবে চ'লতে অভ্যস্ত নই।

রমা। ক'দিন পরে একটু সুবিধে হ'লেই তো ধার শোধ ক'রে দোব।

অবিনাশ। তা'তে চালের দেনাই শোধ হবে। ধার চেয়ে দীনতা জানানোর অপমান কোনদিন ঘুচবেনা।

রমা। যারা সত্যই দীন, তাদের দীনতা জানানোয় কোন অপমান নেই।

অবিনাশ। বৌমা! -

[দূরে থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রমার ওপর। পরে আত্মসম্বরণ ক'রে আক্ষেপের সুরে বলে।]

অবিনাশ। তুমি যে কতবড় ঘরের বৌ, তা জাননা বলেই অমন কথা মুখে আনতে পারলে। এককালে চক্রবর্তীদের নামে, এ অঞ্চলের দশ-বিশখানা গাঁয়ের লোক মাথা নোয়াত।

রমা। এক'শ বছর আগের সেই পুরোনো গল্প, আমাদের কাছে আজ রূপকথারই সামিল।

অবিনাশ। রূপকথা!

রমা। তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বাবা।

অবিনাশ। না—তা নয়।

রমার স্পর্ধায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ অবিনাশ দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে, কিন্তু তারপর নির্মম সত্যকে স্বীকার করতে গিয়ে ব্যথা পায়।]

অবিনাশ। ভাগ্যের ফেরে, চক্রবর্তীদের অবস্থা আজ প'ড়ে গেছে······

রমা। আজ তারা এত দীন যে, উপোষ ক'রে দিন কাটায়।

অবিনাশ। মাথা উঁচু ক'রে চলার অভিমান তবু, আজও তাঁদের সন্তানদের, রক্তে মিশে আছে। অমল, অশোক, লতার মধ্যে, তা দেখতে পাও না?

রমা। যা পাই, তা খুব ভাল জিনিষ নয়।

অবিনাশ। ভাল জিনিষ নয়?

রমা। মিথ্যে অহংকার-কে আপনি ভাল বলেন!

অবিনাশ। তুমি জান না। অহংকার মর্যাদা-বোধকে আগলে রাখে। অভিমানী লোক তাই ভাঙে, নুয়ে পড়ে না।

রমা। আমি অত বুঝি না। আমি জানি সংসার। দুঃখে-কষ্টে, মানিয়ে-গুছিয়ে, সংসার চালানোই আমার কাজ।

অবিনাশ। সংসারের যাতে অসম্মান না হয়, তা দেখাও তোমার কর্তব্য। ওই দয়ার দান, এখনি তোমায় ফেরত দিয়ে আসতে হবে।

[রমার কাছে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। রমা তাক থেকে একটা টিনের বাক্স নামিয়েছে। তাতে আঁচল্ থেকে চালগুলো ঢালছিল। অবিনাশের কথায় সহসা যেন আর্তনাদ ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠে।]

রমা। না—না—বাবা! এগুলো আমায় ফেরত দিতে ব'লবেন না। বাড়ীর সবাই না খেয়ে চুপ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি আর তা দেখতে পারি না।

অবিনাশ। শোন বৌমা! চক্রবর্তী-বংশের গৌরব তাঁদের কুলদেবতা বাসুদেবের মতই পবিত্র। আমি যতদিন বেঁচে আছি, জীবন দিয়েও তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

[তক্তাপোষের কাছে স'রে যায়। রমা কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সামলে নেয়। এমন সময় বাইরে থেকে একজন ডাকে। রমা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। যে ভয়কে লুকোবার চেষ্টা ক'রতে থাকে। অবিনাশ বই থেকে চোখ তুলে রমার দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।]

বাইরে থেকে। বাড়ীতে কে আছেন?

অবিনাশ। কে ডাকছে?

রমা। ঠাকুরপোকে বোধহয় কেউ ডাকতে এসেছে।

অবিনাশ। মধুবাবুর গলা মনে হোল।

রমা। না, ঠাকুরপোরই কেউ বন্ধুবান্ধব হবে। আমি ব'লে দিচ্ছি, সে বাড়ীতে নেই।

বাইরে থেকে। অবিনাশবাবু বাড়ীতে আছেন?

অবিনাশ। মধুবাবুই এসেছেন।

[বই রেখে উঠে দাঁড়ায় অবিনাশ। রমা থেমে যায়। তার চোখে মুখে ভীতির ভাব স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।]

রমা। না—আপনি যাবেন না।

অবিনাশ। কেন? আমায় যেন কিছু গোপন ক'রতে চাইছ? কি, চুপ ক'রে আছ কেন?

বাইরে থেকে। অবিনাশ বাবু!

অবিনাশ। হুঁ! মধুবাবু কি ব'লতে চান, শুনে আসি।

রমা। উনি ভাড়ার তাগাদা দিতে এসেছেন।

অবিনাশ। এখনও তো ইংরিজি মাস শেষ হয়নি!

রমা। তিনমাসের ভাড়া বাকী প'ড়েছে।

অবিনাশ। কেন, অমল তো কোনবার ভাড়া ফেলে রাখে না

রমা। তিনমাসের মাইনে পাননি...

অবিনাশ। মাইনে পায়নি? অমল তিনমাসের মাইনে পায় নি? কই, আমি তো সে-কথা এর আগে একবার-ও শুনি-নি। সংসার চ'লছে কি ক'রে?

[রমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। রমা নিরুত্তর। বাইরে থেকে লোকটি আরও চেঁচিয়ে ডাকে।]

বাইরে থেকে। অবিনাশবাবু কি বাড়ীতে আছেন? কি আশ্চর্য! বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে নাকি?

অবিনাশ। মাইনে পায়নি কেন? তোমায় কিছু ব'লেছে?

রমা। এ'মাসের শেষে চারমাসের একসঙ্গে পাবেন। এই কথাই আমি জানি।

অবিনাশ। তুমি সব জান, অথচ আমায় কিছু বলনি?

বাইরে থেকে। অবিনাশবাবু কি বাড়ীতে নেই? আজ একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আমি এখান থেকে নড়ছি না।

[অবিনাশ দরজার দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়।]

রমা। আপনি যাবেন না বাবা। আমি বরঞ্চ ওঁকে ব'লে-ক'য়ে ··

অবিনাশ। না, সে কাজ তোমার নয়।

রমা। উনি হয়ত আপনাকে অপমানজনক কথা ব'লে ···

অবিনাশ। তিনমাস যখন ভাড়া দিতে পারিনি, তখন অপমান ত সইতেই হবে। মাথা কাটা যাবার রাস্তা খুলে রেখেছ, ঘরের কোণে লুকিয়ে তো আর রেহাই পাবো না।

[অবিনাশ দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু বেরোবার আগেই মধুময় ঘরে ঢোকে। রমা মাথায় ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে যায়। চালের টিনটা মেঝের ওপর প'ড়ে থাকে।

মধুময় সেন মোটাসোটা লোক। বয়েস চল্লিশ। তার বেশীও হ'তে পারে। মাথার সবটাই টাক। নাকের তলায় টাঙ্গির মত গোঁফ। পরনে খাটো কাপড়, গায়ে ফতুয়া আর পায়ে মোটা চটি।]

মধুময়। কই মশাই, কোথায় গেলেন! আরে এই যে, বাড়ীতেই রয়েছেন দেখছি। কি মশাই! সেবা-টেবা সেরে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন?

অবিনাশ। আপনি বসুন।

মধুময়। না মশাই, ব'সতে আসি নি, আমি ব'লতে এসেছি······

[তক্তাপোষের ওপর ব'সে পড়ে। অবিনাশ ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাব গম্ভীর, কণ্ঠস্বর দৃঢ়।]

অবিনাশ। আরও আগে আসা উচিত ছিল মধুবাবু।

মধুময়। আজ্ঞে হ্যাঁ! তা ছিল—তা ছিল! তবে কিনা আপনার ছেলে···

অবিনাশ। আসতে বারণ ক'রেছিল।

মধুময়। আজ্ঞে তাই।

অবিনাশ। তবুও এলেন ?

মধুময়। কি আর করি ব'লুন ? মানুষের ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে ?

অবিনাশ। ধৈর্য আপনার, সাধারণের থেকে একটু বেশীই আছে। বেশ দেরী ক'রেই আমায় জানাতে এসেছেন।

মধুময়। ও-যা বলেন তাই। তবে দেরীতে জেনেছেন ব'লে, আমায় আর দেরী ক'রতে ব'লবেন না। মোদ্দা কথা, সময় দেওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অবিনাশ। জীবনে কখনও কারুর দান গ্রহণ করি নি মধুবাবু। আজ আপনার অনুগ্রহও ভিক্ষে নেব না। আমি বলছি ··

[মধুময়ের দিকে এগিয়ে আসে। মধুময় হাসে। ধূর্তের হাসি।]

মধুময়। এই সোজা আমার নাক না ব'লে একটু ঘুরিয়ে······

অবিনাশ। না, আমি ব'লতে চাইছি ·····

মধুময়। আপনার ছেলে এতদিন যা ব'লে এসেছে। আজ নয় কাল, আবার কাল, তারপর ফের আবার কাল। মানে, ফাঁকি দিয়ে যতকাল যায়···

অবিনাশ। আমার কথা না শুনে, অযথা পাগলের মত ব'কবেন না। কাল আপনার বাড়ী আমি ছেড়ে দেব। এই কথাই ব'লতে চাইছিলাম।

মধুময়। ছেড়ে দেবেন ? মানে, উঠে যাবেন ব'লছেন ?

অবিনাশ। কাল সকালেই আপনার বাড়ী খালি দেখতে পাবেন···

[অবিনাশ ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। মধুময় অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। এত সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে ভাবেনি।]

অবিনাশ। আর কিছু ব'লবেন ?

মধুময়। না না—আর তো বলার কিছুই থাকতে পারে না, এবার উঠতে হয়। আমি তাহলে ··

অবিনাশ। আসুন !

[মধুময় উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চ'লে যাওয়ার তেমন ইচ্ছে নেই। ভাল মানুষের মত অবিনাশের দিকে একটু এগোয়। গোঁফের তলায় হাসির রেখা।]

মধুময়। ভাড়ার টাকা কটা মিটিয়ে দিয়ে যাবেন তো ?

অবিনাশ। একটি পাইও আপনি কম পাবেন না।

মধুময়। ভাল কথা ! ভাল কথা ! আমি তাহ'লে কালই আসব'খন··· কালই আসব।

[ব'লতে ব'লতে দরজার দিকে পা বাড়ায়। ভারী সন্তুষ্ট—টাকা যেন হাতে পেয়ে গেছে।]

অবিনাশ। ভাড়ার টাকাটা কাল পাবেন না মধুবাবু।

মধুময়। কি ব'ললেন ?

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামে। আস্তে আস্তে অবিনাশের দিকে ফেরে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে।]

অবিনাশ। ভাড়ার টাকা ক'টা দিতে কয়েকদিন দেরী হবে।

মধুময়। সেকি কথা মশায় ? শুভকাজ, আবার দেরী কেন ? কথায় বলে, ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ, যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল।

অবিনাশ। আপনি বিশ্বাস ক'রতে পারেন। বাড়ী ছেড়ে গেলেও টাকা আপনি ঠিক সময়েই পাবেন আমি নিজে এসে আপনাকে দিয়ে যাব।

মধুময়। জগতে একবার কেউ ছেড়ে গেলে, আর তাকে ধরা যায় না মশাই, আর তাকে ধরা রাখা যায় না।

[হাসে, আর বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে এসে তক্তাপোষের ওপর বসে। একটা ফন্দি যেন ধ'রে ফেলেছে।]

অবিনাশ। মাসকাবার অব্দি অপেক্ষা ক'রতে পারেন না ?

মধুময়। বুঝেছি। আপনার বড় ছেলে মাইনে পেলেই টাকাটা দেবেন, ব'লছেন।

অবিনাশ। ঠিক তাই।

মধুময়। টাকা পাওয়ার আশা তাহ'লে ছাড়াই ভাল।

অবিনাশ। কেন ?

মধুময়। কেন? আপনার ছেলে তো আর মাইনে পাবে না।

অবিনাশ। মাইনে পাবে না?

মধুময়। চাকরী না থাকলে কোত্থেকে পাবে বলুন?

অবিনাশ। চাকরী নেই!

[অবিনাশ কিছুক্ষণ তড়িতাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

অবিনাশ। কি ব'লছেন আপনি? অমলের চাকরি নেই?

মধুময়। আজ্ঞে না। আট মাস আগে কাজ থেকে তার জবাব হয়ে গেছে।

অবিনাশ। জবাব হ'য়ে গেছে? আট মাস অমলের কাজ নেই?

[হঠাৎ মধুময়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। রাগে চোখমুখ রক্তবর্ণ।]

অবিনাশ। এখন তা'হ'লে সে কি করে ব'লতে পারেন?

মধুময়। অফিস-টাইমে বাড়ী থেকে বেরোয়, আবার সন্ধ্যেবেলায় ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরে আসে—আপনারা যাতে ধ'রতে না পারেন, চাকরীটা সে খুইয়েছে। কিন্তু আসলে…

অবিনাশ। আসলে?

মধুময়। সারাদিন ফ্যা ফ্যা ক'রে কাজের জন্য ঘোরে, শহরে গিয়ে টো টো ক'রে অফিস অঞ্চল চ'ষে বেড়ায়।

অবিনাশ। যতসব বাজে গুজব শোনাবার আর জায়গা পান নি? যান, বেরিয়ে যান!—বেরিয়ে যান এখান থেকে—বেরিয়ে যান ব'লছি—

[অবিনাশ একেবারে ফেটে পড়ে। মধুময় কতকটা ভয়ে আর কতকটা অপমানে কাঁপতে থাকে। অবিনাশ দূরে স'রে যায়। মধুময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।]

মধুময়। ও! কথাটা বিশ্বাস হ'ল না? বেশ, নিজের ছেলেকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন।

অবিনাশ। শুনুন!

মধুময়। বলুন

[মধুময় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল। অবিনাশ ডাকতেই চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর একটু একটু ক'রে সাহস পেয়ে অবিনাশের দিকে এগোয়।]

অবিনাশ। তিনমাস আগে আপনি ভাড়া পেয়েছেন ?

মধুময়। হ্যাঁ, তা পেয়েছি।

অবিনাশ। আটমাস চাকরী না থাকলে অমল তা' দিল কি ক'রে, ভেবে দেখেছেন ?

মধুময়। ভাবব আবার কি ? এ-ত জানা কথা।

অবিনাশ। কি জানা কথা ?

[সক্রোধে এগিয়ে আসে অবিনাশ। প্রায় তেড়ে আসে ব'ললেই হয়। ভয়ে পিছিয়ে যায় মধুময়। তার কথাবার্তা প্রথমটা জড়িয়ে যায়।]

মধুময়। দে-দেখুন ম-মশায়, চিৎকার না ক'রে, হাত-পা না ছুঁড়ে, যদি শান্তভাবে শোনেন তো বলি···

অবিনাশ। বলুন !

[অবিনাশ নিজেকে সংযত করে। মধুময় ভরসা পেয়ে কপালের ঘাম মোছে। পাশের ঘরের দরজার এককোণে রমা এসে দাঁড়ায়।]

মধুময়। মাইনে ব'লে আপনার ছেলে এতদিন যা এনে দিয়েছে, সেটা ধার ক'রে এনেছে, মাইনে নয়।

অবিনাশ। ধার ক'রে এনেছে ?

মধুময়। দেখুন অবিনাশবাবু, আমি আপনার শুধু বাড়ীওলা নই, প্রতিবেশীও তো। আমার মিথ্যে ব'লে লাভ কি বলুন ? একটু খোঁজখবর নিলেই জানতে পারবেন, বাজারে আপনার ছেলের এতটাকা দেনা, সারাজীবনেও সে তা শোধ ক'রতে পারবে না।

অবিনাশ। না-না, অমল ব'লেছে, এ'মাসের শেষে চার মাসের মাইনে একসঙ্গে পাবে।

মধুময়। আরে মশাই, ওটা একটা ভাঁওতা। ধার করবার আর লোক জুটছে না, তাই নতুন চাল নিয়েছে।

অবিনাশ। অমল আমায় ভাঁওতা দিয়েছে ?

মধুময়। তাই তো দেখছি।

[অবিনাশ অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। আর বিকারগ্রস্ত রুগীর মত বিড় বিড় করে। পাশের ঘরের দরজার কাছ থেকে রমা স'রে যায়।]

অবিনাশ। আমার যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।

মধুময়। গোলমেলে ব্যাপার যে ক'রে রেখেছে! শুনলাম, একজনের কাছে, কয়েক-শ টাকার হ্যাণ্ড্-নোট কেটেছে! দু-তিন দিনের মধ্যে সে টাকা শোধ ক'রতে না পারলে, ভদ্রলোক নালিশ ক'রবে, জানিয়ে দিয়েছে।

অবিনাশ। ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড ক'রেছে হতভাগা, আমিই কিছুই জানতে পারি নি ?

মধুময়। জানবেন কি করে ? হাজার হোক, মশায়ের এ অঞ্চলে বেশ সুনাম আছে। সকলেই জানে, আপনি একজন সাধুসন্তগোছের লোক, নিজের ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন। তাই পাওনাদারেরা আপনাকে চিনলেও কিছু জানাতে সাহস করে নি। তা'ছাড়া ছেলের এসব কীর্তিকলাপ শুনিয়ে অক্ষম বুড়ো বাপকে মিছে কষ্ট দেওয়া···

অবিনাশ। অক্ষম বুড়ো বাপ! আপনি ঠিকই ব'লেছেন মধুবাবু। সত্যিই আমি অক্ষম।

মধুময়। দেখুন, আমার দোষ নেবেন না। আমি শুধু সাবধান ক'রে দিতে চাই। ভদ্রলোকের ছেলে, হাতে দড়ি প'ড়লে কি ভাল হবে ?

[বিক্ষুব্ধ অবিনাশ বিদ্যুৎগতিতে মধুময়ের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। রাগে অপমানে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে।]

অবিনাশ। চক্রবর্তীদের ছেলের হাতে দড়ি ?

মধুময় আইন তো জোচ্চোরকে ছেড়ে কথা কইবে না মশাই।

অবিনাশ। জোচ্চোর? আমার ছেলে জোচ্চোর।

মধুময়। তবে কি ধর্ম্মপুত্তুর? ধার ক'রে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায়, পাওনাদারদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রাণ করে। এ'তো রীতিমত লোকঠকানো ব্যবসা, পুরোদস্তুর জোচ্চুরী!

অবিনাশ। না, না, চক্রবর্ত্তীদের কেউ কখনও অমন কাজ করে নি। আমার ছেলে তার বাপঠাকুর্দার নামে কালি দিতে পারে নি। এ'সব মিথ্যে, মিথ্যে—আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না।

[চাপা-কান্না যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।]

মধুময়। আপনার ছেলের সাধুতায় আপনি ভুলে থাকতে পারেন। আমার কাছে ওসব চালাকী চ'লবে না। আজকালের মধ্যে বাকী ভাড়া কড়ায় গণ্ডায় না মেটালে জোচ্চোরকে আমি দেখে নেব, একথা তাকে ব'লে দেবেন।

[মধুময় দ্রুতপদে বেরিয়ে যাচ্ছে। পাশের ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে আসে রমা। তার হাতে একগাছি সোনা-বাঁধান নোয়া।]

রমা। দাঁড়ান!

[মধুময় সঙ্গে সঙ্গে থামে। পেছন থেকে কে যেন তাকে টেনে ধ'রেছে। অবিনাশ বিরক্ত হ'য়ে রমার কাছে যায়। নিম্নস্বরে তিরস্কার করে।]

অবিনাশ। তুমি আবার অসময়ে এখানে এলে কেন বৌমা?

রমা। আমার আসবার সময় হ'য়েছে বাবা। (মধুবাবুর দিকে না তাকিয়ে) কত আপনার পাওনা জানতে পারি?

[মধুময় ভারী বিব্রত। এমন ব্যাপার সে আশা করেনি।]

মধুময়। এই—এই মানে—মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে চারমাসের—মানে এ-মাসের নিয়ে……

রমা। আশি টাকা! এটাতে এক ভরি সোনা আছে। আশা করি, এতেই আপনার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ হবে।

অবিনাশ। বৌমা!

রমা। এটা ওঁকে দিন বাবা। আর জিজ্ঞেস করুন, ভাড়া দিতে দু'মাস দেরী হ'লে মানুষ যদি জোচ্চোর হ'য়ে যায়, তা'হলে যে ঘরের ভাড়া দশ টাকাও হয় না, তার জন্তে যারা কুড়ি-টাকা আদায় করে, তারাই বা কোন সাধু মহারাজ ?

মধুময়। তার মানে ?

রমা। মানে খুবই সহজ। আপনি এটা নিয়ে যান।

মধুময়। না—না—ওই লক্ষ্মীর হাতের সোনা আমি নিতে পারব না। আমাকেও ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর ক'রতে হয়। ওই সোনা ঘরে ঢোকালে আমার সংসারের অমঙ্গল হবে।

রমা। স্যাকরার দোকানে বেচে রূপো ক'রে নিয়ে যান। তাহ'লে তো আর অমঙ্গলের ভয় থাকবে না।

মধুময়। আমি কেন বেচতে যাব ? আমার ওসব ঝঞ্ঝাট হাঙ্গামায় দরকার কি ? শুনুন অবিনাশবাবু—

[অবিনাশবাবু একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। মধুময়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। মধুময় কাছে এসে জোর গলায় শুনিয়ে দেয়।]

মধুময়। বাকি-বকেয়া মিটিয়ে তবে বাড়ী থেকে উঠে যাবেন। আমি সোজা লোক—এই সোজা কথা ব'লে গেলাম।

[আর এক মুহূর্ত দেরী করে না ; বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্তে নীরবতা। তারপর অবিনাশের কাছে রমা এগিয়ে আসে।]

রমা। আপনি এটা স্যাকরার বাড়ী নিয়ে যান বাবা !

অবিনাশ। তোমার শাশুড়ীর দেওয়া জিনিষ—বড় সখ ক'রে ওটা তৈরী করিয়েছিল—আমাকেই খুইয়ে আসতে ব'লছ !

রমা। তাঁরা স্বামী-পুত্র, তাঁর গ'ড়ে যাওয়া এই সংসারের চেয়ে এটা বড় নয়, বাবা।

অবিনাশ। তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ, সোনার নোয়া—তোমার সম্মান—

রমা।　　আপনারই তুলে দেওয়া সম্মান। আপনার মাথা যদি ধুলোয় লুটোয়, তবে এ সম্মান আমি কেমন ক'রে হাতে তুলে রাখি—

[আবার আগের মত শক্ত হ'য়ে ওঠে অবিনাশ]।

অবিনাশ। পথে যদি বেরোতেই হয় বৌমা, চোর-জোচ্চোরের অপবাদ নিয়ে যাবনা। আমি এখনও বেঁচে আছি। তোমার স্বামীর, আমার অমলের ওই কল্যাণ

রমা।　　না বাবা, তাঁর কল্যাণ আমার হাতের এই নোয়ায় আর শাঁখায়-সিঁদুরে—তাকে বেঁধে রাখতে দরকার হয় না এই সোনার তারের। আপনি এটা নিয়ে যান।

অবিনাশ। আমি? না—না—আমি কখনও ওসব করিনি—ঠিক অভ্যাস নেই। কাজটা তুমি অন্য কাউকে দিয়ে করিও। আর ত্থাখো……

[পাশের ঘরে যেতে গিয়ে চালের টিনটা চোখে পড়ে রমা অবিনাশের দিকে তাকায়।]

অবিনাশ। এই চালগুলোকে আর ঘরে তুলো না।

[পাশের ঘরে চ'লে যায়। রমা চালের টিনটার দিকে কিছুক্ষণ করুণ-নেত্রে চেয়ে থাকে। তারপর সোনার নোয়া আঁচলে বাঁধে। তাক থেকে একটা থালা নিয়ে এসে তাতে চালগুলো ঢালে। বাইরে থেকে আসে অশোক। অবিনাশের ছোট ছেলে; বয়স চব্বিশ। গায়ে হাফ শার্ট, পরণে প্যাণ্ট। রোগা চেহারা, চোখ দুটিতে গভীর আত্মপ্রত্যয়। বর্তমানে মুখখানা ঘর্মাক্ত মনে হয়; অনেক পরিশ্রম করেছে; ক্লান্ত।]

অশোক। এ বেলা তাহলে একমুঠো খেতে পাওয়া যাবে?

[তক্তাপোষের ওপর ব'সে জামা খুলতে আরম্ভ করে। রমার মুখের ওপর রাগের ভাব। চালের টিন হাতে সে উঠে দাঁড়ায়।]

রমা।　　ক'মুঠো চাল নিয়ে এলে?

অশোক। আয়োজন তো তুমিই সেরে রেখেছ।

রমা।　　আমার তো ক'রবার কথা নয়।

[তাকের ওপর টিনটা বসিয়ে ফিরে আসে। মাটি থেকেচালের থালা-খালা তুলে নেয়।]

অশোক। বাব্বা, চ'টে যে একেবারে গরম চাটু। তারপর চল্লে কোথায়?

রমা। সব তাতেই অত জমা-খরচ দিতে পারি না।

অশোক। দয়াবতী বৌদির দয়াবৃষ্টি আজ কার মাথায়, জানতে ইচ্ছে ক'রছে।

রমা। তাতো ক'রবেই। দু'ভায়ে মিলে ভাণ্ডার যে একেবারে ছাপিয়ে দিয়েছ, আর ধ'রছে না। এ সময় দয়াবৃষ্টি না করলে চলে? ভাবছি, একটা অন্নছত্র খুলব।

[অশোক একটু হাসে। রমা আরও ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

অশোক। আপাততঃ অন্ন ছড়াতে চ'লেছ কোথায়?

রমা। রায় বাড়ী যাচ্ছি।

অশোক। সেকি! সমুদ্রে ঢালতে চ'লেছ এক কলসী জল? রায় বাড়ী-তো চালের পাহাড়।

রমা। তাতে তোমার কি? তোমাদের ঘরে তো আগুন লেগে গেছে।

অশোক। সারা গ্রামখানায় আগুন লেগেছে। প্রতিটি ঘর জ্বলছে। আমাদের ঘরতো তার বাইরে নয়।

রমা। আমি অত বুঝি না। নিজের ঘরের কথাই জানি—আপনার সংসারের কথাই ভাবি।

অশোক। তা ভেবে, কিছুই ক'রতে পারবে না।

[অশোক উঠে দাঁড়ায়। রমার কাছে এগিয়ে আসে।]

অশোক। পাশের বাড়ীতে আগুন লেগেছে। সে আগুন জ্বলবে। আর নিজের ঘরের চাল জলে ভিজিয়ে রেখে তাকে বাঁচাবে? তা হয় না।

রমা। আর কি ক'রতে পারি বল?

অশোক। তার আগে একটা কথার জবাব দাও তো, শুনি।
চালগুলো ধার ক'রে এনেছিলে?

রমা। হ্যাঁ! আবার ফেরত দিতে যাচ্ছি।

অশোক। কেন?

রমা। আমার অদৃষ্ট!

অশোক। কিন্তু সমস্ত গ্রাম জুড়ে এই অনাহার আর মৃত্যু? সেটা-
কার অদৃষ্ট?

রমা। বিধাতার অভিশাপ?

অশোক। অভিশাপ নেই শুধু রায়বাড়ী। বাজার থেকে হাজার হাজার
টাকার চাল আর কাপড় উধাও হ'য়ে, সেখানে লুকিয়ে
প'ড়ছে। অদৃশ্য বিধাতার অদ্ভুত ম্যাজিক!

রমা। আমি ওসব বুঝি না।

[রমা বেরিয়ে যেতে চায়। একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।]

অশোক। শোন বৌদি! এখন তোমার কাজ হ'চ্ছে, চালগুলোকে
সেদ্ধ ক'রে ফেলা।

রমা। এ চাল ফেরত দিতেই হবে। নইলে বাবা রাগ করবেন।

অশোক। রাগ আর ক'দিন থাকবে? ততক্ষণে ওগুলো হজম হ'য়ে
কোথায় চ'লে যাবে; কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

রমা। বাবা জানতে পারলে দুঃখ পাবেন।

অশোক। জানবার দরকার কি? চুপিচুপি কাজটা সেরে ফেল।

রমা। একবার চেষ্টা ক'রেছিলাম—পারি নি। বাবা জানতে
পারবেনই। তাঁকে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ।

অশোক। খাবার সামনে রেখে ক্ষিধে সহ্য ক'রা আরও বড় পাপ।
যাও, উনুন ধরাও গে। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

রমা না-না- আমাকে বোলো না ঠাকুরপো। আমি পারব না।

অশোক। বেশ, তুমি না পার, আমাকে দাও। আমি নিজে রেঁধে খেয়ে মহাপাপী হব!

[রমার হাত থেকে চালের থালা নিয়ে তাকের ওপর রাখে। তারপর রমার কাছে এসে দেখে তার চোখে জল। অশোক ব্যথিত হয়।]

রমা। এমনি ক'রে পেটের আগুন আর ক'দিন নিভিয়ে রাখতে পারবে?

অশোক। তুমি কি ভাব, এই দুর্ভাগ্যের দিন আর যাবে না?

রমা। ক'বে—ক'বে যাবে ব'লতে পার।

অশোক। যে লোভ আর স্বার্থপরতা, পৃথিবীতে এই দুর্দিন ডেকে আনে···তাকে যেদিন মানুষ সরিয়ে ফেলতে পারবে...

[একটু আগে ঢুকে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল লতা। অবিনাশের ছোট মেয়ে। বয়েস বছর বাইশ। সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্যে তার বেশভুষা খুব উচ্চধরণের হ'তে পারে নি। তবু সাজগোজের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক আছে। চালচলনে একটা অহেতুক গর্বিত-ভাব। অশোকের কথা শেষ হ'তে সে এগিয়ে আসে।]

লতা। চমৎকার বোঝালে ছোড়দা। একমিনিটে যেন সব সমস্যা মিটে গেল।

[অশোক রুষ্ট হ'য়ে একবার লতার দিকে তাকায়। লতা গ্রাহ্য না ক'রে তক্তাপোষের ওপর বসে। বইখানা তুলে নেয়। অশোক রমার দিকে ফিরে দেখে, সে আঁচল থেকে সোনার নোয়া খুলছে।]

রমা। এখন অন্যকথা ভাবতে হবে ঠাকুরপো। কাল আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

অশোক। তার মানে?

[লতা ও অশোক উভয়ে বিস্মিত। রমা অশোকের হাতে সোনার নোয়াগাছটা তুলে দেয়।]

রমা। এটাকে নিধু স্যাকরার দোকানে নিয়ে যাও তো। বাড়ী-ওলার বাকী ভাড়া যাবার আগে শোধ ক'রে দিতে হবে।

অশোক। বাড়ী ভাড়া?

লতা। ভাড়া বাকী প'ড়েছে?

রমা। হ্যাঁ! তিন মাসের। কাল সকালেই মিটিয়ে দিতে হবে।

[রমা তাকের কাছে স'রে যায়। জিনিষপত্র গোছাতে আরম্ভ করে।]

অশোক। ও! মধুবাবু তাহ'লে একটু আগে এখানেই এসেছিলেন? রাস্তায় দেখা হল, কিছু ব'ললেন না তো?

লতা। তোমায় ব'লে তো কোন লাভ হবে না। তাই আর সময় নষ্ট করেন নি।

অশোক। তুই একটু চুপ কর্‌তো লতা।

[রমার দিকে এগিয়ে যায়।]

অশোক। কালকেই বাড়ী ছাড়তে হবে কেন বৌদি? আর তোমার সবেধন নীলমণি এটা খুইয়েই বা কেন ভাড়া মেটাতে হবে? কিছুই বুঝতে পারছি না।

লতা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে, ঘরোয়া ব্যাপার বোঝা যায় না।

অশোক। লতা, একটু চুপ কর্‌বি।

[অশোক এবার ধমক দেয়। লতা একবার কটমট ক'রে তাকিয়ে আবার বইএর পাতা ওল্টাতে থাকে।]

অশোক। আসল কথাটা তুমি খুলে বলত বৌদি!

রমা। নিধুর দোকানে ওটাকে বেচে, টাকাটা আমায় চট্ ক'রে এনে দাও।

অশোক। একটা কথা…

রমা। আর কোন কথা নয়। তাড়াতাড়ি এসো! উনুনে আঁচ দিয়ে আমি ভাত চাপাই…

[চালের থালা নিয়ে দ্রুতপদে পাশের ঘরে যাচ্ছে। অশোক
সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে এগোয়।]

অশোক। শোন! আমি ব'লছিলাম, ভাড়া দিতে দুদিন দেরী হ'লে বাড়ীওয়ালা কি ক'রতে পারে?

লতা। উচ্ছেদের মামলা।

অশোক। বেশ তাই করুক।

রমা। বাবা মামলা মকর্দমার মধ্যে যেতে চান না।

অশোক। কিন্তু উঠে যাও বললেই উঠে যেতে হবে?

লতা। নইলে মামলা। তার জন্যেও টাকা চাই।

রমা। বড়লোকের সঙ্গে আমরাই বা পেরে উঠব কেমন ক'রে? তা-ছাড়া ভাড়াতো মিটিয়ে দিতেই হবে।

অশোক। ভাড়া যদি মিটিয়ে দোব, বাড়ী ছাড়ব কেন?

লতা। এবারের মত না হয় মিটিয়ে দিলে। তারপর কি হবে? বৌদির তো আর সোনার নোয়া নেই।

অশোক। আমি বড়দার কথা ব'লছি—

রমা। তার আশা আমাদের ত্যাগ করাই ভাল।

[একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে ছুটে চলে যায় রমা।]

অশোক। ব্যাপারটা কিছু বোঝা গেলনা তো। বড়দার হ'য়েছে কি? তুই কিছু জানিস লতা?

[তক্তাপোষে লতার পাশে গিয়ে বসে। লতা উঠে দাঁড়ায়।]

লতা। এটা বোঝা এমন কি শক্ত? বড়দার একার আয়ে এখন আর সংসার চ'লছে না। তুমিও যদি রোজগার ক'রে সংসারকে কিছু সাহায্য ক'রতে, তাহলে আজ বাড়ী ছাড়ার কথাই উঠত না। তার চেষ্টা কোনদিন ক'রেছ?

[অশোক কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকে। নিজের অসহায়
অবস্থার কথা ভেবে একটু ক্ষুব্ধ হয়।]

অশোক। অনেক ক'রেছি, এখনও ক'রছি—সবই অপচেষ্টা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

লতা। সেটা নিজেরই অযোগ্যতার কথা।

অশোক। দেশের অর্ধেক লোক তাহ'লে অযোগ্য ?

লতা। পরের কথা রেখে, আগে নিজের কথা ভাবতো ?

অশোক। বেশ, তোর কথাই তবে বলি। তুইও তো পারিস একটা চাকরি যোগাড় ক'রতে। তোরও সংসারকে সাহায্য করা দরকার।

লতা। নিশ্চয়, কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর—দেখবে, আমি যা পারি, তোমার সে-ক্ষমতাও নেই।

অশোক। এবার তুই বাজে বকতে আরম্ভ ক'রলি লতা, আমি চলি।

লতা। মুখের ওপর সত্যিকথা ব'ললেই তো তুমি পালাবে।

অশোক। লতা !

লতা। ছোড়দা !

[অশোক যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। লতা গলা চড়িয়ে তার ধমকের উত্তর দেয়। রমা ব্যস্ত হয়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।]

রমা। ঠাকুরঝি ! এই কি ঝগড়া করার সময় ? ঠাকুরপো ! তুমি এখনও যাওনি ?

অশোক। যাচ্ছি, পুঁটিমাছের লাফানি-ঝাঁপানি দেখছিলাম !

[চলে গেল।]

রমা। ছোটবেলার সেই ঝগড়া করার স্বভাব আজও গেলনা ?

লতা। এটা ঝগড়ার কথা নয় বৌদি। বড়দা একা আর কতদিক সামলাবে ? সংসারের সব দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপিয়ে আমরা ঘরে ব'সে খাব, তা হ'তে পারে না।

রমা। হ'তে পারে না, বুঝলুম। কিন্তু ক'রবে কি ?

লতা। আমি চাকরি নেব।

রমা। চাকরী ?

লতা। কেন, আমার কলেজের কত মেয়ে এখন পড়াশুনো ছেড়ে চাকরী ক'রছে। আমি যদি মাসে পঞ্চাশটা টাকাও আনতে পারি, তাতে সংসারে খানিকটা স্থবিধে হবে।

রমা। তা হবে। কিন্তু কাজের কিছু খোঁজ পেয়েছ ?

লতা। হ্যাঁ, আমি কালই শহরে যাচ্ছি…

[পাশের ঘরে যেতে চায়, কিন্তু সামনে ঝুড়ি হাতে বাবলু দাঁড়িয়ে আছে দেখে থেমে যায়। বাবলু এই গ্রামেরই ছেলে। এই পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ট। ষোল-সতের বছর বয়েস। পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। গায়ে ততোধিক ময়লা সার্ট। সোজা ঘরে ঢুকে সে রমা ও লতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।]

বাবলু। কলমী-শাক নিয়ে এলুম !

[রমা শাকের ঝুড়ি নিয়ে তাকের কাছে চলে যায়। একটা থালায় শাকগুলো ঢালে। লতা আবার তক্তাপোষের ওপর বসে।]

রমা। তোর দিদি এলো না বাবলু ?

বাবলু। দিদির এখন বাইরে বেরোবার উপায় নেই।

রমা। কেন, কি হয়েছে ?

বাবলু। জ্বর গায়ে ভোরবেলা কাজে গিয়েছিল। বেলা দুপুরে পুকুরে ডুব দিয়ে এসে কাপড়খানা মেলে দিয়েছে। তোমার একখানা কাপড় জড়িয়ে এখন হিহি করে কাঁপছে, আর ব'লছে কী জান ? …

[রমা বাবলুর কাছে এগিয়ে আসে। বাবলু হাসতে হাসতে ব'লছিল। কিন্তু রমার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে যায়। মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়।]

রমা। আমার একখানা ছেঁড়া কাপড় দিচ্ছি,—নিয়ে যাতো !

বাবলু। না না তুমি দিও না। তোমারই কি একেবারে দশবিশ-খানা আছে ?

রমা। তোর অত ভাবনায় দরকার নেই। যা ব'লছি কর। কাপড়খানা দিচ্ছি, দিদিকে দিয়ে আয়।

[তক্তাপোষের কাছে গিয়ে রমা তার তলা থেকে তোরঙ্গ টেনে বের করে। কাপড় খুঁজতে থাকে।]

বাবলু। এরকম অযথা দয়ামায়া দেখালে তুমিই ঠকবে। তোমার দরকারের সময় কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

লতা। একটু বেশী পরিমাণেই পেকেছিস্ বাবলু।

বাবলু। কী যে বল লতাদি, তার ঠিক নেই। পাকবার সময়ই বা হ'ল কখন, আর পয়সাই বা পেলাম কোথায়? দুর্ভিক্ষের সময় না খেতে পেয়ে বাপ ম'ল, মা তো ভাই-বোনদুটোকে ফেলে পালাল। তারপর থেকে দিদি পরের বাড়ী ঝিগিরি করে এত বড়টা করল, অথচ তাকে একখানা কাপড় কিনে দেবার ক্ষমতাও আমার হ'ল না।

[বাবলুর চোখে মুখে ক্ষোভের ভাব স্পষ্ট হ'য়ে উঠে। রমা তোরঙ্গটাকে আবার তক্তাপোষের তলায় ঠেলে দেয়। তারপর ঝুড়ি আর কাপড়খানা একপাশে রেখে শাক বাছতে আরম্ভ করে।]

লতা। সেটা কার দোষ?

বাবলু। সে দেখতে গেলে অনেক কথা। আমি শুধু বলতে চাইছি, পাকা জিনিষ ভালই হ'য়ে থাকে। আমি কিন্তু পাকিনি—পাকিনি—একেবারে দরকচে মেরে গেছি—

লতা। সেটা তোরই কর্মফল। কাজল তোকে লেখাপড়া শেখাবার কত চেষ্টা ক'রছে। ইস্কুল পালিয়ে গুণ্ডামী ক'রে বেড়ালে এই হালই হ'য়ে থাকে।

বাবলু। একদিক দেখে বিচার ক'রতে গেলে ভুল হয় লতাদি। ইস্কুল আমাকে পালাতে হয়নি। মাসে মাসে মাইনেটা না দেওয়ার জন্যে ইস্কুলই আমায় তাড়িয়েছে।

রমা। একথা সত্যি ঠাকুরঝি। কাজলের মুখেই আমি শুনেছি।

বাবলু। নিজের কথাই ভেবে দেখ না। তুমি 'থার্ডইয়ারে' গিয়ে কলেজ ছাড়লে কেন? অশোকদাই বা বি, এ, পরীক্ষা দিলে না কি জন্যে? বুঝলে লতাদি, লেখাপড়া শিখতে গেলে আজকাল বড়লোক হ'তে হয়।

লতা। বড়লোক না হ'তে পারিস, না হ'লি; রোজগার ক'রে কিছু এনে দিদিকে দিতে পারিস তো! তোর মত কত ছেলে সংসার চালায়।

বাবলু। বেশ, তুমি তো কাল শহরে যাচ্ছ, শুনলুম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

লতা। তারপর?

বাবলু। তোমার কলেজের কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে, একটা চাকর বেয়ারার কাজ জুটিয়ে দিতে পারবেন না?

লতা। তোর জন্যে সবাই দরজা খুলে বসে আছে কিনা—

রমা। দেখ না ঠাকুরঝি যদি পার—

লতা। তুমিও ছেলেমানুষের মত কথা ব'লছ বৌদি! কোন খোঁজখবর না নিয়েই—

বাবলু। না হয় দুটো দিন দেরী হবে।

লতা। সে দুদিন থাকবি কোথায়, খাবি কি?

বাবলু। শুনতে পাই, কত বড়লোকের বাড়ীর সঙ্গে তোমার আলাপ। তাদের কারুর বাড়ীতে দুদিন থাকা, আর একমুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা—

লতা। না, ওরকম গ্র্যাটিস্ ব্যবস্থার কথা জানতে গেলে, আমায় অপমানিত হ'তে হবে।

বাবলু। তা বেশ! এখানেও তো অদ্দেকদিন না খেয়ে থাকতে হয়। শহরে গিয়েও না হয় দুটো দিন উপোস ক'রে থাকব। তুমি আমায় নিয়ে চল লতাদি।

লতা। না—না—এ সময় আমি ওসব কিছু ক'রতে পারব না।

[নাছোড়বান্দা বাবলুকে এড়াবার জন্যে লতা পাশের ঘরের দিকে এগোয়। বাবলু রেগে ঘুরে দাঁড়ায়।]

বাবলু। শুধু পথই বাতলাতে পার, চালাতে পার না।

লতা। বাজে বকিস না বাবলু।

বাবলু। জানি রাগবে। নিজের সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য, অনেক মহাপুরুষও সইতে পারেন না।

লতা। আচ্ছা, তোকে আর এখানে লেকচার দিতে হবে না। কাজ হ'য়ে থাকে চটপট বিদেয় হ।

[পাশের ঘরে যায়। রমা বাবলুর কাছে স'রে এসেছিল। উদ্দেশ্য—বাবলুকে থামাবে। বাবলুর কোন ভাবান্তর নাই। রমা লতার এরকম দৃঢ় ব্যবহারে যেন একটু আহত।]

বাবলু। বৌদি, আমি শহরে চলে যাব!

রমা। একা?

বাবলু। ভয় কি? তুমি আমায় যতটা ভাব, তার চেয়ে আমি কম ছেলেমানুষ।

রমা। কি ক'রবি সেখানে?

বাবলু। শুনেছি, শহরে সবাই রোজগার করে। আর কিছুই না পাই, চায়ের দোকানে একটা বয়ের কাজও তো পাব। না/হয়ত খবরের-কাগজ বেচব!

রমা। তাও যদি না পাস!

বাবলু। ফুটপাতের একধারে ব'সে রাস্তার লোক ডেকে ডেকে জুতো পালিশ করব। তাতেও কম রোজগার নয়।

রমা। এসব কি ব'লছিস বাবলু!

[বাবলু রমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ; তারপর মাটির দিকে চোখ নামায়। কণ্ঠে আক্ষেপের সুর।]

বাবলু। বৌদি, আমার মা বাপ ব'লতে ওই একমাত্র দিদি। পরের বাড়ী বাসন মেজে, এঁটো কুড়িয়ে বেড়ায়, দুবেলা পেট ভ'রে খেতেও পায়না। চুপ ক'রে বসে কি তা দেখতে পারি।

রমা। ভিন্ জায়গায় গিয়ে খাবি-শুবি কোথায় ?

বাবলু। সে তুমি ভেব না। আমি জানি, শহরে বড় বড় পার্কে কতলোক রাত কাটায়। আর খাওয়া? দু'পয়সার মুড়ি আর সরকারী কলের জল। যত ইচ্ছে খাও—পয়সা লাগবে না।

[কাপড়সমেত ঝুড়িটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। রমাও তার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়।]

রমা। কাজলকে একবার পাঠিয়ে দিস !

(বাইরে থেকে) বাবলু। আচ্ছা !

[দরজার দিকে ফিরে রমা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ কি মনে পড়াতে, পাশের ঘরের দিকে যেতে চায়। কিন্তু সামনেই দেখে, অবিনাশ ঠাকুর প্রণাম ক'রছে। গায়ে পাতলা সুতীর চাদর, হাতে ছাতা। প্রণাম সেরে অবিনাশ রমার দিকে তাকায়।]

রমা। একি! কোথায় বেরুচ্ছেন বাবা ?

অবিনাশ। কাল আমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে, ভুলে গেছ ?

রমা। না!

অবিনাশ। কোথায় গিয়ে উঠব—একটা ব্যবস্থা ক'রে আসি !

রমা। আমি ব'লছিলাম, এই প্রচণ্ড রোদে—তার ওপর সারাদিন মুখে এক-ফোঁটা জলও দেন নি—

অবিনাশ। আর সময় কোথায়? বেলা আড়াইটে হ'য়ে গেছে—মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা। এরই মধ্যে জায়গা বেছে একটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে। মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো একটা চাই।

রমা। দুদিন দেরী হ'লেই বা ক্ষতি কি!

অবিনাশ। জীবনে কোনদিন কথার খেলাপ করিনি বৌমা!

রমা। খোঁজ ক'রলেই কি ঘর এখন পাওয়া যাবে?

অবিনাশ। কাল সকালে এ বাড়ী আমাদের ছাড়তে হবে। দরকার হ'লে, গাছতলাতে গিয়েও দাঁড়াতে হবে।

[অবিনাশ বেরিয়ে যাচ্ছে। রমা কথা ব'লতেই আবার দাঁড়ায়।]

রমা। তাহ'লে এখন কোথায় যাচ্ছেন?

অবিনাশ। তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। ষ্টেশনের কাছে ওই বস্তিটার মধ্যে খান-দুই ঘর খালি আছে, শুনেছিলাম। যদি পাওয়া যায়. গাছতলার চেয়ে মন্দ হবে না।

রমা। আপনার বড় ছেলের অপেক্ষা ক'রলে ভাল হ'ত না?

অবিনাশ। না! এখন আর কারো অপেক্ষায় থাকলে চ'লবে না। মধুবাবু কিছুই মিথ্যে ব'লেন নি।

রমা। আর একটা কথা—

অবিনাশ। তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল। বেলা গড়িয়ে গেছে—

[দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল অবিনাশ। আবার রমার দিকে ফিরে তাকায়।]

রমা। ঠাকুরপোকে সঙ্গে দিয়ে, আমায় কিছুদিন বাবার ওখানে পাঠিয়ে দিন।

অবিনাশ। কেন? বাপের কাছে, গরীব শ্বশুরের হীন অবস্থার কথা জানিয়ে অপমানিত ক'রতে চাও?

রমা। আমি কি তা পারি?

অবিনাশ। এখন বাপের বাড়ী গেলে, মুখুজ্জে মশাই সেই কথাই ভাববেন। শ্বশুরের কাছে ভাত জোটে না ব'লে মেয়ে আমার কাছে চ'লে এলো।

রমা। তা ছাড়া আর কোন কারণে মেয়েকে বাপের বাড়ী যেতে নেই?

অবিনাশ। এই সময় গেলে, সেই কথাই উঠবে। তারপর, যখন লোকের মুখে শুনবে, অমুর চাকরি নেই—যখন খবর পাবেন, আমরা বাড়ী বদল ক'রে কুলিবস্তিতে উঠে গেছি,—তখন সন্দেহ আরও পাকা হ'য়ে উঠবে। আর, কুটুমের কাছে, আমার সম্মান ব'লতেও কিছু থাকবে না।

রমা। না, বাবা! কোন কথাই উঠবে না।

অবিনাশ। সত্যি কথা, ক'দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে? যাক, ইচ্ছে কর, যেও। আমার মতামত চেয়ো না। এ সংসারে, আমার মতামত ফুরিয়ে যাবার সময় এসেছে। নিজের ছেলেমেয়েরাই বড় মানছে—তুমি তো পরের মেয়ে—

[সাশ্রু নেত্রে রমা অবিনাশের দিকে ফিরে তাকায়।]

রমা। আমি আর ও-কথা ব'লব না বাবা।

অবিনাশ। এতক্ষণ ও-ঘরে বসে তাই ভাবছিলাম। আমি অন্ধের মত আঁকড়ে ধ'রে, যা আগলে রাখতে চাইছি, ভেতরে ভেতরে পোকায় কেটে তাকে হয়ত ঝাঁঝ্‌রা ক'রে দিয়েছে। চক্রবর্তী বাড়ীর আদর্শ আর হয়ত বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

[গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে আসে লতা : পরণে সাদা শাড়ী, আর আগেকার কাপড়খানা হাতে।]

লতা। বাবা কোথায় গেলেন বৌদি ?

রমা। ঘর ঠিক ক'রতে—

লতা। এ-অঞ্চলে ঘর কোথায় যে ঠিক ক'রবেন ?

রমা। ষ্টেশনের কাছে বস্তিতে ঘর খালি আছে বোধ হয়—

লতা। ষ্টেশনের কাছে বস্তি ? ওই নোংরা কুলি বস্তিটা ? আমাদের ওখানে গিয়ে উঠতে হবে ? ছদিনে দম আটকে মরে যাব।

রমা। যেখানে গেলে দম আটকাবে না, সেই জায়গায় তুমি ঠিক ক'রে দাও।

লতা। বাকী ভাড়া যখন দেওয়া হচ্ছে, তখন মাসখানেক আমরা অপেক্ষা ক'রতে পারি। তার মধ্যে একটা ভাল ব্যবস্থা করা যেত। তা নয়, খেয়ালের মাথায় যাহোক কিছু করলেই হোল ?

রমা। সে-কথা বাবাকে ব'ললেই পারতে —

লতা। তোমার কথাই বড় শুনলেন, তা আমি—

রমা। কেন, তুমি কি তার মেয়ে নও ?

লতা। বাবা আমাকে মোটেই দেখতে পারেন না। আমি বাবার চক্ষুশূল।

রমা। ছিঃ ঠাকুরঝি ! ও-কথা বোলো না।

লতা। যাক, তারজন্যে আমার দুঃখ নেই।

[বাইরে যাচ্ছে—রমা ডাকতে থেমে যায়।]

রমা। ঠাকুরঝি, আমি পুকুরে যাচ্ছি হাঁড়িটা মাজতে। তুমি উনুনটায় আগুন ধরিয়ে দাও না—

লতা। আমার সময় নেই। বাইরে বেরোবার এই একখানা কাপড়

আছে। এটাকে এখুনি কেচে—শুকিয়ে—ইস্ত্রী ক'রে না রাখলে, কাল সকালে বেরুতে পারব না।

[রমা শাকের ঝুড়ি ও চালের থালাখানা নিয়ে পাশের ঘরে যাচ্ছে। লতা তার কাছে ছুটে আসে। কতকটা আব্দারের সুরে বলে—]

লতা। বৌদি, তুমি তো ভাত রাঁধতে যাচ্ছ। ফ্যানটুকু ফেলো না যেন—আমার কাজে লাগবে। সুবিনয়দার বাড়ী থেকে ইস্ত্রীটা নিয়ে আসি।

রমা। আশ্চর্য তোমাদের সৌখিনতা! ঘরে ভাত নেই, অথচ ইস্ত্রী করা কাপড় না প'রে, বাইরে বেরুনো চলে না।

লতা। ঘরের আঁধারে লুকিয়ে থাক, বাইরের আলোর মর্ম বুঝবে কি?

রমা। যার মর্ম বুঝতে গিয়ে পরের অনুগ্রহ ভিক্ষে চাইতে হয়, তা না বোঝাই ভাল।

লতা। পরের অনুগ্রহ দিয়ে যাদের পেট ভরাতে হয়, তাদের মুখে ও-কথা সাজে না।

রমা। আমি ভিক্ষে চাইনে—ধার নিয়ে এসেছি। এর মধ্যে কারুর কোন অনুগ্রহ নেই।

লতা। বৌদি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ কথা বলে, এটা আমি পছন্দ করি না।

রমা। কাপড়খানা বিনা ইস্ত্রীতে প'রে বেরুলে, কি এমন ক্ষতি হবে, তাই জিজ্ঞেস ক'রছি।

লতা। আমার সম্বন্ধে তোমার মাথা না ঘামালেও চ'লবে।

[লতা চেঁচিয়ে ওঠে। রমার কণ্ঠে দৃঢ়তা।]

রমা। দেখ ঠাকুরঝি! লেখাপড়া আমিও শিখেছিলাম, আর সখ-আহ্লাদ সবার প্রাণেই আছে। তবে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। যা নয়, তাই-ব'লে নিজেকে জাহির করাতে আত্মপ্রসাদ থাকতে পারে—কৃতিত্ব নেই।

লতা। তার মানে কি বলতে চাও ?

রমা। তাড়াতাড়ি যাও ! রোদ চ'লে গেলে কাপড় শুকাবে না।

[আর একটুও দেরী করে না রমা। পাশের ঘরে যায়। লতাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়। নিস্ফল আক্রোশের অভিব্যক্তি তার চোখে-মুখে। বাইরে থেকে যে রোদ আসছিল, তা রক্তবর্ণ হ'য়ে ওঠে। বিকেল হয়েছে। অশোক ঢোকে। তার হাতে বাবলুকে দেওয়া রমার কাপড়খানা।]

অশোক। বৌদি ! বৌদি !

রমা। ঠাকুরপো ? নিয়ে এসেছ ?

[ব'লতে ব'লতে রমা বেরিয়ে আসে। অশোক রমার দিকে তাকায়, তারপর হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে।]

অশোক। হ্যাঁ, এই নাও।

[পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে দেয়। রমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন সে বলতে চায়।]

রমা। একি ! তোমার মুখখানা যে একেবারে রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

অশোক। আমি চলি—

রমা। আবার কোথায় যাচ্ছ ?

অশোক। কাজ আছে।

রমা। ভাত চাপাচ্ছি। একটু জিরিয়ে, খেয়ে বেরুতে হোত না ?

অশোক। আজ আর খাওয়া হবে না।

রমা। কেন, কি হয়েছে ?

[হাতের কাপড়খানার দিকে তাকিয়ে অশোক থেমে গেছে। তক্তাপোষের ওপর কাপড়খানা ছুঁড়ে দেয়। রমা সেদিকে তাকায় সবিস্ময়ে।]

অশোক। তোমার এই কাপড়খানা—

রমা। কাপড়খানা—

অশোক। বাবলু ফেরত দিয়েছে!

[তক্তাপোষের কাছে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার কণ্ঠস্বর শুধু কাঁপছে।]

রমা। ফেরত দিয়েছে—

অশোক। ওটার আর দরকার নেই।

রমা। কেন, কাজল কি নিতে চায়নি?

অশোক। নেবার সময় পায়নি।

রমা। ঠাকুরপো! কি হয়েছে? কাজলের কি হয়েছে?

[চীৎকার ক'রে ওঠে—অশোকের দিকে এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু সামনে বাবলুকে দেখে চমকে ওঠে। ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়। বাবলুর চুলগুলো কপালের উপর এসে প'ড়েছে। চোখ-দুটো ফুলে গেছে। স্থির-শূন্য—দৃষ্টিতে রমার দিকে তাকিয়ে সে এগিয়ে আসছে।]

বাবলু। চিরদিনের জন্য সে মুক্তি নিয়েছে…

রমা। বাবলু!

বাবলু। পরনের ছেঁড়া কাপড় খানা গলায় লাগিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, আর কোনদিন তার কাপড়ের দরকার হবে না।

রমা। কি ব'লছিস হতভাগা ছেলে?

বাবলু। শাকের ঝুড়ি হাতে দিয়ে, তাই আমাকে তোমাদের বাড়ী পাঠিয়েছিল!

[রমা বাবলুর মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না। সে যেন সেইখানেই দেখতে পেয়েছে এক ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য!]

রমা। একি। একি ক'রলে—একি ক'রলে হতভাগী!

বাবলু। বৌদি, বাপ মা যাকে ছেড়ে যেতে পেরেছে, দিদি তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, এতে আর আশ্চর্য কি—

[কয়েক মুহূর্ত সকলেই নির্বাক—নিষ্পন্দ। রমার চোখে জল। ঠোঁট নড়ছে—কথা বেরুচ্ছে না। এক সময় তার কথা স্পষ্ট হয়।]

রমা। সারা জীবন—এত কষ্ট স'য়েও, হতভাগী শেষে এমন কাজ ক'রতে পারলে ?

বাবলু। ভাল—ভাল ক'রেছে। আমায় ছুটি দিয়েছে। আমায় আর সহরে যেতে হবে না, রোজগার করতে হবে না। কাপড়ও কিনতে হবে না। এবার আমার ছুটি বৌদি, এবার আমার ছুটি—

রমা। আমার কাছে আয় বাবলু, আমার কাছে আয়।

বাবলু। না—না—না—সান্ত্বনার দরকার নেই। আমি কাঁদিনি। এই দেখ—চোখ আমার একেবারে শুকনো—এক ফোঁটাও জল নেই। থাকবে কোত্থেকে—সবতো শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে।

[অশোক এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ-দুটা চকচকে। বাবলুর দিকে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়।]

অশোক। বাবলু!

বাবলু। ভয় নেই অশোকদা! আমি পাগল হইনি—পাগলের মত ব'কছি না। চোখের সামনে বাপ অনাহারে শুকিয়ে মরেছে, মা পালিয়েছে, তাও স'য়েছি। আর দিদির বেলাতে না—না—না—এ আমার কাছে নতুন নয়—নতুন নয়—

অশোক। বাবলু! আমার দিকে চেয়ে দেখ্—ভাল ক'রে তাকা। শোন্, আমি তোকে সান্ত্বনা দেব না, চোখের জল ফেলতেও বারণ ক'রবো না। কিন্তু কেঁদে কেঁদে ব্যথাকে হাল্কা ক'রতে গিয়ে একটা কথা ভুলিস নি—কাজলদি মরতে চায়নি।

বাবলু। অশোকদা!

অশোক। কাজলদি মরতে চায়নি বাবলু, বাঁচতেই চেয়েছিল। বাঁচবে ব'লেই পরের বাড়ী বাসন মাজত, এঁটো কুড়োতো, ঝিগিরি করতো—তবু তার পৃথিবীতে থাকবার জায়গা হয় না—তবু তাকে মরতে হয় কেন?

রমা। তার জবাব আজ কে দেবে? কোন্ এক গাঁয়ের, কে এক কাজল, কাপড়ের অভাবে ছেঁড়া কাপড় গলায় লাগিয়ে তার লজ্জা বাঁচিয়েছে, একথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, কেউ না......

[তাকের কাছে সরে যায়। বাবলু নিস্পলক নেত্রে সামনের দিকে চেয়ে আছে। বহুদূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি প্রসারিত।]

অশোক। বাবলু।

বাবলু। বল!

অশোক। এখানে ব'সে থাকলে চলবে না!

বাবলু। আমার কাজ আছে—

[চাপা কান্না যেন তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।]

বাবলু। ওই সব ক'রবার জন্যেই তো আমাকে রেখে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকে বাপ মা মরা ছেলেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল তো ওইসব করবার জন্যে। নইলে চ'লবে কেন?

অশোক। বাবলু শোন!

বাবলু। না না আমার দ্বারা কিছু হবে না—আমার দ্বারা কিছু হবে না।

[চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। ছুটে বেরিয়ে যায়।]

অশোক। বৌদি আমি যাই!

রমা। আমি আসছি।

[অশোক দ্রুত বেরিয়ে যায়। রমা এগিয়ে যায় পাশের ঘরের দিকে। দরজায় শিকল লাগাচ্ছে—এমন সময় ছুটে আসে অবিনাশ। অনেক দূর থেকে সে যেন কার তাড়া খেয়ে ছুটে আসছে। চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব সুস্পষ্ট। ঘরে ঢুকেই ভয়ার্ত কণ্ঠে সে রমাকে ডাকে। হাত থেকে ছাতা প'ড়ে যায়; রমা চমকে ওঠে—বিদ্যুত গতিতে ঘুরে দাঁড়ায়।]

অবিনাশ। বৌমা!

রমা। বাবা!

অবিনাশ। কোথায় যাচ্ছ?

রমা। একটু আগে আমাদের কাজল······

অবিনাশ। তাকে দেখতে যাচ্ছ? যেও না—দেখতে পারবে না। হতভাগীর মুখের পানে, অতি বড় শয়তানও তাকাতে পারে না।

রমা। আপনি গিয়েছিলেন?

অবিনাশ। পুলিশ এসে সেই কাঠের মত দেহটাকে বাইরে বের ক'রে এনেছে। একবার—একবার মাত্র নিমেষের জন্যে তাকিয়ে, আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি। মানুষ যে এমন ভাবে মরতে পারে, আমি ভাবতেও পারি না।

[এমন ভাবে চেয়ে আছে যেন এখনও সে দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। রমা পাশ কাটিয়ে ছুটে যেতে চায়।]

রমা। আমি যাই বাবা, আমি যাই!······

অবিনাশ। না, যেওনা—সইতে পারবে না। মরবার সময় যে যন্ত্রণা হতভাগী দাঁতে দাঁত চেপে স'য়েছে, তা যেন সমস্ত মুখখানায় ফুটে র'য়েছে। সে কী বীভৎস রূপ! চোখ ফেটে তারা ছুটো বাইরে বেরিয়ে এসেছে, গলার শিরাগুলো বোধহয়

ছিঁড়ে গেছে,—মুখের দুপাশে রক্ত। সমস্ত জিভখানাকে কে যেন টেনে বের ক'রে এনেছে—

[কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। মনে হয়, কেউ যেন তারই গলা চেপে ধরেছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় গলায় হাত দিয়ে আর্তনাদ করে। তার অবস্থা দেখে রমা চীৎকার করে ওঠে।]

রমা। বাবা!

[অবিনাশ প্রাণপণে কথা বলবার চেষ্টা করে। একটু একটু ক'রে তার স্বর স্পষ্ট হয়।]

অবিনাশ। এ-একটু-জল—আ-আমার গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে···

রমা। আনছি!

[রমা তাকের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। অতি ক্ষীণকণ্ঠে অবিনাশ আবার ডাকে। সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে আসছে। চোখের সামনে নেমে আসছে অন্ধকার। রমা এসে না ধরলে হয়ত পড়ে যেত।]

অবিনাশ। বৌমা! আমার পা দুটো কাঁপছে—আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমায় একটু ওঘরে পৌঁছে দাও তো—ও ঘরে পৌঁছে দাও!

[রমার হাত ধ'রে পাশের ঘরে যাচ্ছে। ঘরে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কয়েক সেকেণ্ড ঘরে কেউ নেই। একটা নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ ক'রছে।

বাইরে থেকে অমল প্রবেশ করে। অবিনাশের বড় ছেলে। বয়েস ত্রিশ। অপরিচ্ছন্ন জামাকাপড়, অবিন্যস্ত চুল। শীর্ণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। দ্রুতপদে সে ঘরের একেবারে মাঝ বরাবর চলে আসে। একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। পাশের ঘরের দরজার কাছে উঁকি মারে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি ভাবে। এক সময় তাকের কাছে ফিরে যায়। পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে হ্যারিকেন জ্বালে।

ঘরের চারিদিক আবার আলোকিত হ'য়ে ওঠে। লণ্ঠন নিয়ে আবার চলে আসে তক্তাপোষের কাছে। তার তলা থেকে সুটকেশ ও তোরঙ্গ টেনে বের করে। তোরঙ্গ থেকে জামা কাপড় বের ক'রে সুটকেশ গোছায়। তার কাজকর্মের ভেতর একটা ব্যস্ততার ভাব।

একটু পরে পাশের ঘর থেকে আসে রমা।]

রমা। ঘরে কে?

অমল। আমি—

[অমল চমকে উঠেছিল। আবার সে কাজ করতে থাকে। রমা তার দিকে এগিয়ে আসে।]

রমা। কখন এলে ?

অমল। একটু আগে—

রমা। সন্ধ্যেবেলায় স্যুটকেশ গোছাচ্ছ ?

অমল। অফিসের একটা কাজে এখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে।

রমা। অফিসের কাজে—

অমল। হ্যাঁ !

রমা। হঠাৎ এরকম বাইরে যাবার হুকুম হ'ল ?

অমল। চাকরের কাজ মনিবের হুকুম তামিল করা—কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার নেই।

রমা। পাঁচ বছর চাকরী করছ—কোনদিন কোথাও যাবার কথা শুনিনি কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।

অমল। এতদিন শোন নি বলে, কোনদিনই শুনবে না—এরকম মাথার দিব্যি দেওয়া নেই !

[হঠাৎ কাজ থামিয়ে রমার দিকে চায়।]

অমল। হ্যাঁ, ফিরতে আমার কয়েকদিন দেরী হতে পারে।

[রমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার স্যুটকেশ গোছাতে আরম্ভ করে। রমা কিছুক্ষণ তারদিকে চেয়ে থাকে। তার স্বর বদলে যায়। একটু রুক্ষভাবে কথা বলে।]

রমা। একটা কথা ব'লছিলাম···

অমল। যা বলবে, তাড়াতাড়ি বল। ট্রেণের আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরী—

রমা। বাড়ীওলার টাকাটা···

অমল। ফিরে না এসে ওসবের কিছু ক'রতে পারব না।

রমা। বাবা কাল সকালে বাড়ী ছেড়ে দেবেন, কথা দিয়েছেন।

অমল। কথা দিয়েছেন—কথা রাখবেন। কিন্তু যাবেন কোথায়?

রমা। যেখানে হোক—

অমল। যেখানে হোক মানে কি জাহান্নামে?

[সহসা ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। রমা তার আচরণে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ।]

রমা। বাবাকে তুমি ও কথা বলতে পারলে?

[ভারী বিব্রত হয়ে কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে অমল। কণ্ঠে তার কৃত্রিম মিনতির সুর।]

অমল। আমায় এখন বিরক্ত কোরো না রমা। এই ট্রেনে যেতে না পারলে ঠিক সময় পৌঁছোনো যাবে না আর তা না পারলে—

রমা। চাকরী থাকে না!

অমল। ঠিক তাই!

[সজোরে সুটকেশ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি রমার মুখের দিকে সন্নিবদ্ধ। রমাও সবেগে ফিরে দাঁড়িয়েছে। গলায় চাপা শ্লেষ।]

রমা। এমনি করে, ভাঁওতা দিয়ে আর কতদিন চালাবে বলত?

অমল। ওকথা বলার কারণ?

রমা। একেবারে যে মিথ্যের জাহাজ হ'য়ে উঠেছ, তার বোঝা এত ভারী ক'রেছে—ডুবতে আর বেশী দেরী নেই।

অমল। হেঁয়ালী রেখে সোজা কথা বল রমা?

রমা। অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছ, মিথ্যে কথা।

অমল। তবে কি, তোমার ধারণা—স্ফূর্তি করতে যাচ্ছি।

রমা। আমি তা বলি নি। অফিসের সঙ্গে তোমার এখন কোন সম্পর্ক নেই।

[অমল অস্থির হয়ে ওঠে। তবু মনের বিচলিত ভাব গোপন ক'রতে চায়।]

অমল। গত তিনমাস মাইনে পাইনি ব'লে…

রমা। মাইনে তুমি আটমাস পাও নি।

অমল। তিনমাস আগে মাসিক দেড়শ টাকা হাত পেতে নাওনি ?

রমা। ও টাকা তুমি ধার ক'রে এনে দিয়েছ।

[সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ হ'য়ে গেছে জেনে মুখ কালো হয়ে যায়। আর কথা ঘোরাবার উপায় না দেখে রেগে ওঠে।]

অমল। যেখান থেকে যেমন ক'রেই এনে নিয়ে থাকি, তাই দিয়ে তোমাদের পেট ভরেছে। নিত্য প্রয়োজনের একটা ঘরও বাদ পড়ে নি !

রমা। সেদিন যদি জানতাম, হ্যাণ্ডনোট কেটে টাকা নিয়ে এসেছ, তাহ'লে তখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিতাম তোমার সেই টাকা…

অমল। থামো। এখনও পরের বাড়ী ঝিগিরি ক'রতে বেরুতে হয়নি কিনা, তাই অত গলার জোর। নইলে এত তেজ থাকতো কোথায়, একবার দেখতাম।

[অপমানের জ্বালা রমার চোখে মুখে। আঘাতকে উপেক্ষা করে সে ক্রোধে গর্জে ওঠে।]

রমা। সে দুর্ভাগ্য এলে তাকে মেনে নিতে পিছিয়ে যাব মনে কর ? সবাইকে নিজের মত ভীরু ভাব নাকি ?

অমল। ভীরু ?

[তড়িত গতিতে রমার দিকে দাঁড়ায় অমল। পেছন থেকে কে যেন তার পিঠের ওপর চাবুক বসিয়ে দিয়েছে।]

রমা। পাওনাদারের ভয়ে আজ চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছ। যাদের কাছে টাকা ধার নিয়েছ, তাদের ফাঁকি দেবার জন্যে গা ঢাকা দিচ্ছ !

অমল। রমা !

রমা। ধমকালে কি হবে? ধমকে থামাতে পারবে না। যদি শুধতেই পারবে না, ধার কর কেন? টাকা নিয়ে তুমি লোককে ঠকাবে? সকলের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দেবে?

অমল। রমা!

রমা। তোমার জন্যে আজ বাবাকে অপমানিত হতে হয়, জোচ্চোরের বদনাম বুড়ো মানুষকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। এত দুর্বল তুমি—এত নীচে নেমেছ যে, আমাকে পর্যন্ত প্রতারণা কর'তে তোমার প্রবৃত্তি হ'য়েছে।

অমল। রমা!!

[চীৎকার ক'রে রমাকে থামিয়ে দেয়। রমা সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চোখে মুখে কান্নার আবেগ। অমলের সমস্ত মুখখানা ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে ওঠে। তিক্ত কণ্ঠস্বর।]

অমল। জিভটাকে আল্‌গা ক'রে নিজের বাপমায়ের মাথা আর হেঁট করো না। আমার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক শুধু টাকার— টাকা নেবে, মুখ বুজে থাকবে।

রমা। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শুধু টাকার? বাবা তোমার কাছে শুধু টাকার প্রত্যাশা করেন?

অমল। হ্যাঁ-হ্যাঁ—পৃথিবীর সকলের সঙ্গে ওই একটি মাত্র আসল সম্পর্ক—বাপমা ভাইবোন—স্ত্রী—সবাই—

[এক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মত রমা অমলের দিকে চেয়ে থাকে। এমন কথা শুনতে হবে কোনদিন ভাবে নি। এবার সে ভেঙে পড়ে।]

রমা। এ কথাও তুমি মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারলে?

অমল। তোমাদের মনের কথাই কি খুলে বলিনি?

[ক্ষোভে আর ক্রোধে অস্থির হ'য়ে রমার দিকে এগিয়ে আসে। রমা মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।]

অমল। আট বছর কলুর বলদের মত চাকরীর ঘানি টেনেছি। প্রতিটি দিন বারো ঘণ্টা মেশিনের মত খেটে, বুকের রক্ত বের ক'রে তোমাদের মুখে এনে ধরেছি—

রমা। আমরা কেউ কি তা অস্বীকার করেছি?

অমল। একবারও কি ভেবেছ, আজকাল একটা লোকের রোজগারে এতগুলো প্রাণীর কি ক'রে কুলিয়ে ওঠে? শুধু শিখেছ অভিযোগ ক'রতে, আর নালিশ জানাতে—

রমা। সংসারের ভার তোমার ওপর। তাই তোমাকেই···

কেন? ঘরে ব'সে যারা খায় তাদের কি এ সংসার নয়? তারা কি সব অকর্মণ্য পঙ্গু, ব'লতে চাও?

রমা। তুমি কার কথা বলছ?

অমল। সেই সব স্বার্থপরদের কথা—একা গোটা সংসারের জোয়াল কাঁধে ক'রে কটা দিন ছুটে যেতে পারলে, ভীরু দুর্বল নীচ ব'লে যারা কৃতজ্ঞতা জানায়।

রমা। আমি সে জন্যে ও কথা বলেছি? আমরা কি চাই, তুমি আমাদের জন্যে দেউলে হ'য়ে যাও?

অমল। তোমরা কি চাও, তা যদি না তোমাদের মুখ দেখে বুঝতে পারব, তবে চাকরী খুইয়ে শূন্য পকেটে বাড়ী ফিরতে পারিনি কেন? কেন আট মাস বাড়ীতে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতে পারি নি? দিন রাত টাকার পেছনে হন্যে কুকুরের মত ছুটে বেড়িয়েছি, মরিয়া হ'য়ে স্থানে-অস্থানে টাকা ধার করেছি। সে কাদের জন্যে—কিসের জন্যে? নিজের সুখের জন্যে; বলতে চাও?

রমা। না—আমাদেরই জন্যে, কিন্তু সে-কথা লুকোবার কি প্রয়োজন ছিল?

অমল। জানালেই বা কি করতে? শুধু হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস—আর চোখের জল? কিন্তু চোখের জলে অভাবের আগুন নেভে না।

রমা। না নেভে—সে আগুনে সবাই পুড়ে মরতাম।

অমল। সবার কথা মুখে বলা সহজ—সত্যিই যদি তত সহজে মারা যেত, তাহলে আমায় কিছু বলতে আসবার আগে সে কাজটা সেরে রাখতে।

[আবার তক্তাপোষের কাছে সরে যায়। রমা নীরবে আঘাতটুকু গ্রহণ করে। তারপর এক সময়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলে—]

রমা। ধার ক'রে যে বেশীদিন বেঁচে থাকা যায় না, তাকি তোমার কোন দিন মনে হয় নি?

অমল। মনে হলেও, কথাটাকে মেনে নিয়ে কাঠের পুতুল হ'য়ে যেতে পারিনি। সংসারের কথা ভেবে, যখনি খালি পকেটে হাত ঢুকিয়েছি, তখনি মনে হ'য়েছে ভদ্রতার বালাইটুকু ঘুচিয়ে হয় চুরি করি নয়ত···

রমা। কি বলছ? তুমি পাগল হলে নাকি?

[অমল উত্তেজিত ভাব দমন করে। বিষণ্ণ ও ক্লান্ত চোখে রমার দিকে তাকায়।]

অমল। সেদিন সময় সময় হয়ত তাই হ'য়ে যেতাম। নইলে কি হাজার টাকা দেনার ভার মাথার উপর নিতে সাহস করি?

রমা। হাজার টাকা দেনা ক'রেছ?

অমল। অথচ আশ্চর্য তার প্রতিদান। সারা জীবন যাদের জন্যে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে এলাম—একদিনের জন্যে চাইনি বিশ্রাম, পাইনি একটুখানি সান্ত্বনা—তাদেরই কাছে এমন কৃতজ্ঞতার কথা শুনে যেতে হবে ভাবিনি।

[সুটকেশ তুলে নেয়। রমা আর একটু এগিয়ে আসে। কণ্ঠে করুণ মিনতি।]

রমা। শোন ! টাকা ধার করেছ, শোধ দিতে না পার, তার শাস্তি সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেব।

অমল। ঋণের বোঝা আমি নিজের মাথায়ই নিয়েছি। অন্য কাউকে তার ভার বইতে হবে না, আমি চলি—

[দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে রমা একেবারে তার সামনে চলে আসে। গলায় কঠিন আদেশের সুর।]

রমা। না, দাঁড়াও। আমি তোমায় যেতে দেব না। কোথায় যাবে তুমি—

অমল। জীবনে দারুণ নিষ্ঠুর এক সত্যকে আজ খুঁজে পেয়েছি। আজকের দুনিয়া কেবল মাত্র টাকার পায়েই লুটিয়ে পড়ে। তাই কোন কৌশলে টাকা আমায় রোজগার করতেই হবে।

[এমন ভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে, যেন তার টাকা পাওয়ার পথ চোখের সামনে ভাসছে।]

রমা। টাকার চিন্তা তোমায় পাগল করে তুলেছে। টাকা জীবনে প্রয়োজন সত্য। কিন্তু টাকাই জীবনের সব কিছু নয়।

অমল। কবিতা শোনাচ্ছ ?

রমা। না না বিশ্বাস কর।

অমল। এখন আর তার সময় নেই। আমাকে যেতে দাও।

রমা। না যেও না। রাগের বশে যদি অজ্ঞানের মত কিছু বলে থাকি, তাই তোমার কাছে বড় হল। তোমার পায়ে পড়ি, যেও না।

[সাশ্রু নেত্রে অমল জোর করে নিজেকে অবিচলিত রাখবার চেষ্টা করে। তারপর হতাশাক্লিষ্ট স্বরে বলে।]

অমল। রমা ! চোখের জলের ফোঁটা-গুলো যদি মুক্তো হত, তাহ'লে গরীবের ঘরে ভাত-কাপড়ের সংস্থানও হয়ে যেত।

তা যখন হয় না, চোখের জলের বাজে খরচ না করাই ভাল।
এখন থেকে একটু কম কাঁদবার চেষ্টা কোরো—সুখী হবে।

[এক মুহূর্তের জন্যে রমার দিকে চেয়ে থাকে। আরও কিছু যেন ব'লতে চায়। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসে অবিনাশ। অমলের দিকে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, তাকে বাধা দেবার জন্যে।]

অবিনাশ। অমল! অমল!

রমা। বাবা।

[অবিনাশের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে—সে মাথা নীচু করে। তারপর চোখ তুলতেই দেখতে পায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে রমা। বিষণ্ণ করুণ নেত্রে সে অবিনাশের দিকে চেয়ে আছে।]

অবিনাশ। অমল চলে গেল?

রমা। আবার ফিরে আসবেন!

[তাকের উপর হাত রেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে অবিনাশ। নিজের সচেতন শক্তিটুকুকে প্রাণপণে সংযত করতে চায়।]

অবিনাশ। ভয় নেই। এখনও শক্ত আছি। কিন্তু জানি না, আর কতদিন থাকতে পারব। আমি বুঝতে পারছি বৌমা, চক্রবর্তী বংশের শেষ ঘনিয়ে এসেছে।

রমা। ও কথা ব'লবেন না বাবা।

অবিনাশ। আমি কাউকে দায়ী ক'রছি না বৌমা—কাউকে দায়ী ক'রছি না। অমলের কি দোষ? নিষ্কর্মার মত ঘরে বসে খাচ্ছি। ওদের কাছে একটা বোঝার সামিল হয়ে আছি। বইতে পারবে কেন—বইতে পারবে কেন!

[অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তক্তাপোষের কাছে গিয়ে বইখানা তুলে নেয়।]

রমা। সমস্ত জীবন খেটে তো এই সংসার চালিয়ে এসেছেন। এখন তো আপনার অবসর নেওয়ার কথা।

অবিনাশ। আজকাল আর তা চলে না। একজনের উপার্জনে চার পাঁচজনের খাওয়া-পরা কুলিয়ে ওঠে না। একটা উপায় কিছু করতে হবে।

[পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে।]

রমা। তা ব'লে, এই বয়েসে আপনাকে খাটতে বেরুতে হবে ?

অবিনাশ। সংসার যদি চায় বেরুতেই হবে। আমি ভাবছি, এ বাজারে জোয়ান ছেলেরাই চাকরী পাচ্ছে না, আমায় কে কাজ দেবে ? বয়েস যা হয়েছে তাতে অচলের মধ্যেই তো পড়ে গেছি।

রমা। আপনাকে আমি খাটতে দেব না বাবা।

অবিনাশ। বাড়ীটা পর্যন্ত ঠিক করা হ'ল না। কাল সকালে কোথায় গিয়ে উঠব, ভেবে পাচ্ছি না। হয়ত কথার খেলাপই হ'য়ে যাবে।

[কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশের ঘরে চলে যায়। রমা তক্তাপোষের উপর থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে তাকের দিকে এগোয়। এমন সময় বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঘরের মধ্যে এসে হাজির হয় সুবিনয়। রমা তার দিকে ফিরে তাকায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

সুবিনয় বাবু গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। বয়সে অমলের চেয়ে কিছু বড়। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, পরণে মিহি ধুতী। চোখে অন্তর্ভেদী তীক্ষ্নদৃষ্টি।]

সুবিনয়। অমল ! অমল বাড়ী আছিস ? এই যে বৌদি !

রমা। এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

সুবিনয়। কোথায় গেল ? কিছু বলে গেছে ?

রমা। অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছেন। ফিরতে দেরী হবে। এই কথাই শুধু জানিয়ে গেছেন।

[ঘরের এক কোণে লণ্ঠন রেখে আবার এগিয়ে আসে। সুবিনয় চিন্তান্বিত।]

সুবিনয়। হুঁ! আপনার কাছেও গোপন করেছে। জ্যাঠামশাইও জানেন না বোধ হয়—

রমা। জানেন!

সুবিনয়। জ্যাঠামশাইকে ওর দোষ নিতে বারণ ক'রবেন। চাকরীটা অমল ইচ্ছে ক'রে খোয়ায় নি।

রমা। আমি জানি ঠাকুরপো!

[অমলের ফেলে যাওয়া জামা-কাপড়গুলো তোরঙ্গের মধ্যে রেখে যথাস্থানে সেটাকে ঠেলে দেয়। সুবিনয় যেন অমলের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ।]

সুবিনয়। কিন্তু চাকরী গেছে অমল আমায় জানায় নি কেন? ওর যেখানে সেখানে টাকা ধার ক'রে বেড়াবার কি দরকার? আমার কাছে আসতে ওর যে কি লজ্জা বুঝি না?

রমা। হয়ত ভেবেছেন, বন্ধুর কাছে হাত পাতা যুক্তযুক্ত নয়।

সুবিনয় বন্ধু? ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলেছি, একসঙ্গে পড়েছি। কলেজ জীবনে না হয় একটু আলাদা হ'য়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কি?

[রমার দিকে তাকায় সবিস্ময়ে। রমা তখন তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতছে। মাঝে মাঝে কাজ থামিয়ে সে কথা বলে।]

রমা। আপনারাই তা ভাল জানেন।

সুবিনয়। ভেবে দেখুন বৌদি, অমল শুধু আমার সহপাঠী নয়—সহকর্মী। আপনি তো জানেন, একদিন দেশের কাজে দুজনে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিলাম।

রমা। তবুও তো এক স্রোতে ভেসে যেতে পারলেন না।

সুবিনয়। তা বটে! অবস্থার চাপে প'ড়ে অমল নিলো চাকরী। আর আমি······

[বিছানা পাতা ফেলে রেখে সুবিনয়ের দিকে একটু এগিয়ে আসে।]

রমা। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে!—

সুবিনয়। ব্যস্ত হবেন না। এখুনি তো আবার শ্মশানে যেতে হবে, কাজলের……

[তির্যক দৃষ্টিতে একবার রমার মুখের ভাব দেখে নেয়। নিজের চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায় কারণ্য এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে।]

রমা। ওরা বোধহয় শ্মশানে পৌঁছে গেছে—

সুবিনয়। আশ্চর্য! মেয়েটা যে এমনভাবে আত্মহত্যা ক'রবে, ভাবতে পারিনি।

রমা। ভাববার সময় কোথায়, বলুন!

সুবিনয়। না বৌদি। মেয়েটা আমাদের বাড়ী কাজ করত। যদি একদিনও আমায় জানাত·· ···

রমা। ও-কথা এখন পরিহাসের মত শোনায়।

সুবিনয়। পরিহাস?

রমা। আর দু'ঘণ্টা বাদে, যার শেষ অস্তিত্বও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে, তার জন্যে কি ক'রতে পারতুম, কি করা উচিত ছিল, এসব নিতান্ত হাসির কথা!

[রমা তাকের কাছে স'রে যায়। সুবিনয়ের চোখদুটো যেন একবার দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সে মাটির দিকে চোখ নামায়। অনুতপ্ত হ'য়ে যেন ত্রুটি স্বীকার ক'রছে।]

সুবিনয়। তা ঠিক……

[সহসা রমার দিকে তাকায়। প্রসঙ্গ একেবারে বদলে দিতে চায়।]

সুবিনয়। হ্যাঁ, যেকথা ব'লতে এসেছিলাম··· অমলের জন্যে আপনারা দুশ্চিন্তা ক'রবেন না।

রমা। দুশ্চিন্তা ক'রেই বা তার কি করতে পারব ?

সুবিনয়। শুনেছি, ওর মোট দেনা হাজার টাকা। এখন চার পাঁচ মাসে ওটা শোধ করতে পারবে মনে হয়......

[তক্তাপোষের ওপর বসে।]

রমা। যার এক পয়সা আয় নেই, চার পাঁচ মাস তো দূরের কথা, এ জন্মে সে হাজার টাকা দেনা মেটাবে কি করে, বুঝতে পারছি না।

সুবিনয়। আপনাকে অমল কোন কথাই বলে নি। শুনুন............ ক'লকাতায় বাবার এক বন্ধুর অর্ডার সাপ্লায়ের বিরাট এক কারবার আছে। তিনি অনেকদিন থেকে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। আমি অমলকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম।

[রমার ম্লানমুখ খুসীতে একটু উজ্জ্বল হয়।]

রমা। কিন্তু এ সুখবরটা জানিয়ে গেলে, আমরা তাকে বারণ করতাম, না বাধা দিতাম ?

সুবিনয়। সে কারণ তো আমিও খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, মোটা মাইনে—তাছাড়া থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

রমা। খবরটা বাবাকে জানিয়ে যান তো বড় ভাল হয়।

সুবিনয়। নিশ্চয় ! জ্যাঠামশাই ওঘরে আছেন।

[সাগ্রহে সুবিনয় উঠে দাঁড়ায়।]

রমা। ওঘরে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

সুবিনয়। হবারই তো কথা। অমল বোধহয় খুব ঝগড়া-ঝাঁটি করে গেছে ?

রমা। যা করবার আমার সঙ্গেই করেছেন। কিন্তু সবই বাবার কানে গেছে। আঘাত বড় কম পান নি।

সুবিনয়। অমলের মাথার ঠিক ছিল না। ওর যাবার কথা কাল সকালে। এই রাত্রে রওনা হবার কি দরকার ছিল? আর আমার সঙ্গে একবার দেখা করেও গেল না?

রমা। আমার সঙ্গে মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে গেলেন।

[বিষণ্ণ চোখে মাটির দিকে চেয়ে থাকে। সুবিনয় যেন তাতে ব্যথিত হয়ে ওঠে। সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে রমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। বাইরে থেকে আসে লতা। হাতে ইস্ত্রী করা কাপড়।]

সুবিনয়। যাক! ওর জন্যে মন খারাপ করবেন না। আমি দেখেছি, সংসারে অর্থাভাব এলেই যত ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি আর অশান্তি এসে হাজির হয়।

লতা। ঠিক কথা সুবিনয়দা।

সুবিনয়। এই যে লতা, কোথায় গিয়েছিলে? শ্মশানে···

লতা। না। কাল কাজের জন্যে আমায় শহর যেতে হচ্ছে, তাই···

সুবিনয়। আঃ, নো নীড্ টু বি সো এ্যাঙ্ক্সাস্! তোমার কাজ হয়ে গেছে মনে করতে পার।

[রমা ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। সেখান থেকেই সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলে।]

রমা। বেকার সমস্যা মেটাতে, আপনি যে উঠে পড়ে লেগেছেন ঠাকুরপো।

সুবিনয়। আমার একার দ্বারা তা কি সম্ভব? তবে অনেকের পারব না বলে একজনেরও করব না, এমন কোন কথা নেই!

লতা। নিশ্চয়! এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

সুবিনয়। আমার বাবার নাম হয়ত শুনে থাকবেন··· শ্যামাকান্ত রায়। এ গ্রেট পলিটিক্যাল সাফারার!

[বিমুগ্ধ ভক্তের মত একদিকে চেয়ে আছে। চোখের সামনে যেন শ্যামাকান্ত রায় দাঁড়িয়ে আছে। সুবিনয়ের উদাত্ত কণ্ঠস্বর সহজেই লোকের মর্মস্পর্শ করে।]

সুবিনয়। কিন্তু রাজনীতি ছেড়ে এখন গঠনমূলক কাজে নেমেছেন। নিজের গ্রাম থেকেই প্রথমে কাজ সুরু ক'রেছেন। কয়েক-দিন হ'ল একটা কাজে শহরে এসেছেন। দেখা হ'তে ব'ললেন..."বিনু আমার ওখানে যাস। তোদের মত ছেলে-মেয়েদেরই আজ দরকার।"

রমা। তাই বুঝি, সে আহ্বানে নিজে না সাড়া দিয়ে ঠাকুরঝিকে পাঠাচ্ছেন?

[ইতিমধ্যে প্রদীপ জেলে রমা এগিয়ে এসেছে। তার প্রশ্ন সুবিনয়কে অপ্রস্তুত ক'রে তোলে। কোন রকমে সে বিব্রত ভাবটাকে কাটিয়ে উঠতে চায়।]

সুবিনয়। না—তা ঠিক নয়। তিনি সেখানে মেয়েদের একটি স্কুল তৈরী ক'রেছেন। তার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর কথা আমাকে ব'লেছিলেন। তাই লতাকে ব'লেছিলাম তার কাছে এ্যাপ্লাই ক'রতে...

লতা। কিন্তু তোমার হাত না থাকলে কাজটা পাওয়া সম্ভব হ'ত না।

রমা। কাজটা নেবার আগে, একবার বাবার অনুমতি নেওয়া দরকার ঠাকুরঝি।

সুবিনয়। ডেফিনিট্‌লি। তবে জ্যাঠামশায়ের আপত্তি হবে না।

রমা। আমার মনে হয়, তিনি আপত্তি ক'রবেন।

সুবিনয়। কারণ?

লতা। কিছুই না। এতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সুবিনয়। ইয়েস্! ইউ আর গোয়িং টু টার্ণ এ্যান্ অনেষ্ট্ পেনি। অবশ্য মাইনেহিসেবে কিছুই নয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে দক্ষিণাবাবদ মাসিক পঁচাত্তর টাকা! আর তার সঙ্গে ফ্রী বোর্ড এ্যাণ্ড লজিং...

লতা। আমাদের যা অবস্থা, তাতে পঁচাত্তর টাকা কম নয়।

সুবিনয়। তা ছাড়া, ইট্‌স্ এ নোব্‌ল সার্ভিস টু ইওর কান্ট্রি!

লতা। নিশ্চয়। এতে কি আপত্তি থাকতে পারে বৌদি?

[পাশের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অবিনাশ; চাপা রাগে জ্বলছে। মুখের পেশীগুলো কঠোর হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর দৃঢ়।]

অবিনাশ। আমার কাছেই শোন। তোমার বংশের কেউ যা কখনও করেনি, তুমিও তা ক'রবে না।

[অবিনাশের আকস্মিক আবির্ভাবে সুবিনয় বিব্রত। একটু পরে সে-ভাবটাকে কাটিয়ে ওঠে।]

সুবিনয়। আমাদের বংশের কেউ কখনও দেশের কাজ করেনি। তা ব'লে, আমি দেশের প্রতি আমার কর্তব্য ক'রব না জ্যাঠামশাই?

লতা। আমাদের মত গরীবের ঘরে, ক্ষমতা থাকতেও একটা মেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে, সেটা বোকামি নয় কি?

অবিনাশ। তাহ'লে তোমার ঠাকুরমা, তোমার মা, সকলেই বোকা ছিলেন, ব'লতে চাও?

লতা। আমি আজকালকার কথা ব'লছি।

সুবিনয়। হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, একসময় টাকায় আটমণ চাল ছিল। সেদিনের সঙ্গে আজকের তুলনা চলে না। আজ আমাদের অবস্থা ঘরের প্রত্যেকটি ছেলেকে রোজগার ক'রতে বাধ্য ক'রেছে। আপনি জানেন না, কত মেয়ে অফিসে চাকরী ক'রে সংসার প্রতিপালন ক'রছে।

লতা। মেয়ে হয়েছি ব'লে, সংসারের যাতে ভাল হয়, তা ক'রতে পারব না—এটা যুক্তিসংগত নয়।

অবিনাশ। ওসব যুক্তিতর্ক তোমার বন্ধুবান্ধবদের মজলিসে শুনিও। এ বাড়ীতে থাকতে হ'লে, তোমার পূর্বপুরুষেরা যা ভাল

বুঝে ক'রে গেছেন, সেই বিধানই মানতে হবে। অন্দরের মর্যাদা তাঁরা বৈঠকখানায় এনে অপবিত্র ক'রতে চান নি।

সুবিনয়। তাতে নিজেদের দুর্বলতাই প্রমাণ হয় জ্যাঠামশাই। বৈঠকখানাটাকে তাঁরা নিশ্চয় অপবিত্র ক'রে রেখেছিলেন।

অবিনাশ। সুবিনয়, আমাদের ঘরোয়া কথাবার্তায় বাইরের লোক না থাকলেই সুখী হবো।

[অভিমানে সুবিনয়ের মুখ কালো হয়ে ওঠে। কিন্তু মনের ভাব গোপন ক'রে একটু দুঃখের সঙ্গে জানায় ।]

সুবিনয়। মাপ ক'রবেন। কথায় কথায় নিজের অধিকারের সীমানাটাকে ভুলে গিয়েছিলাম।

[দ্রুত বেরিয়ে যায়। অবিনাশের চাপা রাগ প্রকাশ পায়।]

অবিনাশ। অমলের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এসব হ'চ্ছে। কত ক'রে সেদিন তাকে বারণ ক'রেছিলাম, ও মেয়েকে কলেজে পড়াতে হবে না। একগাদা টাকা খরচ ক'রে বোনকে একটি জানোয়ার তৈরী ক'রেছে...

লতা। আপনি ভুল বুঝছেন। তিনি কিছুই অন্যায় করেন নি। বড়দা আমার লেখাপড়া বন্ধ করেন নি বলেই, আজ নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পেয়েছি।

অবিনাশ ক্ষমতা পেয়েছ ?

[লতার স্পর্ধায় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত অবিনাশ। লতা কঠোর ও রুক্ষস্বরে উত্তর দেয়।]

লতা। আমি ব'লছি, লেখাপড়া শিখেছি ব'লেই রোজগার ক'রে এনে সংসারকে বাঁচাতে পারি।

অবিনাশ। তাহ'লে চাকরী ক'রতে যাবে। চক্রবর্তী-বাড়ীতে যা কখনও হয়নি, সেই দুর্ঘটনা তুমি ঘটাতে চাও ?

লতা। আজকের দিনে ওসব সংস্কার মানতে গেলে চলে না। মেয়েদের উপার্জন ক'রতে যাওয়া কোন দুর্ঘটনা নয়। আর তাতে বাধা দেওয়ারও কোন যুক্তি নেই।

অবিনাশ। কলেজে প'ড়েই বোধহয় এসব যুক্তি তুমি পেয়েছো? বুঝতে পেরেছি···যতসব বন্ধুবান্ধবই তোমার মাথা খেয়েছে···যাদের দয়ার দান, চাকরী দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ ক'রতে তোমার লজ্জা হয় না?

লতা। তার থেকে আরও বেশী লজ্জার·· ঘরের মধ্যে উপোস ক'রে অসহায় জানোয়ারের মত শুকিয়ে মরা···আর সেলাই-করা কাপড় দিয়ে দারিদ্র্যের হীনতাকে চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা···

অবিনাশ। তুমি জাননা, ওইসব লোকের অনুগ্রহের পেছনে লুকিয়ে থাকে দুরন্ত লোভ আর চক্রান্ত....

লতা। তার ভয়ে ঘরে ব'সে থাকা চলে না। আমাদের কাছে বড় আজ দারিদ্র্য।

অবিনাশ। আত্মসম্মানের থেকে বড় জিনিস আর কিছু নেই লতা। তাকে যদি বলি দিতে হয় শুধু জীবন রাখার জন্যে, তবে সে জীবন না রাখাই ভাল।

লতা। আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। চাকরী করতে গেলে আত্ম-সম্মান বজায় থাকবে না কেন?

[অবিনাশের বাঁপাশে দূরে দাঁড়িয়েছিল রমা। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে।]

রমা। আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা। আমি জানি, ঠাকুরঝি কোন অন্যায় ক'রবে না।

অবিনাশ। তুমি চুপ কর বৌমা। এতদিন যা ক'রতে হয়নি, আজও তা না ক'রলেও চলবে।

[লতা অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।]

লতা। এতদিন যে ভাবে চ'লেছে, আজ সেভাবে চ'লছে কোথায় ? আপনার ধ্যান-ধারণা আজ অচল। অনাহারে থেকে বংশ-মর্যাদা আর আভিজাত্যের স্বপ্নদেখা, মূর্খতা আর দুর্বলতা।

অবিনাশ। মূর্খতা ! দুর্বলতা ! তবে এ বাড়ীতে থেকো না।

লতা। বাড়ীতে থাকব না ?

[লতা সবিস্ময়ে অবিনাশের দিকে চায়। অবিনাশ আরও কঠোর কণ্ঠে বলে।]

অবিনাশ। না, থাকবে না।

রমা। এসব কি বলছেন বাবা !

অবিনাশ। যা ব'লছি, ঠিক। এ বাড়ীর নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করার আগে, এ বাড়ী ত্যাগ ক'রতে হবে।

লতা। বেশ, আমি বাড়ীতে থাকব না।

[দ্রুত পাশের ঘরে চ'লে যায়।]

রমা। বাড়ীর মেয়ে বাড়ীতে থাকবে না তো যাবে কোথায় !

অবিনাশ। যেখানে চাকরী ক'রে নিজের জীবন নিজেই চালাতে পারবে। আমি অক্ষম বুড়ো বাপ, যেতে দিতে পারি না, প'রতে দিতে পারি না। কেউ যদি নিজের ভাল ব্যবস্থা ক'রতে পারে, আমার কাছে কেন প'ড়ে থাকবে ? যাক—সবাই চ'লে যাক !

রমা। রাগের বশে বাড়ী ছেড়ে গেলে, হয়ত বিপদে প'ড়বে !

অবিনাশ। যাক ! গায়ে আঁচ না লাগলে আগুনকে বুঝতে পারবে না।

রমা। বাপ কি ছেলেমেয়েকে আগুনের মুখে ছেড়ে দিতে পারে ?

অবিনাশ। বাপকে তাহলে ছেলেমেয়েদের পায়ে ধ'রে সাধতে হবে ব'লতে চাও ?

রমা। না বাবা, ভাল কথায় বুঝিয়ে, স্নেহ দিয়ে বশ ক'রে—

অবিনাশ। চুপ কর। স্নেহের মূল্য যথেষ্ট পেয়েছি। এতদিন ঝড়ের দাপট থেকে যে আলো বুকের আড়াল দিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছি,

আজ তার এত স্পর্ধা, এত তেজ, আমারই বুক জ্বালিয়ে দিতে চায়। যাক, নিভে যাক। চক্রবর্তী-বংশের সবকটা দীপ এক সঙ্গে নিভে যাক। কোন ক্ষতি নেই!

[দূরে স'রে যায়। রমা চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে।]

রমা। না—না—ওকে আটকান বাবা, ওকে আটকান। আপনার পায়ে পড়ি, ওকে যেতে দেবেন না।

[পাশের ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে আসে লতা। সে দরজার দিকে এগোয়। কাঁধে ঝোলান একটি কাপড়ের ব্যাগ। রাগে চোখ-মুখ রক্তবর্ণ।]

লতা। আমি যাচ্ছি বৌদি!

রমা। কি সব ছেলোমনুষি ক'রছ ঠাকুরঝি? শোন…

[রমা তার দিকে এগিয়ে যায়। লতা দরজা অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।]

লতা। আমি ছেলেমানুষ নই। যে-বাড়ীতে আমার স্থান নেই, সে-বাড়ীর জন্যে আমার কোন কর্তব্যও নেই!

রমা। উত্তেজনার মাথায় কি সব যা তা ব'লছ? বাবা সারাদিন মুখে এক ফোঁটা জলও দেন নি।

লতা। এবাড়ীতে থাকলে সবাইকে শুকিয়ে ম'রতে হবে। আর উনি তাই চান।

রমা। বিচার-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছ! ওঁর সামনে ওসব কথা ব'লতে আছে?

লতা। যা সত্যি তাই ব'লছি। গোপন ক'রব কিসের ভয়ে?

রমা। ভয় না হয় বুড়ো বাপকে একটু করুণাও তো ক'রতে পার।

[অস্থির হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠে। পরে করুণভাবে মিনতি করে।]

রমা। এমন ভাবে আঘাত না ক'রলেই নয়?

লতা। আঘাত ওঁর পাওয়াই উচিত, নইলে ভুল ভাঙবে না।

রমা। বাবা যদি একটা ভুলই করেন, তাকে আর মেনে নিতে পারবে না? তার বুক ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে যাবে?

লতা। মিথ্যে আভিজাত্যের মোহ যদি না ভাঙ্গে তো একদিন সবাই ওঁকে ছেড়ে চ'লে যাবে।

[আবার দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। রমার কণ্ঠে দৃঢ়তা।]

রমা। শোন ঠাকুরঝি! বাবাকে মনোকষ্ট দিয়ে চ'লে গেলে, তোমরা কেউ সুখী হবে না, কখনও না!

লতা। আমি কাউকে মনোকষ্ট দিতে চাই নি। বড়দার একার আয়ে সংসার চলে না। সবার কষ্ট সইতে পারি নি ব'লেই আমি চাকরী নিয়েছি। তাতে আমার কি দোষ বলতে পার?

রমা। কোন দোষ নয়। কিন্তু এমন-ভাবে চ'লে যাবার কি দরকার?

লতা। বাড়ীতে যখন স্থান নেই, তখন এখানে থেকে আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাইনা। আমাকে যেতেই হবে।

[চোখে মুখে রুদ্ধ কান্নার আবেগ। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। রমা কয়েক মুহূর্ত পথের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর তাকায় অবিনাশের দিকে। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে আছে অবিনাশ।]

রমা। বাবা!

[অবিনাশের কোন ভাবান্তর নেই। তারদিকে এগিয়ে আসে রমা।]

রমা। বাবা! কথা ব'লছেন না কেন? বাবা···

[চেঁচিয়ে ডাকে। অবিনাশ সম্বিৎ ফিরে পায়। সে ঘরের জিনিষপত্রগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রতে থাকে। অন্ধের মত কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।]

রমা। আমি ব'লছি, ওদের আবার ফিরে আস্‌তে হবে। এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ওদের ক'রতেই হবে।

[অবিনাশ তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সবেগে রমার দিকে ফেরে।]

অবিনাশ। ভুল?

[তার দৃষ্টি ঘরের সমস্ত জিনিষ পত্রের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

অবিনাশ। সবই যদি ভুল—তবে এ ভুলের জঞ্জাল কেন ঘরে জমিয়ে রেখেছ?—

[তাকের কাছে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ তাকের জিনিষপত্র ফেলে দেয়—ছুটে যায় টুলটার দিকে। রমা আর্তনাদ করে ওঠে।]

রমা। বাবা!

অবিনাশ। কেন সাজিয়ে রেখেছ এই মিথ্যের বোঝা—

[বই সমেত টুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে। রমা ছুটে এসে একেবারে তার সামনে দাঁড়ায়। ক্রোধান্ধ অবিনাশ যেন কিছুই দেখতে পায় না, শুনতে পায় না। প্রবলবেগে তার গৃহ-দেবতার মূর্তির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

রমা। কি ক'রছেন বাবা?

অবিনাশ। আর ওই নিষ্প্রাণ মাটির পতুলটা কেন থাকবে ওখানে বসান—

রমা। আর অমঙ্গল ডেকে আনবেন না।

[রমা অনন্যোপায় হয়ে অবিনাশের হাত চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নেয় অবিনাশ।]

অবিনাশ। অমঙ্গল! ত্রিশ বছর যাকে জল না দিয়ে কোনদিন জল-গ্রহণ করি নি, সে আমার কি মঙ্গল ক'রেছে?

রমা। বাবা! ঘরের ঠাকুর! অমন সর্বনাশ ক'রবেন না!

[প্রাণপণে হাত দুটো চেপে ধ'রে মিনতি করে। সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে যায় অবিনাশ।]

অবিনাশ। ঠাকুর! ঠাকুর যে ঘরে থাকে, সে ঘরে উনুন জ্বলে না, সে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা উপোস করে, পাওনাদার জোচ্চোর ব'লে অপমান করে যায়—

রমা। সে দোষ আমাদের। আমাদের দুর্ভাগ্য—কর্মফল—

অবিনাশ। চুপ কর মূর্খ। কি দোষ ক'রেছি আমি? কি দোষ ক'রেছ তুমি? কি দোষ ওই কাজলের মত মেয়ের, লজ্জা বাঁচাতে যাকে গলায় দড়ি দিতে হয়? সব মিথ্যে—সব ভুল···

[ঠাকুরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সেই দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। জলন্ত দৃষ্টি।
রমা ছুটে এসে তার পায়ের কাছে ব'সে পড়ে।]

রমা। রক্ষে করুন বাবা, রক্ষে করুন।

অবিনাশ। সারাজীবনের সেই ভুল—ত্রিশ বছরের সেই মিথ্যে···

[জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরের দিকে এগোয়। রমা অদূরে ছিটকে পড়েছে। আর একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বাধা দেবার জন্যে একটা হাত অবিনাশের দিকে বাড়িয়ে দেয়।]

রমা। বাবা!

অবিনাশ। যাক। ভেঙ্গে যাক—

[মুহূর্তের মধ্যে বিগ্রহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। রমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অবিনাশের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। স্থির—শূন্য-দৃষ্টি। ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে। এখুনি বোধ হয় অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে যাবে।]

॥ পর্দা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মাসখানেক পরে।

বস্তীবাড়ীর প্রাঙ্গণ। এককোণে কুটির—খোলার চাল ও মাটির দেওয়াল। দরজায় আলকাতরা মাখানো। তার কোলে অপ্রশস্ত রোয়াক বা চত্বর। রোয়াকের ওপর ওঠবার জন্যে একটা মাটির ঢিপি র'য়েছে। প্রাঙ্গণের সর্বপিছনে লম্বা পাঁচিল—কুটির চালবরাবর উঁচু। বাকি ফাঁকা অংশ দিয়ে উঁকি মারছে আশপাশের কুটিরগুলোর মাথা, আর একটুখানি আকাশ। কুটিরের ঠিক বিপরীত দিকে র'য়েছে, ভেতরে আসবার দরজা। উঠোনের মাঝখানে প'ড়ে আছে, একটা খাটিয়া। আর কিছু নেই।

বিকেল হ'য়েছে। আকাশে অস্তগামী সূর্যের আভাসটুকু এখনও মুছে যায় নি। কুটিরের চালে খানিকটা রাঙা আলো ছিটকে প'ড়েছে।

মাটির ঢিপির ওপর ব'সে বাবলু, ছোট একখানা ছুরি দিয়ে একটুকরো কাঠকে চেঁচে পরিষ্কার ক'রছে। তার জামা-কাপড় আগের থেকেও ছিন্ন ও অপরিছন্ন। খাটিয়ার ওপর ব'সে সুবিনয়। তার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই; জামা-কাপড় বদলেছে মাত্র। অদূরে বসে আছে রঘুনন্দন—গ্রামের এক গরীব চাষী। প্রৌঢ়-শীর্ণ-বিমর্ষ। তার পাশে প'ড়ে রয়েছে একটা বড় ঝুড়ি, আর তার ভেতর একটা ছোট পুঁটলি।

সুবিনয় ও রঘুর মধ্যে আলোচনা চ'লছে। কিছুক্ষণ আগে থেকেই কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে। সুবিনয় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়—কয়েকবার পায়চারি করে—তারপর আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে।]

সুবিনয়। আমাদের গাঁয়ের অবস্থা অত খারাপ হয় নি রঘু। চালের দর হয়ত কিছু বেড়েছে···

[হঠাৎ তার মুখের কথা কেড়ে নেয় বাবলু।]

বাবলু। কিছু মানে ডবলের বেশী। সে আর এমন কি? ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

[রঘুর দিকে চেয়ে হাসে। কিন্তু সুবিনয়ের দৃষ্টি এসে পড়ে তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজে মন দেয় বাবলু।]

রঘু। ছোটকত্তা আজকাল গেরামের খবর কিছু রাখেনা, দেখছি। আজকের হাটে চালের দর তুকুড়ি দশট্যাকা...

সুবিনয়। কয়েকদিন হয়ত ওইরকম দামই হ'য়েছে। বাজারে সব সময় দর ওঠানামা করে। তাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই।

রঘু। কারণ তুমি তো বুঝতে পারবে না ছোটকত্তা!

সুবিনয়। কিছু থাকলে তো বুঝবো। ওটা তোমাদের মনের ভয়।

বাবলু। ঘরপোড়া গরু কিনা—সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়।

[কারো দিকে না তাকিয়ে কথা বলে বাবলু।]

রঘু। মেঘ দেখে আবার ডরাব কি? দুর্যোগ তো মাথায় ভেঙ্গে প'ড়ল ব'লে। চালের দর তো কেবূমশই চড়ছে।

সুবিনয়। তুমি দেখো. চালের দর আবার প'ড়ে যাবে।

বাবলু। তুমি রঘুকাকা, তার আগেই পৃথিবী থেকে স'রে যাবে। ও সে দর-নামা আর তোমায় দেখতে হবে না।

[সুবিনয়ের দিকে চোখ প'ড়তেই বাবলু তার কাজে এমন মেতে যায় যেন সে কোন কথাই শুনছে না। সুবিনয় মনে মনে বিরক্ত।]

রঘু। তাই না বটে! চালের লেগে তো গোটা দিনটে আজ, বেবূথাই হাটে ঘুরলাম। তুকুড়ি দশট্যাকা মণ কিনবার ক্ষ্যামতা কোথায়! ছেলেপিলেগুলো আজও উপোষ থাকবে।

সুবিনয়। উপোসী থাকবে কেন? আমার কাছ থেকে দু-পাঁচ টাকা নিয়ে পঞ্চাশের দরেই না হয় দু'তিন সের চাল কিনে নিয়ে যাও।

[তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে। খুব যেন বিচলিত হ'য়ে উঠেছে।]

রঘু। না ছোটকত্তা…

সুবিনয়। আহা, এমনি নিতে না চাও ধার হিসেবেই নাও—

রঘু। না—না—ও টাকা তাহ'লে এজন্মে আর শুধতে পারব না।

সুবিনয়। কেন? রোজ বাড়ীতে তোমার চাষের তরিতরকারী কিছু দিয়ে যেও। দু'তিন দিনে তাহ'লে শোধ হোয়ে যাবে

রঘু। সে আমি পারব না।

[উঠে দাঁড়ায় রঘু।]

সুবিনয়। পারবে না কেন?

[কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকে রঘু। সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর মাটির দিকে চেয়ে গভীর আক্ষেপের সুরে বলে।]

রঘু ছোট কত্তা, আমি গেরামের দশজনার একজন। আমি দুকুড়ি দশ ট্যাকার চাল কিনে বড়নোকী করব—আর সারা গেরাম-জুড়ে হা-ভাত হা-ভাত রোল উঠতে থাকবে। তাই শুনতে শুনতে ভাতের গরাস কি আমার গলা দিয়ে নামতে চাইবে? আটকে যাবে—সে ভাত আমার গলার মধ্যে আটকে যাবে।

সুবিনয়। তোমার ছেলেমেয়েদের আমার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতই ভাবি।

নইলে তোমায় টাকা নিতে বল'তাম না।

একটুখানি চুপ ক'রে থাকে। ব্যাগটা আবার পকেটে রাখে।]

সুবিনয় যাক, এখন আমায় কি ক'রতে বল!

বাবলু। আমি ব'লতে পারি…

[হঠাৎ সামনে এগিয়ে আসে বাবলু। তার চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি। সুবিনয় ও রঘু তার মুখের দিকে তাকায় সবিস্ময়ে।]

বাবলু। কিন্তু তার আগে আমায় পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রেসিডেণ্ট করে দিতে হবে।

সুবিনয়। তুই বড্ড ফুট কাটতে শিখেছিস বাবলু।

[ধমক দিয়ে ওঠে। বাবলু আবার ফিরে যায় তার জায়গায়।]

সুবিনয়। বল রঘু, তোমাদের কি ইচ্ছে, আমায় বল।

রঘু। তুমিই গেরামের পিসিডেণ্ট। ল্যায্য দামে চাল যাতে মেলে তার ব্যবস্থা কর। আকালকে ঠেকাও।

সুবিনয়। কিন্তু ঠেকাব কী দিয়ে? চাল কি আমার ঘরে জমা করা আছে যে, ব'লবামাত্র বিলোতে আরম্ভ ক'রে দেবো!

রঘু। তাহলে পারবে না বলছ?

সুবিনয়। কথাটা যে গোড়াতেই ভুল ক'রছ। সমস্যাটা শুধু আমাদের গ্রামেরই নয়—সারা দেশের! সারা দেশের অভাব-অনটন।

রঘু। অভাবটা কীসে যায় তাই বল!

[সুবিনয় বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে রঘুকে। সে একটু চিন্তিত হয়েছে।]

সুবিনয়। সে কি তুমি জান না? দেশে যে ফসল হয়, তাতে দেশের লোকের সারা বছরের খোরাকী হয় না। তার ওপর দিনের পর দিন লোক বেড়ে যাচ্ছে···

রঘু। থামো! থামো! ওসব আমি বুঝতে পারি না।

সুবিনয়। কিন্তু বুঝতেই হবে। নইলে সমস্যা মিটবে না।

রঘু। তোমার ও-ঘোরপ্যাঁচের কথায় তো পেটও ভ'রবে না। একটা উপায় তো ক'রতে হবে।

[রঘুর মনে সন্দিগ্ধ-ভাব, তবু মাথা নাড়ে। সুবিনয় যেন একটু খুসী হয়।]

সুবিনয়। উপায়ের কথাই তো ব'লছি। চাষ আবাদের উন্নতি ক'রে ফসল বাড়াতে হবে। তাছাড়া ধরো······

রঘু। থাক। বুঝেছি ছোটকর্ত্তা!

সুবিনয়। কি বুঝলে ব'লত?

[খুসী হ'য়ে সাগ্রহে রঘুর মুখের দিকে তাকায়।]

রঘু। সব ব্যবস্থা আমাদেরই ক'রতে হবে। তোমার মত লোকের ভরসা করা চ'লবে না।

সুবিনয়। রঘু!

[সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে দেখে সুবিনয়ের মুখ কালো হ'য়ে ওঠে।]

রঘু। তোমার পেটে জ্বালা নেই, গরীবের পেটের জ্বালা তো বুঝতে পারবে না। কিন্তু ক্ষিধের জ্বালায় পথে-ঘাটে শুকিয়ে ম'রতে পারব না ছোটকর্ত্তা।

[সুবিনয় আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে।]

সুবিনয়। শোন রঘু! লাফালাফি ক'রলেই ধান-চাল আকাশ থেকে বৃষ্টি হ'য়ে প'ড়বে না। অভাবের সঙ্গে যুঝতে হ'লে উপায় ভেবে বের ক'রতে হবে।

রঘু। উপায়টাই তো তোমায় শুধোচ্ছিলাম।

সুবিনয়। আমার চেয়ে তোমরাই তা ভালই জান। যেমন ধরো, এই আম-কাঁঠালের সময়টা আমরা সাধারণতঃ অনেকদিন ভাত খাই না। ঠিক তেমনি অভাবের সময় চালের খরচটা কমিয়ে তরিতরকারী-ফলমূল খেয়ে—

[কথা শেষ ক'রবার আগেই বাবলু উঠে দাঁড়ায়। চোখে মুখে তার বিদ্রূপের হাসি।]

বাবলু। বাঃ চমৎকার উপায়! রুটি মিলছে না, অতএব কেক খাও—

সুবিনয়। বাবলু।

[রাগে গর্জ্জে ওঠে সুবিনয়। বাবলু তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু অপরাধীর ভাণ করে।]

বাবলু। মাপ কর সুবিনয়-দা। আমার জিভ্‌টা আবার আমার চেয়েও ডানপিটে। ঠিক সামলাতে পারি না।

[সুবিনয় রঘুর দিকে এগিয়ে যায়। কণ্ঠস্বর গম্ভীর।]

সুবিনয়। রঘু কি ব'লছ ?

রঘু। আর কিছু বলবারও নাই, শুনবারও নাই। জল না প'ড়লে আগুন নেভে না ছোটকত্তা। শুনছি, কারো কারো ঘরে চাল কিছু লুকানো আছে। গেরামের সব লোক মিলে একটা তত্ব তল্লাসের ব্যবস্থা করা দরকার।

সুবিনয় মিথ্যে তোমরা গোলমালের সৃষ্টি ক'রতে চ'লেছ।

[অশোকের প্রবেশ]

অশোক। প্রতিটি ঘরে আজ দারুণ গোলমাল বেধে গিয়েছে। নতুন ক'রে আর কি সৃষ্টি হবে ?

সুবিনয়। তোমরা যে তাই ক'রতে যাচ্ছ। কিন্তু গোলমাল ক'রে কি গোলমাল মেটে ? রঘুর মাথার ঠিক নেই। তার কথায় তুমি সায় দিতে পার না।

অশোক। এ-কথা রঘুকাকার একার কথা নয়। গাঁয়ের প্রতিটি লোকের কথা—যারা চায় ক্ষিধের ভাত—যারা চায় শুধু বেঁচে থাকতে···

সুবিনয়। অস্বীকার করি না। কিন্তু তার সঙ্গত পথ আছে।

[সুবিনয় যেন কিসের চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক।]

সুবিনয়। তোমরা যা ক'রতে চ'লেছ, তাতে গাঁয়ের লোকেরই সর্বনাশ ঘটবে।

অশোক। সর্বনাশের আর বাকী কোথায় ? জমিদারের হাতে জমি গেছে, ঘটিবাটি সব মহাজনদের ঘরে উঠেছে, কেউ কেউ ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের দিকে চ'লে যেতেও চাইছে—আবার নতুন ক'রে কি সর্বনাশ হবে ?

সুবিনয়। কিন্তু হৈ চৈ হাংগামায় কি আরও অশান্তির সৃষ্টি হবে না?

অশোক। মিথ্যে সান্ত্বনার আড়ালে অশান্তি ক'দিন চাপা থাকবে? দুর্ভিক্ষকে অস্বীকার ক'রে অসম্ভব কতকগুলো উপায় বাত্‌লালে মানুষ তো তার ক্ষিধে ভুলে যাবে না। আপনি কাপড় চাপা দিয়ে আগুন ঢেকে রাখতে চাইছেন।

সুবিনয়। না আগুনকে খুঁচিয়ে তোমরাই জ্বালিয়ে তুলতে চাও। আমি তো যতদূর জানি, এ গ্রামের কোন লোকের ঘরে একদানা চাল নেই! মিছিমিছি কতকগুলো লোককে ব্যস্ত ক'রে হাঙ্গামা ক'রতে চাও?

অশোক। হাঙ্গামা কেউ চায় না। কিন্তু চাল যে এ-গাঁয়ের অনেক স্বনামধন্য লোকের গোলায় মজুত, সেটা মিথ্যে নয়।

[সুবিনয়ের চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্ব'লে ওঠে, সর্বাঙ্গ একবার শিউরে ওঠে।]

সুবিনয়। মিথ্যে মিথ্যে—একেবারে মিথ্যে কথা। এই সব উড়ো খবর শুনে তোমরা হৈ চৈ ক'রতে যাচ্ছ—

অশোক। আপনি তো উড়ো খবরই ব'লবেন। তার যে কারণ রয়েছে।

সুবিনয়। কারণ? কি কারণ? কি ব'লতে চাও তুমি?

[রাগে চোখমুখ রক্তবর্ণ! একেবারে অশোকের সামনে এসে দাঁড়ায়।
অশোকের কণ্ঠস্বর দৃঢ় অথচ সংযত।]

অশোক। যা ব'লতে চাই। আপনি তা ভাল ক'রেই জানেন। গ্রামের মধ্যে অবাধে চ'লেছে চোরাকারবার···

সুবিনয়। না-না, অবাধে চ'লবে কেন? তুমি আমাকে বল, কার ঘরে—এ গ্রামের কোন লোকের ঘরে চাল আছে। আমি নিজে তার ব্যবস্থা ক'রব।

অশোক। আপনি গ্রামের প্রেসিডেণ্ট! খবর আপনারই রাখবার কথা।

সুবিনয়। বেশ, কিছু সময় দাও। খবর যদি সত্যি হয়, নিশ্চয় তার ব্যবস্থা করব। গ্রামে চাল থাকতে, গ্রামের লোক পাবে না?

অশোক। কিন্তু কারও ওপর নির্ভর ক'রে বসে থাকবার সময় আজ নেই।

সুবিনয়। ও! গোলমাল হৈচৈ কদিন পরে ক'রলে বুঝি খুব ক্ষতি হবে?

অশোক। যাদের ক্ষতি, যাদের লাভ, তাদেরই সেটা চিন্তা করতে দিন।

সুবিনয়। তোমরা কি মনে কর, গ্রামকে বাঁচাবার আমি কোন চিন্তাই করছি না?

রঘু। কিন্তু চিন্তার ফল তো পাচ্ছি না। এই তো বলেছিলে— একটা সস্তা দরের কাপড়ের দোকান গেরামে বসাবে। সে আজ পেরায় তিরিশ চল্লিশ দিন হতে চলল, কি ব্যবস্থা করেছ শুনি?

সুবিনয়। আহা! ইতিমধ্যে একটা জরুরী কাজে, আমায় যে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল!

[সুবিনয় যেন অত্যন্ত মর্মাহত। হঠাৎ বাবলু পেছন থেকে একেবারে সামনে এগিয়ে আসে]

বাবলু। কাজ মানে তো পুরীতে হাওয়া খেতে যাওয়া—

অশোক। আঃ বাবলু!

বাবলু। বাজে ওজর দেখাচ্ছেন কেন? পেটের গলদ হজম করবার জন্তে ওঁরা বাইরে যাবেন হাওয়া খেতে, আর আমরা এখানে খালি পেটে হাওয়া ঢুকিয়ে পেট ফুলে মরব? ওসব বুজরুকি আর চলবে না।

[দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়। সুবিনয়ের চোখ থেকে তখন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।]

রঘু। বাচ্চা হলি কি হয়, যা বলে গেল—ন্যায্য কথা।

সুবিনয়। তুমিও শেষে বাচ্ছাদের হৈ চৈএ মেতে উঠলে রঘু। বুড়ো বয়েসে শিঙ্ ভেঙে বাছুরের দলে—

[জোর করে হাসতে চায় সুবিনয়। রঘু এগিয়ে আসে তার দিকে। কণ্ঠে তার তীব্র শ্লেষ।]

রঘু। শিঙ্ ভাঙতে হবে কেন ছোট কর্ত্তা? তোমাদের পায়ে ঘষতে ঘষতেই যে ছোট হোয়ে গেল। আর হৈচৈ? ছোট কর্ত্তা! ক্ষেত জ্বল্‌ছে, ঘর জ্বল্‌ছে, পেট জ্বল্‌ছে···চুপ করে তো আর মরতে পারি না।

[ধীরে ধীরে এগোয় দরজার দিকে।]

সুবিনয়। আমার কথাটা আর একবার ভেবে দেখলেই ভাল করতে···

অশোক। ভেবে চিন্তেই ব'লছি। যা স্থির করেছি তা আর বদলাবে না।

[বিদ্যুৎগতিতে অশোকের দিকে ফিরে দাঁড়ায় সুবিনয়। সক্রোধে গর্জে ওঠে]

সুবিনয়। But have this in your mind that, you are going to dig your grave by your own teeth.

[দ্রুত বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের ভেতর থেকে আসে রমা। শীর্ণ—মলিন—। মনে হয় অসুখে ভুগছে।]

রমা। বাবলু! বাবলু!

অশোক। কি হয়েছে বৌদি?

[অশোক দাওয়ার দিকে এগিয়ে যায় রমা নেমে আসে। ভয়ার্ত দৃষ্টি তার চোখে]

রমা। বাবলু কোথায় গেল?

অশোক। এই তো এখানে ছিল।

রঘু। কী হয়েছে মা? অমন করছ কেন?

রমা। শুয়ে শুয়ে মনে হোল, বাবলু যেন কোথায় মারামারি করছে।

রঘু। স্বপন দেখে ভয় পেয়েছ। বাবলু তো মারামারি করে নি।

[চারদিকে চেয়ে দেখে রমা।]

রমা। স্বপ্ন? এত গোলমাল হ'চ্ছিল কিসের?

রঘু। উ—আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল—গোলমাল নয়।

অশোক। এবেলা আবার জ্বরটা বেড়েছে বুঝি?

রমা। না!

অশোক। এই নাও ওষুধ। দিনে দুবার ক'রে খাবে।

[পকেট থেকে একটা শিশি বার করে রমার হাতে দেয়।]

রমা। ওষুধ? পয়সা কোথায় পেলে?

অশোক। আজ মাইনে পেলাম।

[পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বের করে দেয়।]

রমা। এই থেকে খরচ করে এলে তো? কি দরকার ছিল? এদিকে কতলোকের দেনা মেটাতে হবে। আমি যে তোমার এই কটি টাকার আশায় বসে আছি।

অশোক। তোমার ওষুধেরও দরকার। আর তিরিশটে টাকায় কতদিক সামলাবে? দেনা মিটিয়ে ঘরের ভাড়া দিতে, কিছুই থাকবে না। একটা টাকা খরচ করে তাই নরহরির এই "সর্বজ্বরহরি" নিয়ে এলাম। খেয়ে যাও যদ্দিন পারো। অসুখ তো শুতে সারবে না। তবু মরবার সময় সান্ত্বনা থাকবে, বিনা চিকিৎসায় তোমাকে মেরে ফেলি নি।

[অশোকের কণ্ঠস্বর বেদনায় রুদ্ধ হয়ে আসে। বাড়ীর ভেতর চলে যায় রমা তার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসতে চায়।]

রমা। শুনলে রঘুকা? আমি যেন সত্যিই এখনি মরে যাচ্ছি।

রঘু। সে দশাই তো দেখছি। আজ হাটে এয়েছিলাম; ভাবলাম, দাঠাকুর আর তোমাকে একবার দেখে যাই। গাঁ থেকে

চলে আসবার পর তো আর দেখা হয় নি। তা, তোমার এমন দশা দেখতে হবে ভাবি নি।

রমা। আমার মরাই ভাল রঘুকা। ঠাকুরপোর এত কষ্ট, বাবার এই দুর্দশা আর দেখতে পারি না।

রঘু। তাতো বটেই। এই বুড়োগুলো বেঁচে থাকবে, আর এগুতেই তোমরা চলে যাবে, নইলে চলবে কেন? চোখের ওপর একে একে মরছে, দেখ্‌ছি—আবার ওই কথা না বললে বুঝি সুখ পাচ্ছ না?

রমা। বেশ! আর ও কথা বলব না। কিন্তু হাটে গিয়েছিলে, কিছু চাল কিনতে পারলে?

রঘু। দু কুড়ি দশ ট্যাকা দর হাঁকলি আমার মত গরীব লোকে কি করি পাবে?

রমা। তাহলে?

[পুটলিটা নিয়ে এসে, তার ভেতর থেকে কতকগুলো আম বের করে রঘু দাওয়ার ওপর রাখে]

রঘু। দাঠাকুরের লেগে কটা আম এনেছিলাম। এবার তো ভাল ফলে নি—

[রমা সহসা যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে।]

রমা। এখানে কেন নিয়ে এলে?

রঘু। না এনে পারলাম কই। দাঠাকুরকে না দিয়ে কোন জিনিষ তো আমরা মুখে তুলতে পারি নি।

রমা। অন্যায় করেছ রঘুকাকা, ওগুলো বাড়ী নিয়ে যাও—ছেলে-মেয়েগুলো খেয়ে বাঁচবে।

রঘু। ই খেয়ে আর কাদিন বাঁচবে?

রমা। কেন, আমগুলো হাটে বিক্রী করলে না? কিছু তো পেতে···

রঘু। এ্যাক এ্যাকবার তাই মনে হয়েছিল। এ্যাক বাবু এ্যাক টাকা দামও দিতে চেয়েছিল—তবু পারলাম না।

রমা। কেন—কেন—দিলে না?

রঘু। মনটা কেমন উল্টো গেয়ে উঠল। ভাবলাম, দাঠাকুরকে দেব ব'লে যা এনেছি—পেরাণের সেই সাধ এ্যাক টাকার লেগে বিকিয়ে দোব? বাবুটিকে আমি ফিরিয়ে দিলাম মা—ফিরিয়ে দিলাম।

রমা। কিন্তু আমি নিতে পারবো না। ফেরত নিয়ে যাও।

[তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এগোয়। রঘু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।]

রঘু। অনেক জ্বালায় তো জ্বলি মরছি। আর নতুন করে দাগা নাইবা দিলে।

রমা। কিন্তু এ কি করে হয়?

রঘু। গেরামের থেকে আধকোশ দূরে চলে এয়েছ বলে কি বুড়োর সাথে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে?

[অভিমানে ছলছল করে রঘুর চোখ]

রমা। তাই কি বলেছি?

রঘু। তাহলে হবেনা কেন? যাও, এ'গুলোকে ঘরে তুলে থোওগে—

[ঝুড়ি আর কাপড়টাকে গুছিয়ে রাখে। রমা আমগুলোর দিকে করুণ ভাবে চেয়ে আছে।]

রঘু। হ্যাঁ,—দাঠাকুরকে দেখছি না—কোথায় গেছে?

রমা। কোথায় আবার? আজকাল ষ্টেশনে ঘুরে বেড়ান—সকলের মোট ধরে টানাটানি করেন। বুড়োমানুষ—তার ওপর এখানকার সবাই তো চেনে। জোর করে ধরে পাড়ার ছেলেরা বাড়ী নিয়ে আসে। মোট পান না ব'লে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেন।

রঘু। সেদিন ইষ্টিসনের পথে দেখ্‌ছিলাম বটে,—একজনার মোট ধরবার লেগে পিছু পিছু ছুট্‌ছে। ডাকলাম—তা শুনতে পেল না।

রমা। সকাল থেকে সারাদুপুর অমনি মিছিমিছি দৌড়ে বেড়ান। সেই রাত বারটার ট্রেন না গেলে, কিছুতেই বাড়ী আসবেন না।

রঘু। ই কি খেয়াল বল তো ?

রমা। কী করব ? খেয়াল যখন চেপেছে, তখন আর রক্ষে নেই। কত বারণ করি—শুনতেই চান না।

রঘু। কিন্তু অমন করি ছেড়ে দিলি একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ? ইষ্টিসন—হরদম গাড়ী যাচ্ছে—আসছে...........

রমা। ব'লে ব'লে আমি তো হার মেনে গেছি।

[রঘু এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে।]

রঘু। সংসারের এই হাল ! এ সময় বড় খোকা—আর খুকীমা যে কোথায় রইল। চিঠি পত্তরও কিছু দেয়নি ?

রমা। না রঘুকাকা !

রঘু। দ্যাখ দিকি—কেমন ধারা ছেলে-মেয়ে ! চাকরী করতে সহরে গেছিস—ভালকথা। তা'বলে ঘরের খবর নিবি না ?

রমা। আর আমি একা কত দিক সামলাই ? ঘরেতো একটি দানা নেই। তার ওপর এ বাড়ীতে এসেছি এক মাস হয়ে গেল—পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হবে। বাবা তো সব বোঝেন—তাইতো আরও ছুটে ছুটে যান—আটকাতে পারি না।

[বাইরে থেকে আসে অবিনাশ। সে লোককে আর চেনা যায় না। এক মুখ দাড়ি—চুলগুলো অপেক্ষাকৃত বড়—একেবারে সাদা হয়ে গেছে। অপরিচ্ছন্ন—কাপড় আর ফতুয়া। আপন মনে কথা ব'লতে ব'লতে ঘরের দিকে এগোয়।]

অবিনাশ। কে আটকাবে—আমায় কে আটকাবে ? নিজে খেটে উপায় করব—কারোর চোখ-রাঙ্গানীকে ভয় করি না।

রমা। বাবা !

[রমাকে সামনে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।]

অবিনাশ। এই যে মা, ষ্টেশন মাষ্টারটা বড্ড পেছনে লেগেছে কিছুতেই কাজ করতে দেবেনা। খালি বলে, বাড়ী যান—বাড়ী যান। এসব আপনার করবার কথা নয়।

রঘু। ম্যাষ্টর তো ঠিকই বলেছে দা-ঠাকুর !

অবিনাশ। তুমি আবার কে ? মাষ্টারের হয়ে ওকালতি করতে এলে। ক'টাকা ফি পেয়েছ ?

রমা। বাবা, ওযে আমাদের রঘুকাকা !

অবিনাশ। ও কাকাই হও আর দাদাই হও, এখানে মোড়লি চলবে না।

রঘু। দাঠাকুর আমায় চিনতে পারছে না।

[অবিনাশ আপনমনে বলে যায়।]

অবিনাশ। কুলী-গিরি আমার কাজ নয় ? কেন, আমি লোকের মোট নামাতে পারি না—না যাত্রীদের বাক্স-বিছানা তুলে দিতে পারি না। কিন্তু কি আশ্চর্য ! নিজে খেটে রোজগার করব, তাতেও সবাই বাধা দেবে ?

রঘু। উঃ মাথাটা একেবারে গিছে।

[সবেগে রঘুর দিকে ঘুরে দাঁড়ায় অবিনাশ।]

অবিনাশ। কি বললে ?

রঘু। কিছু বলিনি দাঠাকুর ?

অবিনাশ। বলনি ? ধাপ্পা দেবার চেষ্টা ? আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? মাথা খারাপ হলে কেউ রোজগার করতে যায়।

রমা। আপনাকে টাকা আনতে কে বলেছে ?

অবিনাশ। কে বলেছে?

[বোকার মত চেয়ে থাকে রমার মুখের দিকে। কি যেন স্মরণে আনতে চায়।]

অবিনাশ। ওই যে ওরা—যাদের কাছে কাজ চাইতে গেলাম, দিলে না। বুড়ো হয়েছি বলে ফিরিয়ে দিলে। কেউ বুঝলে না, আমার বাড়ীতে সারাদিন সবাই কিছু খায়নি—বাড়ীওলা অপমান করে গেছে! কেউ শুনলে না।

রঘু। তা বলে, তুমি কুলীগিরি কর্‌তে যাবে? না—না—আমরা তা দেখতে পারবনা।

অবিনাশ। না দেখতে পার, চোখ গেলে ফেল, অন্ধ হয়ে যাও। আমি তো উপোস করতে পারি না! লোকের কাছে জোচ্চোর হতে পারি না!

রঘু। জানি না, কি পাপে তোমার এই শাস্তি? জীবনে কোন অধর্ম তো তুমি করনি।

অবিনাশ। অধর্ম করিনি বলেই তো শাস্তি পাচ্ছি। আজকাল অধর্ম না করাই তো পাপ।

রঘু। হয়তো তাই হবে।

[সহসা অবিনাশের কণ্ঠ বদলে যায়। মুহূর্তে সে হ'য়ে ওঠে কঠোর।]

অবিনাশ। তা ব'লে এতখানি অন্যায় আমি সহ্য করব ভেবেছ? কক্ষনো না। একমাস আমি কাজের জন্যে ঘুরেছি। ভদ্র-লোক ব'লে, বুড়োমানুষ বলে সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আর আমি কারোর কথা শুনবো না। মোট আমি নেবোই।

রমা। না! আর আপনাকে ওসব করতে যেতে হবে না। ঠাকুরপো মাইনে পেয়েছে। এই দেখুন—

[রমার হাতে নোটগুলো দেখে খুসীতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে অবিনাশের মুখ।]

অবিনাশ। মাইনে পেয়েছে? যাক, তাহলে কোন ভাবনা নেই। আজ আর উপোস ক'রতে হবে না।

রমা। বাবা—

অবিনাশ। আজ দুটো ভাত দিস মা!

[অসহায় ভিক্ষুকের মত চেয়ে থাকে রমার দিকে। বেদনার্ত কণ্ঠ। রমা আর চোখের জল রোধ করতে পারে না।]

রমা। দেব বাবা।

অবিনাশ। কতদিন ভাতের মুখ দেখিনি। শুধু মুড়ি আর জল খেয়ে আর চ'লতে পারি না।

রমা। বাবা, রঘুকাকা আপনার জন্যে আম এনেছে।

[রমা আম আনবার জন্যে দাওয়ার দিকে এগোয়। অবিনাশ খুসীতে ফেটে পড়ে।]

অবিনাশ। আম? এ্যাঁ—আম? রঘু! তুমি—তুমি এনেছ? বড় ভাল করেছ—বড় ভাল করেছ। রোজ এনো—বুঝলে রোজ এনো!

[আবার ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে।]

অবিনাশ। বড্ড ক্ষিধে—পেট জ্বলে যায়। আর সইতে পারি না।

রমা। আম খাবেন না বাবা!

[অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রমার হাত থেকে একটা আম তুলে নেয় অবিনাশ।]

অবিনাশ। খাবো? এ্যাঁ—রঘু! তোমার গাছের আম, না?

রঘু। মনে পড়ে দাঠাকুর? রায়েদের ফুলবাগানের দিকে গাছটা ঝুঁকে পড়ছিল বলে রায়কত্তা নোক নাগিয়ে কেটে দিতে চেয়েছিল? আমি তখন তোমারই পায়ে এসে পড়লাম। গেরামের মধ্যে তুমিই তো ছিলে আমাদের ভরসা! তুমি গিয়ে দাঁড়াতে রায়কত্তা মাথা নীচু করে চলে গেল। কথাটি বলবার সাহস হ'ল না।

[বিস্মৃতির অন্ধকারে বিগত দিনগুলো খুঁজে বেড়ায় অবিনাশ। শূন্যদৃষ্টি তার সম্মুখ পানে যেন বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত।]

অবিনাশ। সেদিনগুলো—আমার সেদিনগুলো হারিয়ে গেছে রঘু। আজ মনে হয় সব যেন ভুল—সব যেন স্বপ্ন।

রঘু। না দাঠাকুর, ভুল হবে কেন? সে তো সত্যি। আমি তো ভুলি নাই। আপদে-বিপদে তুমিই তো বুকের আড়াল দিয়ে আমাদের আগলে রেখেছিলে।

[সহসা হাহাকার করে ওঠে অবিনাশ।]

অবিনাশ। সে বুক আমার ভেঙ্গে গেছে রঘু—ভেঙ্গে গেছে। আজ আমি বড় অসহায়, আজ আমার কেউ নেই। অমল চ'লে গেছে। লতাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। চাকরী ক'রে সংসারকে বাঁচাতে চেয়েছিল, বুঝতে পারি নি। সারাজীবন কত ভুলই না জমা করেছি। আর সেই ভুলের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এযে কি যন্ত্রণা—কেউ বুঝবে না। কিন্তু কেন এমন হ'ল?

[ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে রঘুর দিকে তাকায়।]

অবিনাশ। কেন এমন হ'ল রঘু?

রমা। আম যে পড়ে রইল বাবা!

[আমের দিকে চোখ পড়তেই অবিনাশের মুখের চেহারা আবার বদলে যায়। ভুলে যায় তার সমস্ত ব্যথা-বেদনার কথা।]

অবিনাশ। আম? বড় ভাল আম? রঘু, তোমার বাড়ীর পেছনের সেই গাছটার ফল তো? ভারী মিষ্টি—ভারী মিষ্টি!

[শিশুর মত এক অনাবিল আনন্দে হেসে ওঠে।]

রঘু। এখনও তাহোলে ভোলনি দেখছি!

অবিনাশ। আমায় তবুও সবাই ভোলাতে চায়, তবুও সবাই ভুল বোঝায়, ঠকায়—

[আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে।]

রঘু। কে তোমায় ঠকাতে চায় দাঠাকুর।

অবিনাশ। রঘু! এক টাকায় কখনো চারজন লোকের খাওয়া হয় বলতে পার?

রঘু। ই বাজারে তা'কী হয়?

অবিনাশ। তবে? সারামাস ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি খেটে অশোক ওই তিরিশটা টাকা নিয়ে এসেছে। বৌমা ভাবে এই একমাস কি করে দিন চলেছে, আমি বুঝতে পারি নি। দিনের পর দিন নিজে উপোসী থেকে সব খাবার আমাদের কোলে তুলে দেয়।

রমা। না বাবা, কে বললে?

অবিনাশ। শুনছ রঘু, কে বললে? এমনি করে সারাজীবন ওরা আমায় বোকা বানিয়ে এসেছে। আমি বাপ, ছেলেমেয়ের মুখ দেখলে বুঝতে পারব না তাদের কি হয়েছে? অশোক দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। ত্রিশটা টাকার জন্যে সারা মাস ছেলেটা সকাল সন্ধ্যে গরুর মত খাটে। বৌমার রোজ বিকেলে জ্বর হয়। অশোক নরহরি ডাক্তারের ওষুধ এনে দেয়। আমি কি জানি না, ওই হাতুড়ে নরহরির ওষুধে রোগ কারোর সারে না—কোনদিন সারে নি।

রমা। বিশ্বাস করুন বাবা! ও কিছু নয়—সামান্য একটু জ্বর—

অবিনাশ। সামান্য থেকে বেড়ে যেতে কতক্ষণ? আমি যাই!

[দরজার দিকে সবেগে ঘুরে দাঁড়ায়।]

রঘু। কোথায় যাবে দাঠাকুর?

অবিনাশ। ভাল ডাক্তারের কাছে—

রঘু। আমি যাবোখন! বিপিন ডাক্তারকে বাড়ীতে আসতে বলব।

অবিনাশ। তুমিও ওদের মত আমাকে ভুলিও না রঘু। বিপিন বড়-লোকের ডাক্তার, তার ওষুধের দামও বেশী। সে পয়সা তো আমাকেই আনতে হবে।

রমা। বাবা, যাবেন না। টাকা তো রয়েছে।

অবিনাশ। আর আমায় বোকা বানাতে পারবে না। সারামাসের দেনা শুধতে ও কটা টাকা কোথায় চলে যাবে। আরও টাকা চাই। মোট আমি পাবোই।

[আপন মনে বলতে বলতে দরজার দিকে এগোয়। বাধা দেয় রঘু।]

রঘু। তুমি ওসব করতে আর যেওনা দাঠাকুর। আমি লোকের বাড়ী জনখাটি পয়সা আনতে পারব।

অবিনাশ। আর তোমার ছেলেমেয়েগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে। বাজে বকো না রঘু।

রমা। বাবা, আপনি যদি যান, তাহলে ফিরে এসে আর আমাকে—

[অধৈর্য হয়ে ছুটে আসে রমার কাছে।]

অবিনাশ। চুপ কর। অন্ধের লাঠিটাও কেড়ে নিতে চাও? তোমাদের প্রাণে কি একটুও দয়ামায়া নেই? কিন্তু আমি পারি না। সবাই মরছে, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে পারিনা?

[আবার এগিয়ে যায়।]

রমা। বাবা শুনুন।

রঘু। যেওনা দাঠাকুর—

অবিনাশ। আর বাধা দিও না! সন্ধ্যে হয়ে এল! ঠিক সময় ষ্টেশনে না গেলে মোট পাব না। ছেড়ে দাও—

রঘু। না—না—আমি তোমায় যেতে দেব না—কিছুতেই না।

রমা। বাবা কথা শুনুন।

অবিনাশ। সরে যাও—রঘু সরে যাও।

রঘু। তুমি যেতে পাবে না দা-ঠাকুর। পরাণ থাকতে তোমায় আমি যেতে দেব না—

[রমা ও রঘু অবিনাশের দুপাশে দাঁড়িয়ে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অস্থির হয়ে ওঠে অবিনাশ। মনে হয় যেন দুপাশে দুজনে ধরে তাকে টানাটানি করছে। কিন্তু সে আর সইতে পারে না। চীৎকার করে ওঠে।]

অবিনাশ। আঃ—

[রমা ও রঘু হতভম্ব হয়ে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবিনাশের শূন্যদৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। চোখের সামনে যেন ভাসছে ষ্টেশনের একটা ছবি।]

অবিনাশ। গাড়ীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছনা? হুইসিল দিচ্ছে—ঘণ্টা বাজছে—ট্রেন এসে পড়ল। বাবু—বাবু এই যে কুলী—কুলী চাই বাবু—কুলী চাই............

[ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। রমা ও রঘু পথের দিকে চেয়ে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। দূর থেকে ভেসে আসে অবিনাশের আর্তি— ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীরবতা। সন্ধ্যা হয়—অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।]

রঘু। মা! আস্থির হয়ে এলো, আমি যাই।

[ঝুড়িটা তুলে নিয়ে ক্লান্তপদে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।]

রমা। বাবলুকে একবার ডেকে দিতে পার রঘুকা?

রঘু। আচ্ছা! দিচ্ছি।

[ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। রমা অবিনাশের ফেলে যাওয়া আমটাকে তুলে রাখে দাওয়ার ওপর। ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অশোক।]

রমা। ভর সন্ধ্যে বেলা আবার কোথায় বেরুচ্ছ?

অশোক। রঘুকার বাড়ীতে। গাঁয়ের সবাইকে সেখানে ডেকেছি। কিছু কথাবার্তা আছে।

রমা। কী নিয়ে কথাবার্তা, শুনি!

অশোক। সে কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে বৌদি। যে গ্রামের কোন গেরস্তর ঘরে একদানা চাল নেই, সেই গ্রাম থেকেই গাড়ী গাড়ী চাল বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে।

রমা। সে চালান কী বন্ধ করতে পারবে ?

অশোক চেষ্টা করতে হবে, যাতে বন্ধ হয়। সমস্যাটা আজ শুধু তোমার আমার নয়—সমস্ত গ্রামের। এতগুলো লোকের প্রাণ !

রমা। যাদের হাতে অস্ত্র আছে, তাদের কাছে বেশী লোক আর কম লোকে কি এসে যায় ? স্বার্থের ঘা লাগলে আঘাত তারা করবেই।

অশোক। যে যন্ত্রণা আজ সইছি বউদি, তার কাছে অস্ত্রের আঘাত কিছুই নয়। আর আঘাতের পর প্রতিঘাতও একটা আছে। সুবিনয়দার বাবার মৃত্যুর কথা তোমার মনে পড়ে ?

রমা। রায়কর্তা !

অশোক নেশার ঘোরে রায়কর্তা যখন জুড়িগাড়ীর ঘোড়ার ওপর বেপরোয়া চাবুক চালাচ্ছিলেন। আর অসহায় জানোয়ারটা প্রাণপণে ছুটছিল। তারপর এমন সময় এলো, যখন সেই চাবুক আর তার সহ্য হলোনা। প্রভুসমেত সমস্ত গাড়ীখানাকে সে উল্টে দিল। তবু সে ছিল একটা জানোয়ার। মানুষ আর কত সইবে ?

[দরজার দিকে এগিয়ে যায়।]

রমা। শোন ঠাকুরপো !

অশোক। বল।

রমা। কিছুক্ষণ আগে রায়-বাড়ীর ঠাকুরপো এসেছিলেন।

অশোক। দেখা হয়েছে।

রমা। তিনি বলছিলেন, গাঁয়ের লোককে তোমরা ক'দিন ধরে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছ।

[অশোক হাসতে চেষ্টা করে—ম্লানহাসি।]

অশোক। মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে পোকামাকড়গুলোও ক্ষেপে ওঠে বৌদি !

রমা। শুনলুম, সবাই তোমাদের ওপর···

অশোক। সবাই মানে—জনদশেক টাকার কুমীর। চিরকালই ছলছলে চোখে চেয়ে, ওরা গাঁয়ের লোকদের ঠকিয়েছে—আর ধারাল দাঁত দেখিয়ে তাদের জমিয়ে রেখেছে।

রমা। তবে সেই ভয়ঙ্কর জীবদের অসন্তুষ্ট ক'রে কাজ কি ?

অশোক। ভয়ঙ্কর জীবদের সামনে চুপ করে বসে থাকলেও নিস্তার নেই।

রমা। টাকার জোরে আরও অনেক কিছু করতে পারে।

অশোক। সে চেষ্টারও কি বাকী রেখেছে ! টাকার লোভ দেখিয়ে কয়েকজন লোককে হাত ক'রে জোট পাকাচ্ছে। যেমন ধর বড়দা—

রমা। বড়দা ? তোমার বড়দা কি ক'রেছে ?

[রমার চোখেমুখে শঙ্কার চিহ্ন। অশোকও যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।]

অশোক। কথাটা তোমাকে বলব নাই ভেবেছিলাম।

রমা। না-না ; অশোক তুমি লুকিয়ো না ঠাকুরপো।

অশোক। তাহলে শোন ! বড়দা এখন বিষ্ণুগঞ্জে থাকে।

রমা। ক'লকাতার অর্ডার সাপ্লায়ের অফিসে—

অশোক। ওটা সুবিনয়দার সাজানো কথা। বড়দা এখন সুবিনয়দার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চালের ব্যবসা করছে।

রমা। চালের ব্যবসা !

[দুজনেই এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

অশোক। এত বড় একটা সুযোগ সকলের জীবনে আসে না। এই

একমাসে বিষ্ণুগঞ্জ আর আশপাশ থেকে চাল কিনে লুকিয়ে সহরে চালান দিয়ে দু'তিন হাজার টাকা ক'রেছেন শুনলুম। আরও কিছু করবার আশাও হয়ত রাখেন।

রমা। এ খবর তুমি কোথেকে পেলে ?

অশোক। মধুবাবু বলছিলেন, দাদা দেনার টাকা সব শোধ করে দিয়েছেন।

রমা। একমাসে হাজার টাকা দেনা শোধ করে ফেলেছেন ?

অশোক। আশ্চর্য কি ? চোরাকারবারের আয়—

রমা। পাগল হয়ে গেছেন ঠাকুরপো! তোমার দাদা পাগল হয়ে গেছেন—

[ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে রমা। অশোকের কণ্ঠ গাঢ় হ'য়ে আসে।]

অশোক। টাকার নেশা তাকে পাগল করে তুলেছে!

রমা। আর সইতে পারছি না। এমন ভাবে এক একজন এক একদিকে ভেসে যাবে। সমস্ত সংসারটা চোখের সামনে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আর দেখতে পারছি না।

অশোক। কে সইতে পারছে? আমি পারছি? চোখের সামনে বাবার এই অবস্থা দেখছি, তুমি বিনা চিকিৎসায় মরতে চলেছ, দেখছি—আর নিজেকে কতটা অসহায় বলে মনে হচ্ছে—

[কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে।]

রমা। তবু তুমি আছ, তাই বেঁচে আছি। উদয়াস্ত খেটে যা নিয়ে আস, তাই দিয়ে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছ। নিজের দিকে একবারও চেয়ে দেখনা—সব কষ্ট লুকিয়ে বেড়াও, আমি বুঝতে পারি। তাই তো আরও ভয় হয়।

[মুহূর্তে আবার অশোক নিজেকে শক্ত ক'রে তোলে।]

অশোক। ভয় শুধু তোমার একার নয় বৌদি। ভাবনা শুধু একা আমার নয়। পঞ্চাশ ষাটটা গরীব গেরস্তর ঘর আজ চুরমার হয়ে যাচ্ছে—তাদের দিকে চেয়ে দেখ।

রমা। কি দেখব? যেদিকে চাই—কান্না আর মৃত্যু। মনে হয় এইখানেই বুঝি সব শেষ—

অশোক। তোমার শরীর ভালো নেই। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি শীগ্‌গীর ফিরে আসব।

[দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বাবলু। সে এগিয়ে আসে।]

[অশোক দ্রুত বেরিয়ে যায়। বাবলু এসে সটান শুয়ে পড়ে খাটিয়ার ওপর। খুব যেন ক্লান্ত। রমা এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার সে এগিয়ে আসে খাটিয়ার কাছে। মুখের ভাব গম্ভীর।]

রমা। হ্যাঁরে আজ সারাদিন কোথায় ছিলি?

বাবলু। ঘুরছিলুম—

রমা। কেন?

[বাবলু চোখ বুজে নির্বিকার-ভাবে কথা বলে যায়।]

বাবলু। একটা টাকার জন্যে—

রমা। টাকার জন্যে! কোথায় ঘুরছিলি?

[এক লাফে উঠে বসে বাবলু।]

বাবলু। লোকের দোরে দোরে নয় পকেটে—পকেটে—

রমা। মানে?

বাবলু। আজকাল হাত পাতলে তো কিছু মেলে না, তাই হাতাবার চেষ্টা করছিলুম। সোজা কথায় পিকপকেট, বাংলায়—ভারী পকেট হাল্কি করে দেওয়া...

রমা। বুঝেছি। আর ব্যাখ্যা ক'রতে হবেনা। কিন্তু ওসব

করতে যাওয়া কেন? আমি কি তোকে উপোস করিয়ে রাখি?

[বাবলুর মুখের ভাব বদলে যায়। চোখ দুটো তার চক্‌চক্‌ করে।]

বাবলু। না! নিজে উপোস করে আমাকে খাওয়াও। আমার দিদির জায়গা তুমি জুড়ে বসেছ। এক অনাথ ছেলের ওপর তোমার দয়ার শেষ নেই।

রমা। তবে? কই, চুপ করে রইলি কেন? জবাব দে! বাবলু!

বাবলু। যাদের চক্রান্তে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি, সেই শয়তান-দের সাজা দেওয়ার জন্যে একটা ছুরি কেনার পয়সাও আমাদের জোটে না। আমরা এত গরীব বৌদি—আমরা এত গরীব—

রমা। ছুরি কেনবার জন্যে লোকের পকেট মারতে গিয়েছিলি? তা, কি হলো?

বাবলু। আমার সারাজীবন সব কাজে যা হয়েছে—ফেল করলুম।

রমা। তারপর?

বাবলু। পকেটমারার মজুরী কড়ায়-গণ্ডায় গুণে নিতে হলো। নানা জাতের, নানা হাতের চড় চাপড় কিল একটানা পিঠে, মাথায়, গালে বৃষ্টি হতে লাগল। যাকে বলে চাঁদা করে মার। তবে হ্যাঁ—আমাদের দেশের লোকের একরকম একতা কখনও দেখিনি।

রমা। একতা!

বাবলু। হ্যাঁ। রাস্তায় তখন যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যার অত্যন্ত তাড়া, এক সেকেণ্ডও দাঁড়াবার সময় নেই,—এই পকেটমার দেখে তিনিও দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে, কাজের ক্ষতি ক'রে, বেশ খানিকটা হাতের সুখ করে গেলেন।

রমা। চুরি ক'রতে গেলে ওই রকম লাঞ্ছনাই পেতে হয়।

বাবলু। আরে বাব্বা! রাস্তায় সে কি ভিড়—যেন কোন বড় নেতা-টেতা এসে দাঁড়িয়েছে।

রমা। অত মার খেয়েছিস—গায়ে ব্যথা হয়েছে তো?

বাবলু। তা হবে না? হুঁ। বলে, যারা মেরেছে তাদের হাতেই বোধহয় কালসিটে পড়ে গেছে—। যাক কাজ আমি বাগিয়েছি—এই দেখ।

[সহসা পকেট থেকে ছুরিখানা বের করে ধরতেই রমা চমকে ওঠে।]

রমা। ছুরি? কোত্থেকে পেলি? দেখি—

বাবলু। যেখান থেকেই পাই, এ আমি কাউকে দেব না—কাউকে না।

[রমা এগিয়ে আসে তারদিকে। কঠোরভাবে বলে।]

রমা। বাবলু দাও ওটা।

বাবলু। না এ আমি কিছুতেই দিতে পারব না—কিছুতেই না—

রমা। বাবলু শোন!

[বাবলু ছুটে বাড়ীর ভেতর চলে যায়। রমা পিছনে পিছনে ছুটে যায়। বাইরে থেকে দ্রুত প্রবেশ করে অমল। তার অবস্থার উন্নতির পরিচয় বহন করছে তার মূল্যবান বিলিতী বেশভূষা। হাতে একটা পোর্টফলিও।]

অমল। রমা, শোন—

[রমা তৎক্ষণাৎ থামে, বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়ায়।]

রমা। কে?

[কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

রমা। তুমি! এখানে?

অমল। আশ্চর্য হ'চ্ছ দেখছি। কেন, এখানে আসা কি আমার পক্ষে অসম্ভব?

রমা। অসম্ভব না হ'লেও অশোভন।

[রমার কণ্ঠে কঠোরতা। চোখে মুখে ক্ষোভের ভাব। বিস্ময়াবিষ্ট অমল।]

অমল। অশোভন ?

রমা। তাই নয় কি ? জায়গাটার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখনা, খাপ খাচ্ছে কি ? এটা কুলীবস্তী !

অমল। জানি। আমি তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। বিষ্ণুগঞ্জে আমি একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি।

রমা। ক'লকাতায় নয় ?

অমল। না !

রমা। ক'লকাতা হ'লেই ভাল হ'ত না। ওখানেই চাকরী করছ !

অমল। আমি চাকরী করিনা।

রমা। সেকি ! সুবিনয় ঠাকুর-পোর বাবার এক বন্ধুব অর্ডার সাপ্লাইয়ের অফিসের কর্তা হয়েছ—পাঁচ শ টাকা মাইনে—

অমল। সুবিনয় মিথ্যে বলেছে।

রমা। তা তোমার যখন বন্ধু, তিনি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হবেন না, তা জানি।

[রমার গলায় তীব্র শ্লেষের সুর। অমল বুঝতে পারে—কিন্তু উপেক্ষা করে যায়। পোর্টফলিওটা খাটিয়ার ওপর রাখে।]

অমল। সে যাক ! আমি তোমাদের নিয়ে যেতে চাই।

রমা। বাড়ীর সকলের হ'য়েই আমি ব'লছি—আমাদের কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই।

অমল। তা'হলে এই নোংরা অন্ধকার বস্তীর মধ্যে দিনের পর দিন উপোস করে শুকিয়ে মরতে চাও ?

রমা। আমরা কি করতে চাই, সে ভাবনা তোমার নয়। আর সে কথা জানবার অধিকারও তোমার নেই !

অমল। অধিকার নেই? কেন, আমার সংসারের ওপর আমার অধিকার থাকবে না কেন?

রমা। এক মাসে যে তিন হাজার টাকা উপায় করে, তার এই সংসার?

অমল। আমি তো চাই, এই নরক থেকে তোমাদের নিয়ে যেতে—

[চঞ্চল হয়ে ওঠে অমল। ধীর অথচ কঠোর রমা।]

রমা। আমাদের মত আরও অনেককে এই নরকে নামিয়ে এনে—

অমল। আমি আমার ঘরের কথা বলছি—

রমা। আমি আমাদের মত আরও অনেক ঘরের কথা জানাচ্ছি।

অমল। পরের ভাবনা করবার আমার দরকার নেই।

রমা। আমাদের আছে।

অমল। কিন্তু ব্যবসা করা কী অপরাধ ব'লতে পার?

[তিক্ত বিরক্ত অমল। অবিচলিত রমা।]

রমা। ডাকাতিও ব্যবসা—সেটা কি অপরাধ নয় ব'লতে চাও?

অমল। আমি বে-আইনী কিছু করিনি। টাকা দিয়ে জিনিস কিনে, বেশী লাভে—

রমা। হ্যাঁ! গায়ের জোরে কেড়ে নাওনি, টাকার জোরে ছিনিয়ে নিয়েছ। কিন্তু দুটোই সমান!

অমল। তুমি যদি বল, দিন আর রাত সমান, তাই মানতে হবে। যারা অন্ধ, তারা তাই বলে!

রমা। তাহলে অন্ধদের আলোর রাজত্বে নিয়ে যাবার চেষ্টা না করে নিজেই সেখানে বসে সোনারূপোর ঝলকানি দেখ গে— সময়টা ভাল কাটবে।

[দাওয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে অমল। পুরোনো ক্ষতের ওপর নূতন করে আঘাত করে রমা—যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তার চোখে মুখে।]

অমল। শোন রমা ! অচল আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকলে আজকাল না খেয়ে না প'রে, রোগে শোকে দুঃখে কষ্টে শেষ হয়ে যেতে হয়—

রমা তাই যাব।

[দাওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।]

অমল। আমি অনেক দেখেছি রমা। প্রথমে যারা আদর্শের কথা শোনায়, দর্শনের বড় বড় বুলি আউড়ে দারিদ্র্যের জয়গান করে, বক্তৃতা দেয়, কবিতা লেখে—বাস্তব জীবনে এসে নাড়ীতে যখন টান পড়ে, তখন তাদের সেই ভাবের ফোয়ারা বন্ধ হয়ে যায়।

রমা। বাস্তব জীবন মানে, তুমি শুধু জানো—চুরি করে মানুষ মেরে টাকা রোজগার—কেমন ?

অমল। আইন বাঁচিয়ে টাকা রোজগার কোন অন্যায় নয়। আর তাই যদি বল, চুরি না করে কেউ বড়লোক হয়নি—হয়না। কথাতেই আছে—Money is theft.

রমা। তোমার মুখ দিয়ে এতখানি সত্য বেরুবে, ভাবতেও পারিনি।

অমল। আজকের দুনিয়া সত্যধর্ম-ন্যায়নিষ্ঠা—এসব সাধু কথায় চলে না রমা।

রমা। তা বটে। ওগুলো আজকাল তোমাদের খুসীমত রূপোর চাকতির সঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। এরই নাম সভ্যতা।

রমা। হ্যাঁ ! টাকাই আজ সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। তোমাদের ওই নকল সভ্যতার গিঁটগুলো আলগা করতে পারে না বলেই ভদ্রলোকের ছেলেকে সিল্কের জামা পরতে গিয়ে পাওনাদারের হাতে মার খেতে হয়। মেকী ভদ্রতার বাঁদরামি

ছাড়তে না পেরে পেটে ক্ষিধে চেপেও সমাজে চলাফেরা করতে হয় দাঁত বের করে—

রমা। এসব অভিজ্ঞতা বই-এ ছেপে বের কোরো, কিছু পয়সা পাবে।

[দাওয়ার ওপর উঠে যেতে চায়। অমল তার দিকে এগিয়ে আসে।]

অমল। রমা আমার আসল কথার জবাব দিয়ে যাও।

রমা। তুমি এখান থেকে যেতে পার!

[রমা আর নিজেকে কঠোর রাখতে পারে না। তার স্বর কেঁপে ওঠে। অমলের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।]

অমল। তোমরা সবাই চলো আমার সঙ্গে—

রমা। আমি বলে দিয়েছি তা সম্ভব নয়।

অমল। কেন—কেন, সম্ভব নয়।

রমা। অসম্ভব বলেই সম্ভব নয়।

অমল। তাহলে দিনের পর দিন খেটে—এত টাকা আমি কি জন্যে উপার্জন করেছি, কাদের জন্যে রোজগার করেছি—এত টাকা আমার কি কাজে লাগবে বলতে পার?

রমা। টাকার বিনিময়ে নিজের সুখ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

অমল। শুধু নিজে সুখে থাকব বলে সেদিন আমি টাকার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম?

রমা। তাহলে পাগলামি করার জন্যে—

অমল। পাগলামি?

[স্তম্ভিত হ'য়ে যায় অমল। রমা তখন নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝে চ'লেছে। অমল তা দেখতে পায় না।]

রমা। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ, আমার জানা নেই।

অমল। তোমাদের জন্যে—সংসারের সবাইএর খাওয়া পরার জন্যে নয়?

রমা। না। লোকের মুখের গ্রাস তুলে এনে খাওয়াবার কথা কেউ তোমাকে বলে নি। এখন তুমি যেতে পার।

অমল। তোমরা আমার ওপর অবিচার করছ রমা।

[অমলের কণ্ঠ বেদনায় ভরা। রমা যেন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। দাওয়ার খুঁটিটা ধরে দাওয়ার একপাশে বসে পড়ে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকিয়ে রাখে।]

রমা। আমার আর কথা বলবার শক্তি নেই।

অমল। বাবা কুলীগিরি করতে যান, অশোক ত্রিশটা টাকার জন্যে গাধার মত খাটে; তুমি বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে ভুগে মরতে চলেছ। এ আমি কেমন করে দেখব?

রমা। দেখবার দরকার কি? এতদিন তো না দেখেই কেটে গিয়েছে।

অমল। না—না—ও আমি দেখতে পারব না রমা—দেখতে পারব না।

রমা। তুমি এখান থেকে যাও।

অমল। আমায় সবাই তোমরা ভুল বুঝছ। শোন—

রমা। না—না—আমি আর—আমি আর সইতে পারব না। তুমি যাও।

[খুঁটিটার ওপর মাথা রেখে কাঁদে। অমল এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হতাশাক্লিষ্ট করুণ কণ্ঠে বলে।]

অমল। বেশ! আমি যাচ্ছি।

[যাওয়ার কোন চেষ্টা নেই। আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে।]

অমল। তবু আমি তোমাদের সকলের পথ চেয়ে থাকব। যদি কোনদিন ক্ষমা করতে পার—জানিও।

[দ্রুত বেরিয়ে যায়। পোর্টফোলিওটা পড়ে থাকে। রমা মাথা তুলে করুণ চোখে পথের দিকে তাকায়। তারপর ক্লান্ত ভগ্নস্বরে ডাকে।]

রমা। বাবলু—বাবলু—

[বাবলু আসে। হাতে ছুরিখানা রয়েছে। ম্লান-মুখ।]

বাবলু। তুমি যদি কষ্ট পাও তো এটা নিয়ে নাও বৌদি। আমার দরকার নেই!

[সহসা বাবলুর হাতখানা চেপে ধরে রমা উঠে দাঁড়াতে চায়। বাবলু চমকে উঠে।]

রমা। বাবলু!

বাবলু। একি বৌদি! জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে! চল—চল, ঘরে চল!

[এমন সময় বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসে লতা। পরণে সাধারণ একখানা সাদা সাড়ী। সাজগোজের সেই আতিশয্য এখন আর চোখে পড়ে না। অনেক পরিবর্তন হয়েছে।]

লতা। বৌদি! বৌদি!

রমা। কে?

বাবলু। লতাদি!

রমা। ঠাকুরঝি!

[বাবলু ও রমা সাগ্রহে দরজার দিকে তাকায়। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে দুজনের মুখ। লতা ছুটে একেবারে রমার কাছে চলে আসে।]

লতা। আমি—আমি এসেছি বৌদি!

রমা। আলোটা নিয়ে আয় বাবলু!

[বাবলু তৎক্ষণাৎ ঘরের ভেতর চলে যায়।]

লতা। কেমন আছ বৌদি!

রমা। মরিনি এখনও। এতদিন কেমন করে ভুলেছিলে ঠাকুরঝি!

লতা। ভুলে কি থাকতে পারি বৌদি? সেখানে ব'সে যখনি বাড়ীর

কথা ভাবতাম, তখনই মনে হোত তোমাদের কাছে চলে আসি—

রমা। বাবার ওপর রাগ ক'রে কেন চলে গেলে ?

লতা। বাইরে যাওয়ার দরকার ছিল বৌদি। ঘরে বসে থাকলে বাইরের পৃথিবীকে চেনা যায় না। যাক সে কথা। সবার আগে ছোড়দাকে দরকার। ছোড়দা কোথায় বৌদি ?

রমা। ওখানে কে ?

[অন্ধকারে দরজার কাছে কাকে যেন দেখতে পায় রমা। লতা সেদিকে তাকায় না।]

লতা। ও আমার স্যুটকেস আর বেডিং। এই, ইধার লে আও!

বাবলু। এই যে আলো—

[এই সময় হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে আসে বাবলু। যে লোকটা এগিয়ে এসে বেডিং আর স্যুটকেশ মাথা থেকে ছুঁড়ে ফেলে—সে আর কেউ নয়—অবিনাশ। উঠোনের মাঝখানে সহসা যেন বজ্রপাত হয়। সকলে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব—নিস্পন্দ। রমা আর্তনাদ ক'রে দাওয়ার ওপর বসে পড়ে।]

রমা। একি করেছ ঠাকুরঝি—একি করেছ ?

লতা। বাবা !

বাবলু। জ্যাঠামশাই !

লতা। বাবা ! এ তুমি কি করেছ !

[ছুটে আসে অবিনাশের কাছে। চোখে মুখে কান্নার রুদ্ধ আবেগ। অবিনাশ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

অবিনাশ। মোট এনেছি মাইজী—আমার পয়সা !

লতা। আমি তোমায় চিনতে পারি নি বাবা—আমি চিনতে পারি নি ?

অবিনাশ। আমি কুলী—আমার পয়সা দাও—আমি চলে যাই !

লতা। তুমি যদি কুলী হও—আমি তো কুলীরই মেয়ে বাবা—
আমি তো কুলীরই মেয়ে—

[অবিনাশের পায়ের কাছে ব'সে কাঁদে। অবিনাশ কি করবে ভেবে পায় না। তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে কান্না—চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছে; কিন্তু সে তো কাঁদতে চায় না।]

অবিনাশ। কুলীর মেয়ে—কুলীর মেয়ে! দেখেছ-দেখেছ—পাগলী মেয়েটা কি বলছে? বলে কুলীর মেয়ে! আমার মেয়ের মোট আমি মাথায় করে এনেছি। এ কখনও হয়—এ কি হোতে পারে? হাঃ হাঃ হাঃ।

[চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হাসতে চায় অবিনাশ—প্রাণখুলে হাসতে চায়।]

তৃতীয় অঙ্ক

[পরের দিন।

সুবিনয়ের বাড়ীর সামনে বাগান। একেবারে পিছনের দিকে বাগানের ফটক। ফটকের বাইরে রাস্তা। ফটক খুলে বাগানের মধ্যে এলে বাঁদিকে পড়ে বাড়ীর ভেতরে যাবার দরজা! ডানদিকে সরু একটা পথ গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে গাছপালার আড়ালে। এটি বাগানের ভেতর দিয়ে খামার বাড়ীতে যাবার রাস্তা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। দূরে নির্মেঘ আকাশ জ্যোৎস্নায় ডুবে রয়েছে। বাগানের চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে চাঁদের আলো।

বাগানের ঠিক মাঝখানে দু'খানা বেতের চেয়ার। বাঁদিকের চেয়ারে অমল অর্ধশায়িত ক্লান্ত। ভগ্নোদ্যম লোকের মত মুখের ভাব। দূরে ফটকের কাছে রাস্তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সুবিনয়। একটু পরে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসে অমলের কাছে। নিঃশব্দে হাসে। ধারাল হাসি।]

সুবিনয়। আমার মনে হয়, হাতের কাজগুলো সেরে তুই কিছুদিন বাইরে ঘুরে আয়, অমল। একঘেয়েমিটাও কাটবে, আর কাজ করবার নতুন energy'ও ফিরে পাবি।

অমল। কি লাভ তাতে? কাজই যখন বন্ধ ক'রে দোব, ঠিক করেছি।

সুবিনয়। You mean, you'll stop your business,…

অমল। হ্যাঁ তাই!

সুবিনয়। এই সময়ে—When you have a chance to net a fortune?

অমল। Fortune! ওটা মানুষের অধীনে নয়।

সুবিনয়। একমাসে যে তিনহাজার টাকা রোজগার করে তার মুখে এরকম idle's philosophy শোভা পায় না!

অমল। টাকা!

[জোর করে হাসতে চায় অমল—তিক্ত হাসি। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে।]

অমল। আচ্ছা! পৃথিবীতে যার অর্থভাগ্য ভাল তাকেই সৌভাগ্যবান বলতে চাস?

সুবিনয়। Definitely! টাকায় কি না হয় বল? দাম দিতে পারলে জীবনে সব জিনিষ মেলে—

অমল। টাকার বদলে কিনতে পারিস মনের শান্তি!

সুবিনয়। পারি না?

অমল। আমি তো পারি নি!

সুবিনয়। তার কারণ—You are a sentimental fool!

[দূরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় সুবিনয়। বিষন্ন দৃষ্টিতে সামনের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে অমল।]

অমল। এ কথা আমাকে বলতে পারিস না সুবিনয়। গরীবের ছেলে—দুঃখকষ্টের সংসারে আমি মানুষ। জীবনে বড় একটা কিছুর স্বপ্ন দেখবার সময় কখনো পাই নি। ছোটবেলা থেকেই জেনেছি অভাব কাকে বলে; আর, বুঝেছি, এই অভাব থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় টাকা—

সুবিনয়। That's a right idea, no-doubt! কিন্তু চাকরী করে কে কবে মোটা bank-balance করেছে, বল?

[সুবিনয় অমলের দিকে ফিরে দাঁড়ায়।]

অমল। আমিও তাই ভাবতাম। অল্প মাইনে—বেশী এনে দিতে পারি না বলেই সংসারের অভিযোগ আর অশান্তির শেষ

নেই! এমন সময় হঠাৎ চাকরী গেল—বাড়ীতে তবুও জানাতে পারলাম না। দেনার পর দেনা করে পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির হয়ে উঠলাম—

[অধৈর্য হয়ে অমলের কাছে এগিয়ে আসে।]

সুবিনয়। Please stop your long autobiography! তারপরের ব্যাপার আমি সব জানি। আমার পরামর্শে ব্যবসায় নামলে—একমাসে হাজার তিনেক টাকা কামিয়ে দেনাপত্র সব শোধ হল! But why are you going to pack up now?

অমল। ভেবেছিলাম, টাকা দিয়ে সংসারে শান্তি আনতে পারব! কিন্তু দেখলাম—

সুবিনয়। কি দেখলে?

অমল। ভাগ্যের ওপর মানুষের হাত নেই।

[অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে সুবিনয়।]

সুবিনয়। ওঃ! Again you're talking a talk of idle brain!

অমল। আচ্ছা সুবিনয়! একমাস না খেয়ে, না ঘুমিয়ে গাধার মত খেটে টাকা রোজগার করেছি কাদের জন্যে?

অবিনয়। আমি জানি তোর নিজের জন্যে। তুই বলেছিলি সংসারের জন্যে—

অমল। তবে?

সুবিনয়। তবে আবার কি? যারা ইচ্ছে করে মরতে চায়, তাদের মরতে দাও! সেই মূর্খদের সঙ্গে নিজেকেও মরতে হবে—এটা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কথা নয়।

অমল। কাজে-ভরা জীবনের মাঝে যদি একটুখানি সান্ত্বনা—একটা শান্তির আশ্রয় না থাকে, সে জীবন তো অসহ্য হয়ে উঠবে।

[অমলের সামনে চেয়ারে বসে পড়ে সুবিনয়। তারপর অমলের দিকে একটু ঝুঁকে গম্ভীরভাবে বলে।]

সুবিনয়। দেখ্ অমল! ওসব কবি-সুলভ গালাগালি আমার ভাল লাগে না। হাতে এখন অনেকগুলো টাকার অর্ডার। এক weekএর মধ্যে সমস্ত supply দিতে হবে।

অমল। ওসব বিষয়ে থেকে আমি একে-বারে রেহাই চাই।

[অমল উঠে দাঁড়ায়। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। সুবিনয় দূর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করছিল। এখন অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কণ্ঠে সহানুভূতির সুর]

সুবিনয়। তোর কি হয়েছে বলতো? Have I done anything to incur your displeasure?

[অমলের কাঁধে হাত রাখতেই সে ফিরে তাকায়। মুখের ভাব দেখে মনে হয় তার ব্যবহারে সে অনুতপ্ত।]

অমল। না-না—আমার জন্যে তুই আপনার লোকের চেয়েও অনেক বেশী করেছিস। আমি কোনদিন তা ভুলবো না!

[হঠাৎ অধৈর্য হয়ে ওঠে]

অমল। এ জীবনের ওপর আমার আজ ঘৃণা জন্মে গেছে সুবিনয়।

সুবিনয়। এত ভয়ানক কিছু ঘটেছে বলে—আমার মনে হয় না। এসব তোর বাড়াবাড়ি।

অমল। তুই বুঝবি না। আমি টাকা উপায় করব, আর আমারই বাবা কুলিগিরি করতে যাবে,—স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মরবে একটা নোংরা কুলী-বস্তীর মধ্যে সবাই থাকবে—এ কি করে সম্ভব!

সুবিনয়। নিজেরাই যদি নিজেদের অবস্থা খারাপ করে রাখে, তুই কি করতে পারিস ? আমার টাকা কেউ নিলে না, অতএব ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম, কথাটা অতি ছেলে-মানুষের মত নয় কি ? Come on ! we should proceed !

অমল। না-না—আমি পারব না। আমার দ্বারা আর কোন কাজ হবে না।

[দূরে সরে যায়। সুবিনয়ের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর]

সুবিনয়। Then you put me into trouble.

অমল। কেন ?

সুবিনয়। তোরই ভরসায় আমি এতগুলো টাকার অর্ডার নিয়েছি। এখন তুই সরে দাঁড়িয়েছিস। এদিকে Contract মত সমস্ত জিনিষ ঠিক সময় যদি supply দিতে না পারি—loss তো হবেই, তার ওপর একগাদা টাকার খেসারত.........

অমল। বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই আর পারছি না। কাজ করার সমস্ত প্রেরণাই আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি।

[অসহায়ের দৃষ্টি তার চোখে। সুবিনয় তার কাছে আসে]

সুবিনয়। Listen ! Go to my room, and take one or two pegs brandy ? দেখবে প্রেরণা টেরণা সব ফিরে পেয়েছ।

অমল। না-না—ওসবে কিছু হবে না.........

সুবিনয়। খুব হবে। যা বলছি কর। ভোরের ট্রেনে তোকে মোহনপুর যেতে হবে। গাড়ী বোঝাই করে ওরা যদি রাত দশটায় start করে, কাল সকাল সাতটায় একেবারে আড়তে গিয়ে হাজির হবে। You must reach there before them !

অমল। কিন্তু সুবিনয়—

সুবিনয়। অমল, আর কোন কথা নয়। Go and take rest. Good night.

[সুবিনয় খামারবাড়ী যাওয়ার রাস্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অমল বাড়ীর ভেতর চলে আসে।]

সুবিনয়। বংশী—এই বংশী!

দূরাগত কণ্ঠ।—যাই হুজুর!

[সুবিনয় পায়চারি করতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত পরে বংশী খামারবাড়ীর পথ দিয়ে ছুটে আসে। জোয়ান—শক্তি সমর্থ চেহারা। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত।]

বংশী। হুজুর!

[সুবিনয় গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে। বংশীর দিকে ফিরে তাকায়—দ্রুত এগিয়ে আসে তার কাছে।]

সুবিনয়। কাজ ঠিক চ'লছে।

বংশী। হ্যাঁ হুজুর।

সুবিনয়। ক'খানা বস্তা বোঝাই হলো?

বংশী। তিনটা ভর্তি হ'য়েছে—আর একটা চ'ল্‌ছে!

[ঈষৎ চাপা কণ্ঠে দুজনে কথা বলে।]

সুবিনয়। বস্তার মুখগুলো ভাল করে সেলাই করেছ তো?

বংশী। সে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি যখন আছি তখন কোন গলদ হতে দেব না। বলি, একাজ তোমার পেরথম্ নয় গো—

[বংশী একটু হাসে। সুবিনয় ধমক দেয়।]

সুবিনয়। আচ্ছা, এখন কাজে যা—

[বংশী চলে যাচ্ছিল, সুবিনয় ডাকতে থেমে যায়।]

সুবিনয়। হ্যাঁ, দেখ। গাড়ী নিয়ে গাড়োয়ান এসেছে?

বংশী। কে বিশে? সে তো সাঁঝ না হোতে হোতে গাড়ী জুড়ে চলে এয়েছে—

সুবিনয়। ঠিক আছে।

[সুবিনয় এগোয় বাড়ীর ভেতর দিকে। চাপা গলায় ডাকে বংশী। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ায় সুবিনয়।]

বংশী। হুজুর।

সুবিনয়। কি?

বংশী। একটা কথা আছে।

বিনয়। বল?

[বংশীর কাছে চলে আসে। বংশী একবার চারিদিক চেয়ে দেখে]

বংশী। অশোক-বাবু গেরামের নোকদিগের নিয়ে ঘোট পাকাচ্ছে।

সুবিনয়। জানতে পেরেছ নাকি?

[সুবিনয়ের চোখদুটো দপ্ করে জ্বলে উঠে। কঠোর হয়ে ওঠে মুখের পেশীগুলো।]

বংশী। মনে হচ্ছে। ওরা গাড়ী আটক করার মতলব করছে—

সুবিনয়। গাড়ী আটকাবে?

বংশী। আমি থাকতে?

সুবিনয়। আমি থানায় জানিয়ে এসেছি। দরকার হলেই—

বংশী। দরকার নেই ওসব থানা-পুলিশে। বংশী বাদল রতনের হাতে লাঠি ঘুরলি পিঁপড়েও সামনে এগুতে ভয়বে।

[বংশীর চোখের দিকে সুবিনয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ধীর কঠোর-কণ্ঠে সে ডাকে।]

সুবিনয়। বংশী!

বংশী। হুজুর।

সুবিনয়। কোন ভয় নেই তোর—

বংশী। ভয়? এই হাতের লাঠি অনেকগুলো মাথা নেছে। সাত সাতবার জেলে ঘুরে এসেছি। ভয়টয় বংশীর জানা নেই হুজুর—

[ফটক খোলার শব্দে চমকে ওঠে সুবিনয়।]

সুবিনয়। চুপ! এখন যা!

[বংশী দ্রুত বেরিয়ে যায়। সুবিনয় এগোয় ফটকের দিকে। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে লতা। হাতে অমলের ফেলে আসা পোর্টফোলিও।]

সুবিনয়। এই যে লতা। এসো, ভেতরে এসো। বাড়ী এলে কবে?

লতা। কাল সন্ধ্যেবেলা।

[দুজনে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে।]

সুবিনয়। মামাবাবুকে কেমন লাগলো?

লতা। খুব সোজা লোক নন?

সুবিনয়। কথাটা ঠিক বুঝলাম না তো।

লতা। একটু বাঁকা ক'রে ব'লেছি।। বুঝতে সময় লাগবে।

সুবিনয়। হুঁ!

[ভুরু কুঁচকে মাথাটা একবার দোলায়।]

সুবিনয়। তারপর তোমাদের কাজ কিরকম এগিয়ে চলেছে?

লতা। ওঃ, একেবারে চুটিয়ে ব্যবসা চলেছে!

সুবিনয়। ব্যবসা! What do you mean?

লতা। সাধুতার ব্যবসা!

সুবিনয়। মামাবাবুর মত অতবড় একজন লোককে নিয়ে ঠাট্টা করছ? He is your boss!

লতা। এখন আর নেই! আমি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি?

[এক মুহূর্ত নির্বাক বিস্ময়ে লতার দিকে চেয়ে থাকে সুবিনয়। ধীরে ধীরে তার ওপর ফুটে ওঠে গাম্ভীর্য।]

সুবিনয়। চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছ!

লতা। তোমার মামাবাবুর মত অত বেশী ভাললোকের কাছে কাজ করা পোষাল না?

সুবিনয়। মানে?

লতা। বাঁকা কথা বুঝতে দেরী লাগে আগেই বলেছি।

সুবিনয়। অমন চাকরীটা তো ছেড়ে দিয়ে এলে! তারপর করবে কি? সংসারের অবস্থা তো দেখছ।

লতা। অন্য আর একটার চেষ্টা দেখতে হবে! সে কথা যাক! আমি বড়দার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই!

সুবিনয়। কি দরকার?

লতা। সেটা তোমাকে বললেই যদি চলবে, তাহলে বড়দার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি কেন?

সুবিনয়। Confidential?

লতা। পারিবারিক!

[গম্ভীর-ভাবে জবাব দেয় লতা।]

সুবিনয়। পরিবার থেকে তো বড়দাকে বাদ দিয়েছ···

লতা। ওটা তোমার অনধিকার চর্চা!

সুবিনয়। বড়দা যদি দেখা করতে রাজী না হন?

লতা। তাঁর কথা তাঁর মুখ থেকে শুনেই চলে যাব!

সুবিনয়। দেখা করার সুবিধে যদি না হয়—

লতা। তার মানে, তুমি দেখা করতে দেবে না?

[সুবিনয় যেন এক নিমেষে ভালমানুষ হয়ে ওঠে।]

সুবিনয়। আহা! আমি কেন দেব না?

লতা। তোমার ইচ্ছে হলে, তা পারো। বাড়ীর মালিক তুমি—

সুবিনয়। তোমার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, আমি তাতে বাধা দেব কেন?

লতা। তোমার উদারতার জন্যে ধন্যবাদ! এখন বড়দাকে খবর পাঠালে ভাল হয়!

[সুবিনয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লতাকে বিদ্ধ করতে চায়।]

সুবিনয়। এক মাস হাওয়া বদলে তোমার চালচলন অনেক বদলেছে, দেখছি!

লতা। সোজা কথা বলার বদ অভ্যেসটা গেছে—

সুবিনয়। বাঁকা কথা বলার ষ্টাইলটা বেশ রপ্ত হয়েছে!

লতা। স্পষ্ট কথাই ভাল লাগে নাকি তোমার······

সুবিনয়। না! এই ভাল লাগছে······

লতা। কি?

সুবিনয়। বাগানে, চাঁদের আলোতে তোমার মুখে কাটাকাটা বুলি—

লতা। বাঃ মামাবাবুর সঙ্গে তোমার মিল আছে দেখছি!

সুবিনয়। মামাবাবুর সঙ্গে আমার—

লতা। হ্যাঁ! তিনি চাঁদের আলোতে বসে গল্প শুনতে ভারি পছন্দ করেন!

সুবিনয়। How dare you say so!

[হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে সুবিনয়। লতা তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে।]

লতা। দেখেছ! সোজা কথা শোনালেই লোকে চটে যায়।

সুবিনয়। মামাবাবুর সম্বন্ধে এরকম কথা ব'লতে তোমার সাহস হয়?

লতা। কেন হবে না? মিথ্যে কিছু বলি নি!

সুবিনয়। মিথ্যে নয়? প্রমাণ দিতে পারবে!

লতা। সময় হ'লে নিশ্চয় দেব।

সুবিনয়। সময় কেন? এখুনি—এখানে—

লতা। তাহলে চাঁদের আলোতে আমার মুখে একটা গল্প শোনা যায়, কি বল? চমৎকার মতলব!

[লতার কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ—মুখে বিদ্রুপের হাসি। সুবিনয়ের আপাদ মস্তক জ্বলছে।]

সুবিনয়। Lier! সত্যনিষ্ঠার অভাবের জন্তই মামাবাবু তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

লতা। তোমার মামার মুখেও প্রায়ই লেগে থাকে ওই সত্যনিষ্ঠা কথাটা। চমৎকার! মামা ভাগ্নে হুবহু মিল!

সুবিনয়। লতা! You're going to far!

[দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুবিনয়। হঠাৎ সে লতার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। রাগে গর্জে ওঠে। লতা চেয়ারে বসে।]

লতা। বেশ, আর আমি যেতে চাই না। এই বসলুম—

[টেবিলের ওপর পোর্টফোলিও রাখে।]

লতা। তুমি তাহলে চট করে দাদাকে খবরটা পাঠিয়ে দাও।

সুবিনয়। ওটা অমলের পোর্টফোলিও?

লতা। হ্যাঁ। কাল আমাদের বাড়ীতে ভুলে ফেলে এসেছিল।

সুবিনয়। ওটা ইচ্ছে করেই অমল রেখে এসেছিল। ওতে টাকা আছে।

লতা। সেই জন্যেই তো বৌদি জোর করে আমাকে ফেরত দিতে পাঠালে!

সুবিনয়। বৌদি টাকা নিতে চান না?

লতা। নইলে ফেরত পাঠাবেন কেন?

সুবিনয়। স্বামীর উপার্জিত টাকা নিতে তাঁর মর্যাদায় বাধে নাকি?

লতা। বোধহয় তাই। মর্যাদাবোধ রোগটা, সকলেরই গেছে। একমাত্র বৌদিরই মাথায় এখনও জুড়ে বসে আছে।

সুবিনয়। এই টাকা নিলে তাঁর সম্মানে আঘাত লাগবেই বা কেন?

লতা। বৌদির মতে, টাকাগুলো অসৎ উপায়ে এসেছে, মানে ব্ল্যাকমার্কেটিংএ—

সুবিনয়। টাকার গায়ে তার ছাপ মারা আছে নাকি?

লতা। তা কি আর থাকে? তাহলে তো লোক চিনে ফেলত।

[সুবিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে! চমকে ওঠে সুবিনয়।]

সুবিনয়। What!

[লতা উঠে দাঁড়ায়। সুবিনয়ের ক্রুদ্ধদৃষ্টি লতার দিকে নিবদ্ধ।]

লতা। আমি ভেতরে যাই—

সুবিনয়। না!—বাড়ীর ভেতরে তুমি যাবে না।

লতা। বড়দার সঙ্গে দেখা করতে পারব না?

সুবিনয়। না!

লতা। তুমি দেখা করতে দেবে না।

সুবিনয়। ঠিক তাই।

লতা। তাহলে এখানেই আমাকে বড়দার জন্যে অপেক্ষা ক'রতে হয়!

সুবিনয়। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? Morning পর্যন্ত?

লতা। অগত্যা! দেখা না করে তো যেতে পারিনা। আপত্তি থাকে বাগানের বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই—

[ধীরে ধীরে লতার দিকে এগিয়ে যায় সুবিনয়।]

সুবিনয়। কেন? এখানে চাঁদের আলোতে বসে রাতটা তো বেশ ভালই কাটানো যাবে!

[সুবিনয় এসে একেবারে লতার পাশে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তড়িত গতিতে লতা সুবিনয়ের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। চোখ মুখ রক্তবর্ণ। রাগে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। তাকে দেখে মনে হয় একটা প্রচণ্ড আঘাত হানতে সে প্রস্তুত।]

লতা। You vulgar!

[একমুহূর্তের জন্যে সুবিনয় স্তম্ভিত। পরক্ষণেই সশব্দে হেসে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ তার হাসি থেমে যায়। বাড়ীর ভেতর থেকে এসে দাঁড়িয়েছে রামসিং।]

রামসিং। হুজুর।

সুবিনয়। কি চাই!

রামসিং। বাবু মাইজি কো অন্দর বোলায়া হ্যায়—

সুবিনয়। হুঁ! তোমার বড়দা তোমায় ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

[লতা যাবার জন্যে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সুবিনয় তার দিকে চেয়ে একটু হাসে।]

সুবিনয়। Yes, you may go in!

[লতা এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে ; তুলে নিতে যায় পোর্টফোলিওটা ।]

সুবিনয়। আহা, ওটা থাক— আজিই অমলকে দিতে পারব।

লতা। ধন্যবাদ !

[বাড়ীর ভেতর দ্রুতপদে চলে যায় লতা। তার পিছনে যায় রামসিং। সুবিনয় সেদিকে চেয়ে নিজের মনে হেসে ওঠে ! খামার বাড়ীর পথ দিয়ে বংশী ছুটে আসে।]

বংশী। হুজুর।

সুবিনয়। কি খবর ?

বংশী। ওরা দল বেঁধে খামারবাড়ীর দিকে ছুটে আসছে।

সুবিনয়। দল বেঁধে আসছে !

[বংশীর কাছে ছুটে আসে সুবিনয়। চোখ দুটো তার মশালের মত জ্বলে ওঠে।]

বংশী। আপনি হুকুম দেন হুজুর !

সুবিনয়। আবার হুকুম কিসের। রতন গাড়ীর কাছে থাকে। তুই আর বাদল এগিয়ে যা—

বংশী। আচ্ছা।—

[দ্রুত চলে যায় বংশী। চীৎকার করে বলে সুবিনয়।]

সুবিনয়। গাড়ী বোঝাই ক'রতে বল—

বাইরে থেকে।

বংশী। আচ্ছা !—

[খামার বাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুবিনয়। সেখান থেকে কয়েক জন লোকের গলা ভেসে আসে।]

বাইরে থেকে :—

বংশী। তোরা সব গাড়ী বোঝাই কর। এই বিশে—

বিশু। কি বলছ—

বংশী। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে ! গাড়ী ঠিক কর। রত্না !

রতন। ঠিক আছি !

বংশী। তুই গাড়ীর কাছে থাক। বাদ্লা আমার সঙ্গে আয়—

বাদল। যাচ্ছি। তুমি এগোও।

[সুবিনয় কি ভেবে হঠাৎ বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকার থেকে কে একজন তার সামনে ছুটে আসে। সভয়ে চীৎকার করে ওঠে সুবিনয়।]

সুবিনয়। কে !!

বাবলু। চিনতে পারছেন না ? আপনাদের বাড়ীর ঝিএর ভাই !

সুবিনয়। বাবলু !

বাবলু। ওটা আমারই নাম !

সুবিনয়। এখানে—···

বাবলু। এলুম কি ক'রে ? পাঁচিল টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছি !

সুবিনয়। পাঁচিল টপকে !

বাবলু। ফটক দিয়ে এলে তো ঢুকতে পেতাম না তাই—

[অত্যন্ত সহজভাবে বলে যায় বাবলু। কণ্ঠে তরল পরিহাসের সুর। রেগে ওঠে সুবিনয়।]

সুবিনয়। কি করতে এসেছ ?

বাবলু। আপনার কাছে অন্নবস্ত্র-সঙ্কট সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে—

সুবিনয়। হুঁ। ভাল চাও তো চলে যাও।

বাবলু। ভাল ? ভাল চাইলে কি কেউ এত রাত্রে পাঁচিল টপকায় ?

সুবিনয়। এখনি এখান থেকে না বেরুলে—

বাবলু। দরওয়ান ডাকবেন। তাহলে আমার মতন ছেলেকে ভয় করেন, দেখছি ! কিন্তু আমার মতন ছেলে গাঁয়ে অনেক আছে।

সুবিনয়। এখান থেকে যাবে কিনা জানতে চাই !

বাবলু। আপনার গলার সেই মিষ্টি বুলি আজকাল হারিয়ে গেছে ? যে গলায় দেশ সেবার বড় বড় নজির শুনিয়ে গাঁয়ের লোকের প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে দিতেন—

সুবিনয়। বাবলু !—

[চেঁচিয়ে ওঠে সুবিনয়। মুহূর্তে বাবলুর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে। চোখ দুটো তার চকচক করতে থাকে।]

বাবলু। সুবিনয়দা! এত রাত্রে আপনার মত একজন মহৎ লোকের যখন বাড়ী চড়াও হয়েছি তখন আপনি কি করতে পারেন বা না পারেন—তা আর ভেবে দেখি নি মনে করেন? কিন্তু আজ আমি মরিয়া—

সুবিনয়। বটে!

[সবেগে বাবলুর দিকে এগিয়ে যায়। বিদ্যুৎগতিতে বাবলু পকেট থেকে বের করে ছুরি। পিছিয়ে আসে সুবিনয়]

বাবলু। খবরদার! এক পা সরবেন না!

সুবিনয়। ছুরি!

বাবলু। হ্যাঁ। তবে আপনার ছোরার মত অত ধারাল নয়।

সুবিনয়। আ-আমার ছোরা—

বাবলু। গুপ্ত-ছোরা! চোখে দেখা যায় না, অথচ হাজারে হাজারে লোক খুন হয়ে যায়!

সুবিনয়। আ-আ-আমি খুন করেছি!

বাবালু। শুধু আমার দিদিকে নয়, গাঁয়ের সমস্ত গরীবের প্রাণ নিয়েছেন আপনি—তাদের খাবার ভাত, পরবার কাপড়, তাদের বাঁচবার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের মেরেছেন।

[সুবিনয়ের শঙ্কিত চোখ দুটি ছুরিখানার দিকে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে এদিক, ওদিক তাকায়। পালাবার পথ খোঁজে।]

সুবিনয়। ভুল—বাবলু, ভুল—

বাবলু। চুপ করুন! ওসব যুক্তিতর্ক দেখাবেন গাঁয়ের আর সব লোককে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করি—

সুবিনয়। তা জানি বলেই তো আমার কথা তোমায় শুনতে বলছি বিবেচনা করে দেখ—

বাবলু। রাখুন ! ওসব মন ভোলাবার প্যাঁচ। গাঁয়ের একটি ঘরেও একদানা চাল নেই। আপনার খামার বাড়ীতে এতরাত্রে গাড়ী বোঝাই হচ্ছে কি করতে জবাব দিন—

[এক পা সামনে এগিয়ে আসে। সুবিনয় পিছিয়ে যায়। কি বলবে, সে ঠিক করে উঠতে পারে না।]

সুবিনয়। ওটা মানে—মানে—

বাবলু। মধুবাবুকে,গাঁয়ের আর সব বড়লোকদের আপনি কাপড় বিক্রী ক'রছেন, আর গরীব মেয়েদের গলায় দড়ি দিতে হয় কেন ?

সুবিনয়। শোন বলছি—

[বাবলু আবার এগোয়, সুবিনয় পেছু হাঁটে আর চারিদিকে তাকায়।]

বাবলু। আপনি গ্রামের প্রেসিডেণ্ট। আপনার বাড়ীতে চাল আর কাপড় জমা হ'য়ে পড়ে থাকে, আর আমাদের দিন-দিন তিলে তিলে মরতে হয়—

সুবিনয়। তার জন্যে কে দায়ী—

[শেষে অধৈর্য হয়ে ওঠে সুবিনয়। বাঘের মত গর্জন করে লাফিয়ে পড়তে চায় বাবলুর ওপর। ছুরি সমেত বাবলুর হাতখানা ধরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাবলু একপা পিছিয়ে যায়। পরমুহূর্তে ছুরিখানা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে সবেগে সুবিনয়ের দিকে ছুটে যায়। ঠিক এমন সময় বাগানের ফটকের কাছে আসে অশোক।]

বাবলু। আস্তে ! চেঁচালে আওয়াজ একেবারে বন্ধ করে দোব—

অশোক। বাবলু ! বাবলু !

[অশোকের ডাকে বাবলু চমকে ওঠে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ঘরের দিকে। ফটক খুলে অশোক ছুটে ভিতরে আসে। সুবিনয় মুহূর্তের মধ্যে বাড়ীরভেতরে চলে যায়।]

অশোক। বাবলু ! এসব কি হচ্ছে !

বাবলু। যাই হোক ! তোমার তাতে কি ?

অশোক। আমি জানতে চাই, ছুরি নিয়ে তুমি এখানে কি করতে এসেছ ?

বাবলু। আর একটু সরে এলেই দেখতে পেতে—

[চরম অবাধ্যতা তার আচরণে।]

অশোক। হুঁ! দেখি ছুরিখানা—

বাবলু। না!

[প্রবল বেগে অশোকের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় বাবলু। পিছনে দুইহাতে চেপে ধরে ছুরিখানা]

অশোক। বাবলু! ছুরিখানা আমায় দাও!

[জোর করে হাতে মোচড় দিয়ে ছুরিখানা কেড়ে নেয়। দারুণ ক্ষোভে চিৎকার করে ওঠে বাবলু।]

বাবলু। কেন—কেন—আমি দোব? কেন আমি পারব না, আমার শত্রুকে সাজা দিতে? তুমি বাধা দেবার কে?

অশোক। ভুল পথে গেলে সবাই তোমায় বাধা দেবে।

বাবলু। যারা আমাদের না খেতে দিয়ে যাবে, যারা আমাদের মা-বোনের পরনের কাপড় কেড়ে নিয়ে ফাঁসি দেয়, তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া ভুল!

অশোক। ছুরি-লাঠি নিয়ে ছুটে এসে গোলমাল ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না।

[দূরে ছুরিখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।]

বাবলু। তোমাদের মিছিল, জনসভা—আর গরম লেকচারেই সব হবে—

অশোক। তোমার মাথার ঠিক নেই। এখান থেকে চলে এস!

বাবলু। না। আমি যাব না।

অশোক। বাবলু! আমার হুকুম—

বাবলু। আমি কারো হুকুম মানি না।

অশোক। বাবলু!

[অধৈর্য হয়ে ওঠে। কঠিন স্বরে ধমক দেয়। বাবলু সক্ষোভে চিৎকার করে ওঠে।]

বাবলু। তোমার বাপ তো না খেয়ে মরেনি—তোমার মা খিদের জ্বালায় তোমায় ফেলে তো পালিয়ে যায় নি—তোমার কেউতো গলায় দড়ি দেয় নি! তুমি কি বুঝবে, আমার বুকের জ্বালা—

অশোক। আমি এখানে তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা।

বাবলু। কারণ—শোনবার মত প্রাণ তোমার নেই। তুমি ভণ্ড—গরম গরম লেকচার দিয়ে নাম কিনতে চাও—লোক ক্ষেপিয়ে লীডার হতে চাও…

[হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে অশোক বাবলুর গালে চড় মারে। এক মুহূর্ত দুজনে নীরব—পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিন্তু তারপর অসহ্য বেদনায় অশোক মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

বাবলু। আমায় মারলে অশোকদা!

[মাটির দিকে চেয়েছিল অশোক। ধীরে ধীরে মাথা তোলে—নিজেকে শক্ত করতে চায়। কিন্তু তার গলা কাঁপে—চোখ দুটো হয়ে ওঠে সজল।]

অশোক। আমি তোকে মেরেছি। তুই কি ভাবিস? আমি বুঝি মানুষ নই? আমার বুঝি সহ্যের সীমা নেই?

বাবলু। অশোকদা! আমি…

[বাবলুর চোখে মুখে রুদ্ধ কান্নার আবেগ। সে এগিয়ে আসে অশোকের দিকে।]

অশোক। একা তোরই যত কষ্ট? আর আমি বুঝি সুখে আছি। আমার বাবা পাগল, বৌদি মরতে চলেছে। আমি বুঝতে পারব না তোর বুকের জ্বালা…

বাবলু। আমি…আমি ভুল করেছি অশোকদা। আমায় তুমি মারো…আরও মারো…আরো মারো…

[সহসা অশোকের হাত দুটো টেনে নিয়ে তার মধ্যে মুখ রেখে বাবলু কেঁদে ওঠে। অশোক দুহাতে তার মাথাটা সোজা করে ধরে।]

অশোক। শোন্! এখন কাঁদবার সময় নয়। কাজের সময়। তুই

এখানে এসব করলে আমাদের সবার চেষ্টা বা গোলমাল হয়ে যাবে। ওই দেখ···গাঁয়ের সবাই এসেছে চালের গাড়ী আটক করতে, তুই তাদের থেকে দূরে সরে থাকবি ?

বাবলু। আমি যাব · আমি যাব অশোকদা !

[ফটকের দিকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় বাবলু। অশোক তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু ফটক খুলে বেরোবার আগেই, বাড়ীর দরজার কাছে ·এসে দাঁড়ায় সুবিনয়। বজ্রকণ্ঠে সে ডাকে]

সুবিনয়। দাঁড়াও !

[দুজনেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ায়। কঠিন—অকম্পিত-স্বরে বাবলুকে বলে অশোক।]

অশোক। বাবলু ! পিছনে তাকাতে হবে না। কারো হুমকী আমাদের রুখতে পারবে না।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। সুবিনয় ফটকের কাছে আসে। নিষ্ফল আক্রোশে দু-একবার পায়চারি করে। তারপর আবার বাড়ীর ভেতর যেতে গিয়ে দরজার কাছে লতাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।]

সুবিনয়। এই যে লতা ; তোমায় একটা কথা বলতে পারি।

লতা। স্বচ্ছন্দে—

সুবিনয়। অশোক গাঁয়ের লোককে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে ! তাতে সে নিজের অমংগলই ডেকে আনছে !

লতা। তোমার বিরুদ্ধে যাওয়ার অমঙ্গল কি আর সে ভেবে দেখে নি, কিন্তু মিষ্টি কথায় যারা ভোলে না—চোখ রাঙানীকে তারা কি ভয় পাবে ?

সুবিনয়। একবার তাকে মনে করিয়ে দিও—এরজন্যে সে এমন শাস্তি পাবে, সারা-জীবনেও তা ভুলতে পারবে না !

লতা। তাতে তোমার আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে। গাঁয়ের লোক তোমায় আরও ভাল করে চিনবে !

সুবিনয়। কী বলতে চাও তুমি—

লতা। আমি যা বলতে চাই, তুমি ভাল করেই তা জান। কিন্তু তোমার মন ভোলোনা দেশ-প্রেমের মেকী বুলিতে গাঁয়ের লোক আর ভুলবে না। তোমার নোংরা মনটার খবর তারা পেয়ে গেছে।

সুবিনয়। লতা!

লতা। আমাকে শাসিও না। আমিও জেনেছি, তোমরা কত বড় মহৎ লোক—তুমি আর তোমার সেই ঋষিতুল্য মামা—

[ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে সুবিনয়ের মুখ।]

সুবিনয়। দেখ লতা, যারা নিজেরা ভাল নয়, ভালকে তারা কখনই সইতে পারে না।

লতা। তাতো বটেই; তোমার মামাবাবু তাঁর স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস লীলাদিকেও তাই সইতে পারে নি। স্বামীকে টি. বি. হস্‌পিটালে ফেলে বেচারী ক'লকাতা থেকে এসেছিল মাষ্টারী করতে…মাত্র একশটি টাকার জন্যে। কিন্তু স্কুলে হঠাৎ একদিন তার কলঙ্ক উঠল—চাকরী থেকে সে বরখাস্ত হলো। কারণ মনিবের কাছে মর্যাদাকে সে খোয়াতে চায় নি—এই তার অপরাধ।

সুবিনয়। ছিঃ ছিঃ, মামাবাবুর নামে এমন জঘন্য মিথ্যে বলতে তোমার লজ্জা হয় না।

লতা। নির্লজ্জ হতে পারি নি বলেই তো চাকরী ছেড়েছি। লীলাদির কাছে তোমার সাধু মামার লেখা গোপন চিঠিখানা,—যাবার সময় আমায় লীলাদি দিয়ে গিয়েছিল। মামার আসল রূপ তাতে ফুটে আছে! স্বচক্ষে সে রূপ দেখতে চাও তো দেখাতে পারি।—

সুবিনয়। অনেক কাণ্ড ক'রেছ দেখছি!

লতা। কাণ্ড সেখানেই একটা বাধাতাম।—কিন্তু লীলাদির বারণ ছিল বলে কোন গোলমাল না করে নিঃশব্দে সরে এসেছি!—

সুবিনয়। সত্যি কথা বল—সরিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের মত মেয়েদের দিয়ে কোন সৎ প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

লতা। হ্যাঁ—যেখানে অন্ততঃ তোমাদের মত মহৎ লোকের বাস। তবে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা আজ মিথ্যে। গাঁয়ের লোকের কাছে আজ ধরা পড়ে গেছ!

সুবিনয়। কাদের কাছে ধরা পড়েছি? তোমাদের মতন কতকগুলো পিঁপড়ের কাছে। একটা আঙ্গুলের টিপ্ নিতেই তাদের আমি শেষ ক'রতে পারি।

লতা। এত ক্ষমতা নিয়েও অত অস্থির হয়ে উঠলে কেন? ছোট ছোট পিঁপড়ে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে একসঙ্গে হুল ফোটায়—তার যন্ত্রণায় যে তুমি এখন থেকেই ছট-ফটিয়ে মরছ।

[লতা ফটকের দিকে এগোয়। বাইরে গোলমাল ওঠে।]

সুবিনয়। অত লাফাতে লাফাতে চল্লে কোথায়?

লতা। তোমার খামার বাড়ীতে—সেখানে আমার মত পিঁপড়েরা এসে জমায়েত হয়েছে।

[সুবিনয় ছুটে আসে লতার কাছে।]

সুবিনয়। লতা! তুমি ওদের সঙ্গে হৈ চৈ হাঙ্গামার মধ্যে যেও না। You'll die like a street dog.

লতা। তা না হ'লে তোমার গাড়ীর চাকা থামিয়ে রাখব কি করে?

[লতা ফটক খুলে বেরিয়ে যায়। সুবিনয় নিষ্ফল আক্রোশে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কি ভাবে। বাইরে থেকে কয়েকজন লোকের কণ্ঠ ভেসে আসে। দূরাগত কণ্ঠ।]

বাইরে থেকে —

বংশী। খবরদার রঘু! এখানে গোলমাল করো না—এখান থেকে চলে যাও!

রঘু। তোর মনিবকে ডাক বংশী। তোর সঙ্গে আমাদের কোন কথা নেই!

বংশী। এত রাতে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় এখন নয়। যাও—সকালে এস! এখন চলে যাও—

রঘু। না! কেউ যাবে না—কেউ যাবে না।

সকলে। না—না—যাব না। আমরা যাব না।

রঘু। আমাদের কথার জবাব না পেলে আমরা কেউ এক পা নড়ব না।

বংশী। ভাল হবে না রঘু।

রঘু। ভাল চাই না—গাড়ী আটকাতে চাই।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গাড়ী যেতে দোব না।

বংশী। আমি বারবার বলছি রঘু! একটা খুন খারাপি হয়ে যাবে।

রঘু। যা ইচ্ছে তোদের করতে পারিস। আমাদের এক কথা—

বংশী। রতনা—লাগা—দু'চার ঘা—লাগা—

সকলে। আমরা যাবনা। আমরা গাড়ী যেতে দোব না।

[বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে আসে অমল।]

অমল। একি হুকুম ক'রেছিস্ সুবিনয়। খামারবাড়ীতে বংশী গাঁয়ের সবাইএর ওপর বেপরোয়া লাঠি চালাচ্ছে!

সুবিনয়। না, চালাবে না? ডাকাতি—লুঠ—এসব বন্ধ করতে লাঠি-সড়্কী সব চল্‌বে। আমি যা করেছি—ঠিক করেছি। তুই বাড়ীর ভেতর বসে থাক।

অমল। এসব ব্যাপার দেখে কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে? তুই লাঠি থামাতে হুকুম দে!

সুবিনয়। Never! যতক্ষণ ওরা যাবে—ততক্ষণ লাঠি চলবে—

অমল। চলবে? Don't be so cruel! নিরীহ কতকগুলো এই ভাবে অত্যাচার—জুলুম—

সুবিনয়। ছোট ভাইএর মত তোরও যে গাঁয়ের লোকের ওপর দরদ উথলে উঠল! ছোট বোন এসে দাদার বুকে মানব-প্রেম injeet করে দিয়ে গেল নাকি?

[তীব্র শ্লেষ সুবিনয়ের কণ্ঠস্বরে। কঠোর হয়ে ওঠে অমল।]

অমল। নির্দোষ কতগুলো ছেলেমেয়ে—বুড়োর ওপর এমন অন্যায় জুলুম কোন মানুষই সইতে পারে না।

সুবিনয়। না পারো তো কি করবে, শুনি।

অমল। তুমি যদি এখনও এ জুলুম চালাও আমি থানায় যেতে বাধ্য হব।

সুবিনয়। তাতে কিছুই লাভ হবে না। কারণ, এরকম ডাকাতি যে হবে, আমি আগেই জানতাম।

অমল। তোমার নামে কেস লেখাবার যথেষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে।

[সুবিনয় সভয়ে ছুটে এলো অমলের কাছে।]

সুবিনয়। তাতে নিজেও জড়িয়ে পড়বে।

অমল। বে-আইনী কাজ যখন করেছি তখন শাস্তি নিতে ভয় পাইনা।

সুবিনয়। দশ বছর ঘানি ঘোরাতে হবে মনে রেখো।

অমল। আমি জানতে চাই, তুমি লাঠি থামাতে হুকুম দেবে কি না!

সুবিনয়। No—never!

অমল। বেশ, যাতে বন্ধ হয়, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

[বাড়ীর ভেতর দিকে এগোয় অমল।]

সুবিনয়। দাঁড়াও। যাচ্ছ কোথায়?

[অমল সবিস্ময়ে সুবিনয়ের দিকে তাকায়। সুবিনয়ের চোখে মুখে ক্রূর হাসি।]

অমল। আমি একবার বাড়ীর ভেতরে যেতে চাই।

সুবিনয়। কার বাড়ীর ভেতর যাবে?

অমল। আমার কাগজপত্রগুলো—

সুবিনয়। তোমার কাগজপত্র? How funny! তোমার যা কিছু, সবই তো এই বন্ধুর দান। এমন কি তোমার পরণের ওই জামা কাপড়টি পর্যন্ত—

অমল। আমি নিজের পরিশ্রমে কিছুই উপার্জন করিনি বলতে চাও?

সুবিনয়। নিজের পরিশ্রমে? একমাসে তিন হাজার টাকা রোজগার করবার যোগ্যতা তোমার আছে?

অমল। তাহলে আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো আমি পেতে পারি না।

সুবিনয়। তোমার বলে এ বাড়ীতে কিছু নেই।

অমল। আছে কিনা—আমি দেখতে চাই!

সুবিনয়। রামসিং!

[অমল বাড়ীর ভেতর দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। দরজার কাছে রামসিং এসে দাঁড়িয়েছে।]

অমল। এ অত্যন্ত অন্যায় জুলুম সুবিনয়। আমি তোমার এ ব্যবহারের সঙ্গে কোনদিন পরিচিত ছিলাম না।

সুবিনয়। এ পরিচয় দিতে আমারও ইচ্ছে ছিল না। তুমি আমায় বাধ্য করেছ।

[নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে অমল।]

অমল। এমন ভাবে আমি তোমায় কিছুতেই বাঁচতে দেব না। দারোগার কাছে তোমার সমস্ত গোপন কারবারের কথা ফাঁস করে দেব। I must go in—

সুবিনয়। রামসিং! ইয়ে আদমীকো বাহার নিকাল দেও!

[রামসিং এগোবার আগেই অমল টেবিলের কাছে ছুটে এসে পোর্ট-ফোলিওটা তুলে নেয়।]

অমল। আমার ব্যাগটা—আমার ব্যাগটা আমি নিয়ে যাব।

সুবিনয়। খাড়া হোকে কেয়া দেখতা হ্যায়? হাত সে ছিন্ লেও।

[রামসিং অমলের হাত থেকে ব্যাগটা নেয়। অমল নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সুবিনয়ের দিকে।]

সুবিনয়। জোর সে বাহার নিকালো—

অমল। আশ্চর্য!

সুবিনয়। লাথি সে নিকালো কুত্তাকো—

[রামসিং শুধু অমলের দিকে একবার এগোয়। তারপর দাঁড়িয়ে থাকে। অপমানের তীব্র জ্বালা অমলের চোখে মুখে।]

অমল। বেশ! কিন্তু মনে রেখো সুবিনয়—মানুষের ওপর এমন অত্যাচার করে তুমি পার পাবে না। কখনো না।

[ফটক খুলে দ্রুত বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে আবার গোলমাল ভেসে আসে।]

সুবিনয়। উসকো অন্দর মে রাখ দেও!

রামসিং। যো হোকুম হুজুর!

[বাড়ীর ভেতর চলে যায় রামসিং। সুবিনয় খামার-বাড়ীর পথের সামনে এসে দাঁড়ায়। গোলমাল ভেসে আসে।]

বাইরে থেকে—

রঘু। যা—যা—নিয়ে আয় তোদের কত লাঠি আছে। আমরা যাব না।

বংশী। বুড়োমানুষ! হাড় গুঁড়ো হোয়ে যাবে। এখনও বলছি, সরে পড়।

রঘু। না—না—আমরা ফিরবো না।

বংশী। আচ্ছা দেখি। এই বিশে, চালা গাড়ী—

রঘু। আমরা থাকতে ঐই গাড়ী নিয়ে যেতে পারবি না বংশী—কখনও না।

সকলে। না—না—পারবে না।

বংশী। এই বিশে—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে।

বিশু। চাকা চেপে ধরেছে। চালাই কি করে?

রঘু। বংশী! সাধ্যি থাকে তো আমাদের ওপর দিয়ে চালা তোর গাড়ী। কিন্তু আমরা ছাড়ব না এই চাকা—

সকলে। না—না—আমরা কেউ ছাড়বো না। আমরা ছাড়বো না!

[ফটকের বাইরে রাস্তায় অবিনাশকে দেখা যায়। দূরে তার-দৃষ্টি নিবদ্ধ। ক্লান্ত পদে সে এগিয়ে চলেছে।]

অবিনাশ। এত গোলমাল হচ্ছে কিসের!

[সহসা সুবিনয়কে দেখতে পায়।]

অবিনাশ কে ওখানে? হ্যাঁ হে! এত হৈ চৈ কিসের বলতো!

সুবিনয়। ওখানে ডাকাত পড়েছে জ্যাঠামশাই!

[সুবিনয় ফটকের কাছে যায়। অবিনাশ ফটক খুলে ভেতরে আসে।]

অবিনাশ। কে, সুবিনয় নাকি?

সুবিনয় হ্যাঁ! আপনি এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন?

অবিনাশ আমি ছেলেমেয়েগুলোকে খুঁজতে বেরিয়েছি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সারা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে—কেউ নেই! এত রাত হলো। অশোক-লতা-বাবলু, এরা সব গেল কোথায়?

সুবিনয়। এত রাতে আপনি অত দূর থেকে—

অবিনাশ। হ্যাঁ! তারপর পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম এই গোলমাল। মনে হোল, গাঁয়ে বোধ হয় আগুন লেগেছে! ভাবলাম ওখানেই বোধ হয় ওদের খুঁজে পাব। তুমি কি বললে? ডাকাত পড়েছে?

সুবিনয়। হ্যাঁ! আপনি ওখানে যাবেন না।

অবিনাশ। এ রকম মজার ব্যাপার তো না দেখে থাকা যায় না। আজকাল তো ডাকাতি এমন হৈ চৈ করে হয় না।

সুবিনয়। ডাকাতরাই তো দল বেঁধে রোশনাই করে আসে—

অবিনাশ। না। আজকালকার ডাকাতরা কাজ সারে নিঃশব্দে, মানুষ জানতেও পারে না। আশ্চর্য, ডাকাতদের চেনাও যায় না।

সুবিনয় অস্থির-পদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুবিনয়। কতকগুলো না খেতে পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে একটা চালের গাড়ী লুঠ করতে এসেছে।

অবিনাশ। এত রাত্রে চালের গাড়ী! আমি তাহলে যাই—

সুবিনয়। আপনি যাবেন, কেন?

অবিনাশ। আমিও যে কতদিন ভাত খাইনি। আমারও যে ওদের মতন পেটের জ্বালা—আমিও তো ওদেরই দলে—

সুবিনয়। না—না—ওদের দলে আপনার যাওয়া চলে না।

অবিনাশ। কেন? বুড়ো হয়েছি বলে? তুমি জান না সুবিনয়! ওরা এতদিন আমায় মেনে এসেছে। আজও ভিখিরী বলে তাড়িয়ে দেবে না। ওদের থেকে একমুঠো আমায় দেবেই— আমি যাই।

[ফটকের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। সুবিনয় একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।]

সুবিনয়। আপনি যাবেন না। ওখানে লাঠি চলছে!

অবিনাশ। তবে তো আমার দেরী হয়ে গেছে—

[চঞ্চল হয়ে ওঠে।]

সুবিনয়। জ্যাঠামশাই! যাবেন না।

অবিনাশ। কি বলছ সুবিনয়। আমি বেঁচে থাকতে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের এমন অত্যাচার হবে। আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখব! না—না—কোনদিন আমি তা সইতে পারি নি!

সুবিনয়। আমি মিনতি করছি। আপনি বাড়ী ফিরে যান।

অবিনাশ। সুবিনয়! আমার আজ সব গেছে! কিন্তু আজও আমি ভুলতে পারি নি—গাঁয়ের লোকেরা বিপদে পড়লে আগে

আমারই কাছে ছুটে আসত। আমি আজ ভিখিরী—কিন্তু এখনও তো বেঁচে আছি। সবার আগে আমারই তো যাবার কথা—

[খামারবাড়ীর পথের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে ছুটে আসে বিশু গাড়োয়ান। হাতে ছিপ্‌টী। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।]

অবিনাশ। কে ?

বিশু। লাঠি থামাতে হুকুম দেন কত্তা।

সুবিনয়। তোমার হুকুমে নাকি ?

বিশু। নিদ্দুষী মানুষের ওপর এ রকম অত্যাচার চোখে দেখা যায় না।

সুবিনয়। তোমার গ্রামের কারোর ওপর তো কিছু করা হয় নি।

বিশু। আমি ভিন্ গেরামের হলেও ওদেরই মত গরীব লোক…

সুবিনয়। ওসব বাজে বুকনি রেখে দাও।

বিশু। তাহলে আমি গাড়ী হাঁকাতে পারব না।

[সরোষে গর্জে ওঠে সুবিনয়।]

সুবিনয়। কি, গাড়ী চালাবে না ?

বিশু। না !

সুবিনয়। বেইমানী –

বিশু। মুখ সামলে কথা বল কত্তা। নইলে মান রাখতে পারবো না।

[অবিনাশ এতক্ষণ নির্বাকবিস্ময়ে সুবিনয়ের দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ সে ছুটে আসে সুবিনয়ের দিকে।]

অবিনাশ। তুমি ? তোমারই লোকজন গাঁয়ের লোকদের লাঠি মারছে ! এত বড় নিষ্ঠুর তুমি ?

সুবিনয়। আপনি চুপ করুন। এটা আমার নিজের ব্যাপার।

অবিনাশ। না না আমি চুপ করব না। সবার আগে আমি বলব। তোমার সর্বনাশ হবে সুবিনয়। এতখানি পাপ এমনি যাবে না।

[জোর করে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় সুবিনয়।]

সুবিনয়। আপনি এখান থেকে সরে যান।

[বিশুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। হিংস্র জলন্ত দৃষ্টি চোখে।]

সুবিনয়। তাহলে তুমি গাড়ী চালাবে না ?

বিশু। আগুতে অত্যাচার বন্ধ কর।

সুবিনয়। তুমি গাড়ী চালাবে কি না, জবাব দাও !

বিশু। গরীবের কথার লড়চড় হয় না।

[বিদ্যুৎগতিতে বিশুর হাত থেকে ছিপটীটা ছিনিয়ে নিয়ে পিছিয়ে যায় সুবিনয়।]

সুবিনয়। Get out ! Get out from here, you dirty dog—

[অবিনাশ সুবিনয়ের সামনে ছুটে আসে।]

অবিনাশ। খবরদার ! খবরদার সুবিনয় !

[ক্রোধান্ধ সুবিনয় উন্মত্তের মত ছিপটী চালায়। অবিনাশ দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সুবিনয় চাবুক থামিয়ে হাঁপাতে থাকে।]

বিশু। এত্তো বড়…এত্তো বড় তোমার আস্পর্দ্ধা, এই বুড়ো মানুষটাকে তুমি মারলে…ছিপ্‌টী মারলে…

সুবিনয়। Shut up ! গাড়ী চালাবে না ? এই চাবুক…চাবুকে গাড়ী চলবে।

[খামারবাড়ীর পথ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। বাইরে একটা দারুণ গোলমাল ওঠে। তারপর সেটা মিলিয়ে যায়। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। বিশু অবিনাশের মাথাটা ধীরে ধীরে তোলবার চেষ্টা করে। বাইরের রাস্তায় রমাকে দেখা যায়। তার হাতে লণ্ঠন। চারদিকে চেয়ে চেয়ে সে অবিনাশকে খুঁজছে।]

রমা। বাবা ! বাবা !

বিশু। ঠাকুর ! ঠাকুর !

[হঠাৎ রমা দেখতে পায় অবিনাশ আর বিশুকে। ফটক খুলে ছুটে আসে।]

রমা। কে ওখানে ?

বিশু। ঠাকুর !

[অবিনাশ রক্তাক্ত মুখ তুলে সামনের দিকে তাকায়। রমা লণ্ঠনটা রেখে অবিনাশের কাছে এগিয়ে আসে।]

রমা। একি ! এমন সর্বনাশ কে করলে বাবা ?

অবিনাশ। সর্বনাশ শুধু এখানে নয়, আরও এগিয়ে গেলে যা দেখবে কোন মানুষ তা সইতে পারে না

রমা এমন ভাবে আপনাকে কে মারলে ?

রমা। আমার জন্যে—আমার জন্যি ঠাকুরকে চাবুক খেতে হলো।

অবিনাশ। বৌমা! আমায় ধরে ওখানে নিয়ে চলতো! বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এত বড় অন্যায়—গাঁয়ে বাস করে আমি তো সইতে পারব না।

[বিশু ও রমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। একটু একটু করে আলো ফুটছে। সে আলোকে স্পষ্ট দেখা যায় পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রঘু। তার কপালে রক্তের ধারা। কিন্তু মুখে বেদনার চিহ্ন নেই—ক্রোধের চিহ্ন স্পষ্ট। কঠিন—অকম্পিত তার কণ্ঠস্বর।]

রঘু। কোথায় যাবে দা ঠাকুর ? গাড়ী চলে গেছে।

রমা। গাড়ী চলে গেছে!

রঘু। ছোট কত্তা নিজে গাড়ী হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। লাঠি মেরেও পারেনি। ভয়ে পালিয়ে গেল।

অবিনাশ। একি! তোমাকেও মেরেছে রঘু—তোমাকেও মেরেছে!

রঘু। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোও বাদ যায় নি দা ঠাকুর।

[চঞ্চল হয়ে ওঠে রমা]

রমা। ওরা সব—ওরা সব কোথায় গেল ?

রঘু। ছোট খোকাবাবুকে পুলিশে নিয়ে গেল। ডাকাতের সর্দার বলে ধরলে!

অবিনাশ। অশোককে পুলিশে ধরেছে ? সে ডাকাত ? এত বড় অন্যায় তুমি মুখ বুজে সইতে পারলে রঘু ?

রঘু। তা কে সইতে পারে ? সবাই তো হাতে পায়ে চোট নিয়ে ছুটলো থানার দিকে! বড় খোকাবাবু কোথা হতে ছুটে এয়েছিল। মাথায় সড়কী লাগতে ঘুরে পড়ল।

রমা। কোথায় তিনি—? আমায় নিয়ে চল রঘুকা।

রঘু। বাবলু আর খুকীমাতে তাঁকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছে। চোট বড় জোর হয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি! তুমি ঠাকুরকে নিয়ে বাড়ী যাও।

অবিনাশ। অমলকে মেরেছে—তোমাকে মেরেছে—গাঁয়ের নিরীহ লোক-গুলোর মাথায় লাঠি মেরেছে। তবে কি এত বড় পাপ—এতখানি অন্যায় এমনি যাবি? তার শাস্তি হবে না—শাস্তি—

[তার দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।]

রমা। সবাই এল—সবাই হাত লাগালে, চাকা তবুও ঘুরল—গাড়ী-খানাকে কেউ আটকাতে পারলে না? সবাইকে দলে পিষে চলে গেল?

রঘু। তুমি কেঁদ নি মা! দাঠাকুর, তুমিও চোখের জল ফেল নি! পিতিকার হবে—এর পিতিকার আমরা করবই! যদি মরতেই হয়,মুখ বুজে অত্যেচার সইতে সইতে আর মরব না।

অবিনাশ। আর কিছু চাই না—আর কিছু না। পেট ভরে খেয়ে শুধু বেঁচে থাকতে চাই। ছেলেমেয়েদের মুখে দুমুঠো তুলে দিয়ে, বউঝির লজ্জা বাঁচিয়ে শুধু বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের মাটির ঘরে শুধু শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাই।

[শূন্যপানে তার সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভোরের আলোয় চারিদিক উজ্বল হ'য়ে ওঠে।]

যবনিকা

প্রথম অভিনয়

রঙ্‌মহল

(মঙ্গলবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১, সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায়)

সুবিনয় :	উত্তম কুমার চট্টোপাধ্যায়
অবিনাশ :	রমেশ মুখোপাধ্যায়
অমল :	শৈলেন শীল
অশোক :	তপন মুখোপাধ্যায়
বাবলু :	শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
রঘু :	ভুপেন হালদার
মধুময় :	শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশী :	রঞ্জন বসাক
রামসিং :	বাসুদেব পাল
বিশু :	বিদ্যুৎ বোস
রমা	শ্যামলী চক্রবর্তী
লতা :	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অভিনয়

রঙ্‌মহল

(শুক্রবার ৮ই আগষ্ট, ১৯৫২, সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায়)

সুবিনয় :	ছবি বিশ্বাস
অবিনাশ :	জহর গাঙ্গুলী
অমল :	বীরেন চট্টোপাধ্যায়
অশোক :	উত্তম কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাবলু : শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
রঘু : রমেশ মুখোপাধ্যায়
মধুময় : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশী : ভুপেন হালদার
রামসিং : বাসুদেব পাল
বিশু : বিদ্যুৎ বোস
রমা : শ্যামলী চক্রবর্তী
লতা : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

নবপর্যায়ে

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (উত্তর কলিকাতা শাখা) কর্তৃক

(৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩)

সুবিনয় : শান্তি ভট্টাচার্য
অবিনাশ : গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়
অমল : মনি মজুমদার
অশোক : দিব্য ভট্টাচার্য
বাবলু : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
রঘু : শান্তি মুখোপাধ্যায়
মধুময় : রবীন গঙ্গোপাধ্যায়
বংশী : বাসুদেব ভট্টাচার্য
রামসিং : নারায়ণ গুহ
বিশু : অমিয় সেন
রমা : শোভা মজুমদার
লতা : অনীতা চক্রবর্ত্তী